নার্সিং হোম

শ্রীশচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
বৈশাখ ১৩৫০

দাম—পাঁচসিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্‌ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত গদাধর মল্লিক

করকমলেষু

নার্সিং হোম, রুগ্নকে সুস্থ করিবার সেবাশ্রম। রুগ্ন সেখানে যায় অনেক আশা লইয়া। সে আশা করে ব্যাধিমুক্ত হইয়া নবজীবন লাভ করিয়া সংসারের সুখ-সম্পদের অধিকারী হইবে। কিন্তু সকলের আশা পূর্ণ হয়না। নার্সিং হোম, ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান। ব্যবসায়ীরা সে হোম গড়িয়া তোলে। সব ব্যবসায়ীরা সাধু হয়না। অসাধু ব্যবসায়ীরা নার্সিং হোমকে উপলক্ষ করিয়া লক্ষ্য রাখে অর্থোপার্জ্জনের দিকে। এই রকম নার্সিং হোমে যারা দুর্ভাগ্য ক্রমে স্থান পায়, তাহারা শয়তানের কবলে পতিত হইবার দুর্ভোগ ভোগ করে। এমনই একটি নার্সিং হোম এই নাটকে আমি দেখাইয়াছি।

শুধু নার্সিং হোমেই যে রুগী থাকে, তাহা নয়। সংসারের সর্ব্বত্রই নানা রোগে রুগ্ন লোক রহিয়াছে। তাহাদের সেবার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনবোধ সকলের থাকে না। অনেক সময় দেখা যায় নার্সিং হোমে

যে রুগী পাঠাইতেছে, আসলে সেও রুগী, তাহারও চিকিৎসার দরকার, যে নার্সিং হোম করে সেও রুগী।

তারিণী দত্ত, কুন্তলা দত্ত, বিক্রমাদিত্য ডাক্তার, সিষ্টার শীলা, সুশান্ত সুস্থ নর-নারী নয়, তাহারাও রুগ্ন। তাহাদের যে রোগ, তাহা লোকচক্ষে ধরা পড়েনা; কিন্তু ভিতরে থাকিয়া উহা তাহাদের মানুষত্ব এবং সেই কারণে মনুষ্যত্বও হরণ করে। সাধারণত আমরা তাহাদের 'খারাপ মানুষ' বলি; কিন্তু 'খারাপ' কেন হইল তাহা ভাবিয়া দেখিনা।

সংসারে নিত্য আমরা নানা ক্ষুব্ধ লোক দেখি, ক্রুদ্ধ লোক দেখি, লুব্ধ লোক দেখি; দেখি তাহাদের ক্ষোভ, তাহাদের ক্রোধ, তাহাদের লোভ সমাজে নানা অনাচার আনিয়া দেয়। অনাচারের আমরা নিন্দা করি, অনাচার দূর করিবার জন্য শাসন-অনুশাসনের ব্যবস্থা করি—কিন্তু সুফল কিছুই পাইনা।

যতক্ষণ মানুষের মনে লোভ থাকিবে, ক্ষোভ থাকিবে, ক্রোধ থাকিবে, অপরিমিত কাম থাকিবে ততক্ষণ মানুষ ওই সব প্রবৃত্তির তাড়নায় পাগলের মত কাজ করিবে। তাহাকে বাঁধিতে চাহিলে সে বন্ধন ছিঁড়িবে, তাহাকে শাসন করিলে সে শাসন মানিবেনা। এম্নি একদল লোককে আমি নার্সিং হোমে টানিয়া আনিয়াছি। সত্যিকারের নার্সিং হোম হইলে আমি তাহাদিগকে রুগীর শয্যায় শায়িত রাখিতাম। এটা সত্যিকারের নার্সিং হোম নয় বলিয়াই তাহাদিগকে কর্ম্মব্যস্ত রাখিয়া আমি তাহাদের মনের ব্যাধি প্রকাশ করিয়া দিয়াছি।

রোগ থাকিলে রোগের গ্লানিও থাকিবে। এই গ্লানি কুন্তলার আছে, তারিণীর আছে, শীলার আছে, সুশান্তর আছে, এমন কি বিক্রম ডাক্তারেরও আছে। এদের ভবিষ্যৎ আছে, তাই এদের গ্লানিও আছে।

এরা প্রতি কাজেই মনে করে—'যদি এমন না হইতাম, তাহা হইলে জীবনকে সুন্দর, সার্থক করিতে পারিতাম!' কিন্তু যাহা তাহারা হইতে পারেনা তাহাই হইবার চেষ্টা তাহারা করে। তারিণী তাহার লোভকে স্নেহ দিয়া জয় করিতে চায়, কুন্তলা চায় দুষ্কৃতির দায় হইতে মুক্তি, শীলা চায় কপট আচরণের বাহিরে গিয়া সুখ-শান্তিতে জীবনের দিন কাটাইতে, একটি দিনের একটা দুষ্কৃতি সুশান্তকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে, এমন কি বিক্রম ডাক্তারও নিজের দেহে বিষ ভরিয়া দিয়া বর্ত্তমানকে ভুলিয়া থাকিতে চায়।

দুইজন লোক ফাঁকি দিয়া বড় হইতে চাহেনা। ইহাদের একজন রামকমল আর একজন মণিমালা। জীবনে ইহাদের চাইবার বা পাইবার কিছুই নাই। ইহারা সব হারাইয়াছে। তাই স্থিরচিত্তে সবাইকে দেখিতে পাইতেছে। নিরুপম মণিমালার প্রভাবে পড়িয়া যৌবনের চাঞ্চল্য ভুলিয়া যৌবনের দৃঢ়তা পাইল, আর রামকমল কুন্তলাকে দিল শান্তির সন্ধান, কমলাকে অবিরাম সান্ত্বনা।

সর্ব্বস্ব হারাইয়া রামকমল সংসারকে চিনিয়াছে। সে দেখিয়াছে খ্যাতির জন্য, অর্থের জন্য, প্রতিষ্ঠার জন্য, প্রেমের জন্য, মানুষ যেমন পাগল হইয়া উঠিয়াছে—তেম্নি হিংসায়, দ্বেষে, পরশ্রীকাতরতায়ও মানুষ প্রতিমুহূর্ত্তে পাগলামো করিতেছে। সংসারের সব অবিচারের অনাচারের মূলে রহিয়াছে মানুষের এই ব্যাধি। এই ব্যাধি বিদূরিত না হইলে সংসারে সুখের নীড় বাঁধা সম্ভবপর হইবে না। রামকমল তাই বলে—"শাসনও নয়, অনুশাসনও নয়, সেবা, স্নেহ-অভিষিক্ত সেবাই মানুষের কল্যাণজনক। স্নেহ পেলে মানুষ উষ্ণ হবেনা, উদ্ধত হবেনা।" স্নেহ-অভিষিক্ত সেবা ঝুটো নার্সিং হোমে পাওয়া যাইবে না, পাওয়া যাইবে সংসারের প্রতি গৃহে; প্রতি গৃহই হোক প্রকৃত নার্সিং হোম!

এই নাটকের প্রযোজনায় শ্রীযুক্ত গদাধর মল্লিক, পরিচালনায় শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী, ব্যবস্থাপনায় শ্রীমান বিদ্যাধর মল্লিক অসাধারণ শ্রম করিয়াছেন। সাফল্যের সুখ্যাতি তাঁহাদেরই প্রাপ্য।

সুকবি শৈলেন রায়, সুরশিল্পী ও সুলেখক তুলসী লাহিড়ী ও সুরশিল্পী ধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যথাক্রমে গান রচনা করিয়া ও সুর সংযোজনা করিয়া, আবহ সৃষ্টি করিয়া আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। শ্রীজ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায় (থিয়েটারমহলের অনুপম হটুবাবু) দুইটি রস-বাণী যোগাইয়া আমাকে তাঁহার কাছে ঋণী রাখিয়াছেন বলিযা তাঁহার বিশ্বাস।

শ্রীযুক্ত সন্তোষ সিংহ আশা দিয়া নিরাশ করিলেও অনুজোপম রতীন বন্দ্যোপাধ্যায় দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া একটি সুষ্টু টিমওয়ার্ক সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার মনের ও দৃষ্টির যে পরিচয় আমি পাইয়াছি, তাহাতে আশা করিতে পারি যে ভবিষ্যতে তিনি পরিচালনায় কৃতিত্ব দেখাইতে পারিবেন।

এই নাটকের শেষের দিকে যে গতি দেখা যায়, তাহা মঞ্চের নাটকে সাধারণত দেখা যায় না। পরিচালক অহীন্দ্র চৌধুরীর নির্দ্দেশে উহা সাধিত হইয়াছে। ইতি

১৩ই জুন, ১৯৪০
৮৪।১।২ গ্রে ষ্ট্রীট
কলিকাতা

বিনীত—
শচীন সেনগুপ্ত

নার্সিং হোম

প্রথম অঙ্ক

১ একটি বাড়ীর সম্মুখের ছোট বাগান। বাগানের ঠিক মাঝখানে বাড়ীটি দাঁড়াইয়া আছে। দুটি থাম, পোর্টিকো, ল্যাণ্ডিং, তারপর ভিতরে প্রবেশ করিবার দরজা। থাম দুটির মাথায় যে যায়গা রহিয়াছে তাহাতে খুব বড় একটা লাল ক্রস এবং রু হরফে লেখা রহিয়াছে 'নার্সিং হোম'। বাগানে নানা প্রকার গাছ রহিয়াছে, বিলাতী ঝাউ, ক্রোটোন, ফুলওয়ালা লতা দেয়াল বাহিয়া দোতলায় উঠিয়া গিয়াছে। দুটি জানালা খোলা, একটি জানালায় একটি নার্স দাঁড়াইয়া রহিয়াছে আর একটি জানালায় দাঁড়াইয়া একটি লোক বেহালা বাজাইতেছে। নার্সটি সিষ্টার শীলা নামে পরিচিতা আর বেহালা বাদকটির নাম রামকমল। বাগানে বেতের চেয়ার, টেবিল। ডক্টর বিক্রমাদিত্য রায় বাগানে প্রবেশ করিলেন।

বিক্রমাদিত্য। Good evening, Sister.

শীলা। Good evening, Doctor.

বিক্রমাদিত্য। এদিকে এস, কথা আছে।

শীলা। In a minuite.

শীলা জানালার নিকট হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, বিক্রমাদিত্য দুইপাক ঘুরিয়া বেড়াইয়া রামকমলের দিকে চাহিল।

বিক্রমাদিত্য। কি বাজাচ্ছ হে রামকমল ?

রামকমল। Quinine mixture, pestle and mortar.

বিক্রমাদিত্য হো হো করিয়া হাসিল।

বিক্রমাদিত্য। A funny man you are!

রামকমল। And you are a bleating goat! রামছাগল! ব্যা! ব্যা!

জিভ বার করিয়া ডাক্তারকে দেখাইয়া সরিয়া গেল। ডাক্তার একখানা চেয়ার টানিয়া বসিল। বাগানের পাশের গেট দিয়া একটি মহিলা প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে একটি তরুণী এবং একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মহিলাটির নাম কুন্তলা দত্ত, তরুণীর নাম কমলা দত্ত আর বৃদ্ধটির তারিণী দত্ত। কুন্তলার একেবারে আধুনিকার বেশ, কমলার পোষাকের পারিপাট্য কম, তারিণী একেবারে সে-কেলে। আগন্তুকদের আসিতে দেখিয়া বিক্রমাদিত্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

কুন্তলা। এইটেই কি ডক্টর বিক্রমাদিত্য রায়ের নার্সিং হোম ?

বিক্রমাদিত্য। আজ্ঞে, হাঁ। চেয়ে দেখুন স্পষ্ট লেখা রয়েচে।

কুন্তলা। ডক্টর রয়ের সঙ্গে আমরা দেখা করতে চাই।

বিক্রমাদিত্য। তারই সঙ্গে আপনি কথা কইচেন!

কুন্তলা। ও! আপনিই তিনি—the famous Doctor Roy?

বিক্রমাদিত্য। At your service madam.

চেয়ার আগাইয়া দিল। সকলে বসিল।

কুন্তলা। এই রুগীটিকে দেখতে হবে।

বিক্রমাদিত্য। রুগী!

কুন্তলা। বিস্মিত হলেন যে!

তারিণী। রুগী দেখা কি আপনার পেশা নয়?

বিক্রমাদিত্য। হ্যাঁ, পেশা তাই। কিন্তু রুগী কে?

কুন্তলা। এই মেয়েটি, কমলা, আমার ভাশুরের মেয়ে।

তারিণী। দাদা, বৌদি সবাই সগ্‌গে চলে গেছেন, ওই মেয়েটিকে আমাদের কাছে রেখে।

কুন্তলা। আর বুঝি ওকে কাছে রাখতে পারিনা, ডক্টর রয়!

রুমাল দিয়া চোখ ঢাকিল।

বিক্রমাদিত্য। কেন, ওঁর হয়েচে কি?

কমলা। আমার কিছুই হয়নি ডাক্তারবাবু।

তারিণী। ওই ত রোগ ডাক্তারবাবু।

কুন্তলা। যাকেই দেখাই, ওই এক কথা, আমার কিছুই হয়নি।

তারিণী। অথচ সারারাত ঘুমোয়না, পেটপুরে খায় না, শূন্যে দৃষ্টি ভাসিয়ে জানালায় বসে থাকে।

কমলা। রাতদিন চোখে চোখে রাখ বলেইত পালিয়ে যেতে পারিনা।

তারিণী। ওই শুনুন ডাক্তারবাবু!

কমলা। ডাক্তারবাবু, এরা আমায় মেরে ফেলবে।

কুন্তলা। এই সুরু হোলো।

কমলা। পাগল পাগল বলে এরা আমায় সত্যিই পাগল করে দেবে, ডাক্তার বাবু। আপনি পারেন, পারেন আমাকে এদের হাত থেকে বাঁচাতে?

তারিণী। উনি পারবেন বলেইত ওঁর কাছে আমরা এসেচি। তুমি উতলা হোয়োনা মা, বোস, বোস।

হাত ধরিয়া তাহাকে বসাইতে গেল, কমলা হাত ছাড়াইয়া বলিল :

কমলা। না, না, তোমাদের কোন কথা শুনব না আমি।

কুন্তলা। তা শুনবে কেন, হাড় জ্বালিয়ে খাবে।

কমলা। কেন আমায় রেখেচ কাছে ধরে? আমিত বোর্ডিংয়ে বেশ ছিলুম।

কুন্তলা। বেশ ছিলে, তা জানি। রাজরাণীর মত রাখতে আমাদের যে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছিল।

তারিণী। আর জানেন ডাক্তারবাবু, তারাও বোর্ডিংয়ে ওকে রাখতে চাইলেনা। কেনইবা চাইবে পাগলের ঝঞ্ঝাট পোহাতে।

কমলা। পাগল! পাগল! পাগল! আর শুন্তে পারি না। আমি কাউকে কামড়াই, কাউকে আঁচড়াই, না প্রলাপ বকি? পাগল তোমরা।

তোমাদেরই আমি সইতে পারি না, তোমাদের কাছে থাকতেই আমি হাঁপিয়ে উঠি ! ওদের সরিয়ে দিন ডাক্তারবাবু, আমি আপনাকে কতগুলো কথা বলব। শুনলে আপনি বুঝবেন আমি পাগল আদৌ নই।

বিক্রমাদিত্য। শুনচি, সব শুনচি। তুমি আগে বোস।

কমলা। না, না, আগে ওদের সরিয়ে দিন, সরিয়ে দিন, সরিয়ে দিন !

সিষ্টার শীলা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

বিক্রমাদিত্য। Here is a patient for you Shiela.

কমলা। না, না, আমি পেশেণ্ট নই। আমার কোন রোগ হয়নি।

শীলার কাছে দৌড়াইয়া গেল।

আপনি নার্স, আপনি সব বুঝবেন।

শীলা। হ্যাঁ, আমি নার্স, আমি সব বুঝি। তুমি এস আমার সঙ্গে।

কমলা। কোথায় ?

শীলা। চল পেছনের বাগানটায় আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।

কমলা। আপনাদের বাগানে ফুল আছে ?

শীলা। ক-ত-অ-অ !

কমলা। তবে চলুন। কিন্তু মনে রাখবেন আমি রুগী নই।

শীলা। না, না। রুগী দেখলেই আমি চিনি। রুগী কি দেখতে এমন সুন্দর হয় ? যেন গোলাপের কুঁড়িটি !

চিবুক হাত দিয়া ধরিয়া দেখিল।

কমলা। আপনিই ঠিক বোঝেন। চলুন, আপনার সঙ্গেই যাব।

শীলা। May we go doc ?

বিক্রমাদিত্য। Sure, you may !

শীলা। এস বোন।

তাহারা অগ্রসর হইল।

কুন্তলা। দেখবেন, সাবধানে রাখবেন যেন !

তারিণী। আমাদের চোখের মণি ও।

শীলা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল :

শীলা। কিছু ভাববেন না আপনারা।

তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

তারিণী। কেমন দেখলেন ডাক্তারবাবু ?

বিক্রমাদিত্য। সন্দেহ হয়। কিন্তু ভালো করে examine না করে কিছুই ত বলতে পারি না।

জানালায় দাঁড়াইয়া রামকমল কহিল :

রামকমল। বল্‌তে কোনদিনই পারবে না বাবা।

সকলে সেই দিকে চাহিল।

বিক্রমাদিত্য। কেন পারবনা রামকমল ?

রামকমল। কেন ?

বিক্রমাদিত্য। হ্যাঁ, কেন ?

রামকমল। Because you are a goat, a bleating goat!
ব্যা। ব্যা!

জিভ্ বার করিয়া সরিয়া গেল।

তারিণী। ও কে!

বিক্রমাদিত্য। ওই patientটিকে নিয়ে জ্বলে পুড়ে মলুম।

কুন্তলা। দূর করে তাড়িয়ে দেন না কেন?

বিক্রমাদিত্য। I cant be false to my profession, madam.

কুন্তলা। রুগীদের ওপর আপনার বুঝি খুব মায়া?

বিক্রমাদিত্য। আত্মীয় স্বজনরা ওদের ত্যাগ করেচে, সমাজ ওদের দূরে ঠেলে দিয়েচে, আমরা যদি ওদের না দেখি, কে দেখবে বলুন। আর তা ছাড়া, we are paid for it.

তারিণী। আমাদের কমলাকে তাহলে আপনি আদরে যত্নে রাখবেন?

বিক্রমাদিত্য। কমলা? কমলা কে?

তারিণী। আমার দাদার মেয়ে······

কুন্তলা। যে মেয়েটিকে আমরা সঙ্গে এনেচি।

বিক্রমাদিত্য। ও। হাঁ। তা ওর রোগটা কি বলুন ত?

কুন্তলা। রোগ ত আপনি ঠিক করবেন ডক্টর রয়।

বিক্রমাদিত্য। Right you are madam. But I must examine her first.

তারিণী। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

কুন্তলা। কিন্তু রোগটা হঠাৎ কিছু আপনি ধরতে পারবেন না। আপনার বেশ সময় লাগবে।

বিক্রমাদিত্য। উপসর্গগুলো অনেক দিন থেকে দেখা দিয়েচে বুঝি।

কুন্তলা। হাঁ, অনেক দিনের হবে বৈকি!

বিক্রমাদিত্য। আচ্ছা চলুন। আগে Caseটা ভালো করে দেখে নি।

কুন্তলা। সে দেখবেন আপনার সুবিধে মত, We are not in a hurry!

বিক্রমাদিত্য। মানে?

কুন্তলা। ওকে আমরা এইখানেই রেখে যেতে চাই।

তারিণী। আপনার পারিশ্রমিক পাবেন, পুরস্কারও পাবেন।

বিক্রমাদিত্য। ওসব না পেলে আমরা রাখবইবা কেন?

তারিণী। নিশ্চয়! নিশ্চয়!

বিক্রমাদিত্য। কিন্তু এই কথাটা আপনাদের মনে রাখতে হবে। We can take in only genuine cases.

কুন্তলা। কিন্তু এর মাঝে মিথ্যে কিছু নেই।

বিক্রমাদিত্য। তবুও কাগজপত্র আমাকে ঠিক রাখতে হবে।

পুস্‌বেল প্রেস করিল।

কুন্তলা। আপনার যা করা দরকার তাই করবেন।

বিক্রমাদিত্য। কিন্তু আপনাদেরও যে কর্ত্তব্য রয়েচে অনেক।

কুন্তলা। বলুন, কি করতে হবে?

বিক্রমাদিত্য। কতগুলো forms fill-up করে দিতে হবে।

লেখা আসিয়া দাঁড়াইল।

তারিণী। নিশ্চয় দোব!

কুন্তলা। থাম তুমি।

তারিণী। আ-হা-হা তুমি বোঝনা, forms fill-up না করলে ওঁরা নিতে পারবেন না যে!

বিক্রমাদিত্য। Exactly!

কুন্তলা। আপনি……

বিক্রমাদিত্য। Admisson forms, লেখা।

লেখা চলিয়া গেল।

কুন্তলা। আপনি আমার সঙ্গে কথা বলুন, ডক্টর রয়।

বিক্রমাদিত্য। কেন, আপনার স্বামীত অন্যায় কিছু বলচেন না।

কুন্তলা। আর দু'চারটে কথা বল্লেই স্পষ্ট ধরতে পারবেন।

বিক্রমাদিত্য। Good god! উনিও কি……

কুন্তলা। ঠিক অনুমান করেচেন। উনিও।

তারিণী। আমিও! কি? আরে তুমি বলতে চাও আমিও পাগল?

কুন্তলা। পারিবারিক ব্যাধি, ডক্টর রয়।

তারিণী। না, না, ডাক্তারবাবু, ওর এ-কথা সত্য নয়, সত্য নয়, আমি পাগল নই!

কুন্তলা। দেখ্‌চেন!

বিক্রমাদিত্য। Yes this is very striking!

কুন্তলা। পুরুষানুক্রমে এই রোগ এঁদের পরিবারে দেখা দেয়। এঁর বাবা……

তারিণী। কী! আমার বাবাকেও তুমি পাগল বলচ! আস্পর্দ্ধা তোমার ত বড় কম নয়!

কুন্তলা। দ্যাখ, চেঁচিয়োনা বলচি। চুপটি করে বসে থাক। নইলে তোমাকেও এইখানে রেখে যাব।

তারিণী। আমাকে রেখে যাবে! আর আমার বিষয় সম্পত্তি, বাড়ী ঘর?

কুন্তলা। আমি ভোগ করব।

তারিণী। স্বামী সঙ্গে না থাকলে তুমি ত ভোগ করতে পারবে না।

কুন্তলা। স্বামী যার পাগল, তাকে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাই করতে হয়।

তারিণী। ওরে বাবা আমি পাগল নই! আমার চৌদ্দ পুরুষে কেউ কোনদিন পাগল ছিল না।

কুন্তলা। কিন্তু আমি তোমায় পাগল করে দিতে পারি।

তারিণী। তুমি!

কুন্তলা। হ্যাঁ।

তারিণী। হ্যাঁ, তা তুমি পার।

কুন্তলা। তবে চুপ করে বসে থাক।

তারিণী। আচ্ছা, তাই থাকি!

দূরের একখানা চেয়ারে গিয়া চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল।

কুন্তলা। দেখচেন ডক্টর রয়!

বিক্রমাদিত্য। I feel for you madam.

কুন্তলা। বিয়ের পর থেকেই এই দুর্ভোগ আমাকে ভুগতে হচ্ছে।

বিক্রমাদিত্য। I have every sympathy for you madam.

কুন্তলা তাহার দুই হাত চাপিয়া ধরিল।

কুন্তলা। তাহলে আমার ভাশুরের ওই মেয়েটিকে রেখে দিন।

বিক্রমাদিত্য তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বিক্রমাদিত্য। Your touch is inspiring! আশ্চর্য্য পরশ!

কুন্তলা। আর কোন পুরুষ এ কথা আমায় বলেনি।

বিক্রমাদিত্য। তাহলে খুব কম পুরুষের সঙ্গেই আপনার পরিচয় আছে।

কুন্তলা। যাদের সঙ্গে আছে, তাদের আপনার মত মন নেই, হয়ত হৃদয়ও নেই।

বিক্রমাদিত্য। I feel flattered, madam.

কুন্তলা। তাহলে মেয়েটিকে আপনি রাখচেন?

বিক্রমাদিত্য। নিশ্চয়ই।

লেখা আসিয়া forms গুলো দিয়া চলিয়া গেল

কুন্তলা। আঃ! আপনি আমাকে বাঁচালেন।

বিক্রমাদিত্য। forms গুলো fill-up করে দিন।

কুন্তলা। যা লেখবার আপনিই লিখে নিন।

বিক্রমাদিত্য। আপনাদেরও যে সই দিতে হবে।

কুন্তলা। সই দিতেই হবে?

বিক্রমাদিত্য। হ্যাঁ।

কুন্তলা। তাহলে আমাদের অন্যত্রই যেতে হোলো!

বিক্রমাদিত্য। As you please, madam! Good night.

বলিয়া বিক্রম ডাক্তার দরজার কাছে গিয়া দাঁড়াইল। দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

তারিণী। একি হোলো! দোর বন্ধ করে দিলে যে! ডাক্তারবাবু! ডাক্তারবাবু!

কুন্তলা। আঃ চ্যাঁচাও কেন? সরে এস।

তারিণী। কমলা যে ভিতরে রইল।

কুন্তলা। বাইরে আনবার শক্তিই যে আমাদের নেই!

তারিণী। কমলা! কমলা!

কান্নার সুরে বেহালা বাজিতে লাগিল। রামকমল প্রবেশ করিল, বেহালা বাজাইতে বাজাইতে তারিণীর কাছে গেল। তারিণী তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। রামকমল হঠাৎ বেহালা থামাইয়া চাপাগলায় কহিল:

রামকমল পালাও! পালাও! এখনও সময় আছে।

তারিণী লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারিণী কেন? পালাবো কেন?

রামকমল। এখানে যে আসে, আর ফিরে যায় না। আমি যাইনি, ওরা যায়নি, কেউ নয়!

তারিণী। কিন্তু আমার ভাই-ঝি যে ভিতরে রয়েচে।

রামকমল। ভিতরে রয়েচে! বেশ হয়েচে! বেশ হয়েচে! বাইরের পথ

আর সে খুঁজে পাবে না। ভিতরে অষ্টপ্রহর চলবে তাণ্ডব। Hurrah! Hurrah! the goat has brains. ছাগলার বুদ্ধি আছে। গালে চড় মেরে মেয়েটি কেড়ে নিলে। চড় যে খায় সে কাঁদে। আমি কাঁদি আর বিক্রম ডাক্তার নাচে মনের আনন্দে। আবারো সে নাচবে, মনের আনন্দে নাচবে, তাণ্ডব! তাণ্ডব! তাণ্ডব!

প্রবল বেগে বেহালা বাজাইতে লাগিল, মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। বেহালার বাজনার সহিত মিলিল পিয়ানোর বেতালা বাজনা, মঞ্চ অন্ধকার হইল, বাজনা চলিতে লাগিল বেহালা ক্ষীণ আর পিয়ানো জোর—মঞ্চ যখন আলোকিত হইল, তখন দেখা গেল সজ্জিত একটি ড্রইয়িং রুমে একটি পিয়ানোর সামে বসিয়া নিরুপম প্রবল উত্তেজনার সহিত বেহালা বাজাইতেছে। সে বাজনা নয়, পিয়ানোর ওপর দশ আঙুলের তাণ্ডব। একটি বিধবা তরুণী আসিয়া ঘরের একটি দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল। তরুণীর নাম মণিমালা।

মণিমালা। ও কি হচ্ছে নিরুপমবাবু!

নিরুপম হঠাৎ থামিয়া বিস্মিত হইয়া তাহার দিকে চাহিল, বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া মুখে ফুটিয়া উঠিল কৌতুহল, ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সে কহিল:

নিরুপম। আপনি!

মণিমালা। আমি কুন্তলার বোন মণিমালা।

নিরুপম। মণিমালা!

মণিমালা। হাঁ।

নিরুপম। আমি জহুরী নই স্বীকার করচি। কিন্তু নারীকুলের শিরোমণি যাঁরা, তাঁরা আমার কাছে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখতে পারেন না। এ মণিটি ত এতদিন চোখে পড়েনি।

মণিমালা। দিন কয়েক মাত্র এসেচি।

নিরুপম। আমি ত প্রতিদিনই আসি।

মণিমালা। তা আসেন বলেইত আপনাকে জানবার সৌভাগ্য আমার হয়েচে।

নিরুপম। আশ্চর্য্য! এঁরা কেউ পরিচয় করিয়ে দেননি। মাপ করবেন, আপনি এখনও দাঁড়িয়ে রয়েচেন, বসুন।

মণিমালা বসিতে বসিতে কহিল :

মণিমালা। পরিচয়ত আমাদের হয়েচে।

নিরুপম। কবে, কখন ?

মণিমালা। এই কটা দিনের প্রতিমুহূর্ত্তে।

নিরুপম। মানে ?

মণিমালা। সকালে যখন সবে সূর্য্য ওঠে, দুপুরে যখন চারিদিক নিঝুম হয়ে যায়, নিশুতিরাতে সারা পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে·········

নিরুপম। Excuse me! এক মিনিট। আপনি কি কবি ?

মণিমালা। ধ্যেৎ! আপনি সব মাটি করে দিলেন।

মণিমালা উঠিয়া কোণেরাখা ভাস হইতে একটা ফুল তুলিয়া লইল।

নিরুপম। সত্যি আমার অন্যায় হয়েচে। এইবার বলুন

মণিমালা। যা বলব ভেবেছিলুম, তা ভুলে গেছি।

নিরুপম। ভুলে গেছেন!

মণিমালা মাথা ঝাঁকাইয়া বুঝাইয়া দিল সে ভুলিয়া গেছে। নিরুপম কহিল :

আচ্ছা আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি······

ঠোঁট নাড়িয়া কথাগুলো যেন মনে মনে আওড়াইয়া লইতেছিল। মাথা চুলকাইয়া কহিল :

দুর্! আমিই যে ভুলে গেলুম।

মণিমালা খিল খিল হাসিয়া উঠিল।

না, না, হাসবেন না, হাসবেন না, মনে পড়েচে—আকাশে যখন রোদ ওঠে, দুপুরে যখন সেই রোদ আগুন ছড়ায় আর রাত্রে যখন সকলে নাক ডাকায়·········

মণিমালা দুলিয়া দুলিয়া হাসিতেছিল।

নিরুপম। বলুন, এইবার বলুন!

মণিমালা। বলে যে আনন্দ পেতুম, তার চেয়ে বেশী আনন্দ আপনি দিয়েচেন। বলবার আর দরকার নেই।

নিরুপম। উঁহু, সে হবে না, আপনাকে বলতেই হবে। আপনি বলুন আমার পরিচয় কি করে আপনি পেলেন?

মণিমালা। আচ্ছা, আপনিই বলুনত কি করে পেলুম?

নিরুপম। আমি বলব ?

মণিমালা। হুঁ।

নিরুপম চুপ করিয়া মণিমালার দিকে চাহিয়া রহিল।

কী, চুপ করে রইলেন যে !

নিরুপম। দেখুন, আপনি লোকটি তেমন সুবিধের নয়।

মণিমালা। ভালইত, কোন রকম সুবিধে নেবার চেষ্টা আপনি আর করবেন না।

নিরুপম। না, না, আমি এমন ঢের মেয়ে দেখিচি যারা বলবার কথাটা না বলে পুরুষকে অনর্থক পীড়া দেয়।

মণিমালা। আর আমিও এমন ঢের পুরুষ দেখিচি যারা বলা যা উচিৎ নয় তাই বলে মেয়েদের অমর্য্যাদা করে।

নিরুপম। মানে ?

মণিমালা। নিজের কথাগুলো মনে করে দেখুন।

নিরুপম। চালাকী রেখে দিন। এখনো আমি টোপ গিলিনি যাতে আপনি ভাববেন ইচ্ছে মত সুতো ছেড়ে আর গুটিয়ে মনের আনন্দে আমাকে খেলাতে পারবেন। আপনি আশা রাখেন অনেক, কিন্তু আপনার সম্বল নেই কিছুই।

মণিমালা মাথা নীচু করিয়া চুপটি বসিয়া রহিল।
নিরুপম তাহার কাছে গিয়া কহিল :

রাগ করলেন ?

মণিমালা। না।

নিরুপম। দুঃখু পেলেন ?

মণিমালা। দুঃখু আমার গা সওয়া হয়ে গেছে, নতুন করে আঘাত দেয় না।

নিরুপম। আমি স্বীকার করচি, আমি অন্যায় করিচি।

মণিমালা। আপনাদের এমনই অভ্যেস দাঁড়িয়েচে যে আমাদের একটুখানি হাসি তামাসা করতে দেখলেই আপনারা সংযত হবার প্রয়োজন ভুলে যান। আপনারা মনে করেন, যে মেয়ে হেসে কথা কয়, অসঙ্কোচ ব্যবহার করে, সে মেয়ে আপনাদের কাছে ধরা দেবার জন্যে তৈরি হয়েই রয়েচে। জেনে রাখুন তা সত্যি নয়।

উঠিয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইল।

নিরুপম। শুনুন, শুনুন।

মণিমালা ফিরিয়া দাঁড়াইল।

মণিমালা। বলুন।

নিরুপম। চলে যাচ্ছেন কেন ?

মণিমালা। থাকলে আপনার বর্ব্বরতার প্রশ্রয় দেয়া হবে।

নিরুপম যেন হতভম্ব হইয়া গেল।

নিরুপম। আপনার জিভ যেন চাবুক, শব্দও করে আঘাতও দেয়।

মণিমালা। কিন্তু আমার হাত তেমন নয়।

নিরুপম। মানে ?

মণিমালা। আমার হাত আঘাতও করতে পারে আবার স্নেহেরও পরশ দিতে পারে। যে যেমন বেছে নেয়!

দুয়ার পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতেই নিরুপম বলিল :

নিরুপম। আপনার স্বামী বোধহয় আগেকারটা বেছে নিয়েই অকালে প্রাণ হারালেন।

তড়াক করিয়া ফিরিয়া আসিল।

মণিমালা। তাঁর কথা মুখে আনবেন না। তিনি দেবতা ছিলেন, আপনার মত······

নিরুপম। পশু ছিলেন না?

মণিমালা। হাঁ।

নিরুপম। পশুর এই আকৃতি! এই রকম হাত, পা···

মণিমালা। বানরেরও দু'খানা হাত, দু'খানা পা থাকে; তবুও বানর পশু, মানুষ নয়।

নিরুপম। ইস্!

মণিমালা। শুনুন, আপনার পরিচয় আমি পেয়েচি কমলার কাছে।

দ্রুত চলিয়া গেল। নিরুপম তাহার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর হো হো করিয়া প্রবল বেগে হাসিতে লাগিল, বাহিরের দিকের দুয়ারের কাছে কুন্তলা আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পিছনে তারিণী।

নিরুপম। কমলাও পশু বলেচে নাকি!

কুন্তলা। নিরুপম! নিরুপম!

নিরুপম তাহাদের দিকে ফিরিয়া হাসি থামাইল।

নিরুপম। ও! আপনারা এসেচেন!

কুন্তলা। অমন করে হাসচ কেন ?

নিরুপম। A charming surprise! আপনার বোন! অপূর্ব্ব!

কুন্তলা। সে তোমার সাম্নে এসেছিল নাকি!

নিরুপম। ইচ্ছে করে কি এসেছিলেন, আমি টেনে এনেছিলুম।

কুন্তলা। টেনে এনেছিলে!

তারিণী। এত বড় আস্পর্দ্ধা তোমার! অন্দরে ঢুক্‌লে, পরস্ত্রীকে স্পর্শ করলে, দুর্ব্বৃত্তের মতো তাকে টেনে এনে······

নিরুপম। থামুন! থামুন! থামুন! অমন করে আর খারাপ কথাগুলো মুখ দিয়ে বার করবেন না। অনধিকার প্রবেশ, আর পরস্ত্রী-পরশাদি আপনার মগজে রয়েচে, আমার কাছে তা বাস্তব হয়ে ওঠেনি।

তারিণী। তবে যে বল্লে তুমি তাকে টেনে এনেচ!

নিরুপম। বোঁটা-ছেড়া ফল মাটিতে পড়ে মাটির টানে, তাই বলে মাটি কিছু গাছে উঠে ফলকে ধরে টেনে নাবায় না।

কুন্তলা। ও-সব নিউটনী থিওরী চালিয়ে আমাদের প্রশ্ন গুলিয়ে দিতে চেয়োনা।

তারিণী। আর মণিমালা বিধবা বলেই তুমি তাকে বোঁটা-ছেড়া ফল বলচ। আমরা কিছু বুঝি না ভেবেচ!

নিরুপম যেন shocked হইল।

নিরুপম। ছিঃ ছিঃ আপনার মন বড় কদর্য্য! একা বসে বসে বিরক্ত হয়ে ওই পিয়ানোটার ওপর আমি দশ-আঙুলের তাণ্ডব

চালাচ্ছিলুম। ভদ্রমহিলা, অর্থাৎ আপনার বোন, বিরক্ত হয়ে তেড়ে এলেন দেখতে কে এই উপদ্রব করচে। আসতে বাধ্য হলেন, পাড়াপড়শীরাও লাঠি নিয়ে ছুটে আসত যদি আপনার বোনটি আমাকে বাধা না দিতেন।

কুন্তলা। মণি তোমার সঙ্গে কথা কইলে!

নিরুপম। কথা কইলেন না, চাবুক চালালেন!

তারিণী। চালাকী পেয়েচ! চাবুক খেয়ে কেউ অমন করে হাসতে পারে?

নিরুপম। চাবুক ত তুচ্ছ মশাই, মেয়েরা যখন মনের আনন্দে সারা গায়ে জল-বিছুটি ঘসে দেয়, ক্যাবলা পুরুষগুলো তখনো দাঁত বার করে হাসে।

কুন্তলা। তাহলে মণি তোমাকে খুব শুনিয়ে দিয়েচে।

নিরুপম। সে আর বলতে!

কুন্তলা। আমারই মাসতুতো বোন!

নিরুপম। মাসতুতো ভাইদের মত মাসতুতো বোনদেরও দেখচি আশ্চর্য্য মিল থাকে।

কুন্তলা। তুমি বলচ মণির সঙ্গে আমার অনেক মিল আছে।

নিরুপম। অবিকল! যেমন চেহারায়, তেম্নি কথাবার্ত্তায়, তেম্নি স্বভাবে।

তারিণী। তুমি বলচ কি হে ছোকরা! আমি বেঁচে রয়েচি; চোখের সাম্নে দেখেও তুমি আমার স্ত্রীকে বিধবা বলচ!

নিরুপম। বিধবা আবার বল্লুম কখন!

তারিণী। ওই যে বল্লে সব বিষয়েই ওদের মিল আছে।

নিরুপম। গরমিলও আছে।

কুন্তলা। তুমি বল, কতটা মিল, আর কতখানি গরমিল।

নিরুপম। সে অনেক কথা।

কুন্তলা। তবু আমি শুনব।

নিরুপম। চটবেন না?

কুন্তলা। না।

নিরুপম। আপনার চেহারটা যেমন······

কুন্তলা। সুন্দর নয়?

নিরুপম। হাঁ।

নিরুপম। আপনার আকৃতি যেমন ঈষৎ······

হাতের ইঙ্গিতে দেখাইল মোটা।

কুন্তলা। স্থূল?

নিরুপম। আজ্ঞে হাঁ, ওই আয়নার দিকে চেয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন।

কুন্তলা আয়নার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

কুন্তলা। আমি দেখচি। তুমি বল আর কি মিল দেখলে?

নিরুপম। এইবার গরমিলের কথাই বলি।

কুন্তলা। বল।

নিরুপম। আপনি যেমন Vulgar······

কুন্তলা দ্রুত ঘুরিয়া দাঁড়াইল। তারিণী কোন হইতে একখানা মোটালাঠি লইয়া নিরুপমকে মারিতে উদ্যত হইয়া কহিল:

কুন্তলা। Vulgar!

তারিণী। Vulgar! মেরে খুন করব না! বেল্লিক কোথাকার!

নিরুপম। কুন্তলা দেবী, আপনি অভয় দিয়েছিলেন!

তারিণী। অভয় দিয়েছিলেন! আমার সাম্নে আমার স্ত্রীকে যা না তাই বলবে……

কুন্তলা। আঃ কী করচ তুমি!

তারিণী। ও বলবে ওই কথা! আমার সাম্নে!

কুন্তলা। বেশ করবে। আমি ওকে সে অধিকার দিয়েচি।

তারিণী। অধিকার দিয়েচ!

কুন্তলা। হাঁ, দিয়েচি। যাও তুমি এখান থেকে।

তারিণী। বেশ যাচ্ছি! কিন্তু কুন্তলা, আমি বলে যাচ্ছি, তুমি অভয় দিয়েও ওকে বাঁচাতে পারবে না। এই লাঠি নিয়ে আমি বাইরের বাগানে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকব, ভট করে এমন মারব যে পট করে মরে যাবে—চেঁচিয়ে তোমাকে ডাকতেও পারবে না! হতভাগা, বোম্বেটে, বদমাস!

বলিতে বলিতে অন্দরের দিকে চলিয়া গেল। কুন্তলা খিল খিল করিয়া হাসিল।

নিরুপম। আপনি হাসচেন?

কুন্তলা। বলেছিলুম ত তোমার কথা শুনে রাগ করব না। দেখলে রাগিনি।

নিরুপম। তাইত দেখচি।

কুন্তলা। এস, বোস এইখানে!

নিজে বসিল, নিরুপমও কাছে বসিল।

আমি রাগ করিনি, কিন্তু খুশীও হইনি।

নিরুপম। খুব খুশী হবার মত কথা আমিও শোনাইনি।

কুন্তলা। Come, let us discuss the matter dispassionately। পুরুষকে আকর্ষণ করতে হলে মেয়েদেরকে যে খুবই সুন্দরী হতে হবে এ-কথা আমি মানি না। কাজেই আমি সুন্দরী নই, বলে তুমি আমাকে মোটেই আঘাত করতে পারনি। তারপর ···

কথা শেষ না করিয়া কুন্তলা নিরুপমের দিকে চাহিয়া মধুর হাসিল।

নিরুপম। বলুন, তারপর ?

কুন্তলা। তারপর আমিও আয়নায় দেখি যে, আমি ঈষৎ স্থূলকায়া। কিন্তু তাতে আমি লজ্জিত হইনা। কেন বলতে পার ?

নিরুপম। কেন ?

কুন্তলা। কারণ···আমি জানি আর চোখেও দেখি, গজগামিনী নারীর পেছনেও লুব্ধ নর, বানর নয়, নরই ঘুরে বেড়ায়।

নিরুপম। আজ্ঞে হস্তিনী, পদ্মিনী, শঙ্খিনী প্রভৃতির পরিচয় আমি পেয়েচি।

কুন্তলা। বল কী! জীবনে ?

নিরুপম। না, শাস্ত্রে।

কুন্তলা। তাহলে বুঝতে পারচ আমার লজ্জিত হবার কারণ নেই।

নিরুপম। লজ্জা আপনার নেই, তা আপনার কথা শুনেই বুঝতে পারচি।

কুন্তলা। কিন্তু ওই যে তুমি বল্লে vulgar······

নিরুপম। ওটা বড়ই অন্যায় হয়েচে!

কুন্তলা। Vulgar না বলে যদি voluptuous বল্‌তে তাহলে খুশী হতুম।

নিরুপম। কি বল্লেন ?

কুন্তলা। Voluptuous বল্লে খুশী হতুম !

নিরুপম। কিছু মনে করবেন না, ইংরিজি ওই শব্দটার মানে ঠিক জানেন ত ?

কুন্তলা। জানি বৈকি ! আর তুমিও কি জাননা নারীর একটা প্রতিশব্দ কামিনী ?

নিরুপম। আজ্ঞে এত বয়সেও নারী কি তাই জানলুম না— প্রতিশব্দ জানব কি করে ?

কুন্তলা। শোন, আকর্ষণ করবার শক্তিই হচ্ছে নারীর সম্পদ। সেই সম্পদে যে বঞ্চিতা হয়, তার জীবনই ব্যর্থ। সে তখন এঁটো পাতার মতোই পড়ে থাকে, কেউ তার দিকে ফিরেও চায় না।

বলিতে বলিতে নিরুপমের হাত চাপিয়া ধরিল।

নিরুপম। কিন্তু আপনি ত তা নন।

কুন্তলা। আমি জানি আমি তা নই। তুমি বল আমি সুন্দরী নই, তুমি বল মোটা, আমি দুঃখিত হবনা। সব বলেও তুমি বল আমি voluptuous আমি খুশী হব।

নিরুপম চাপাগলায় কহিল :

নিরুপম। খুশী হবেন !

কুন্তলা। হাঁ, খুশী হব। তার কারণ, আমি বুঝব আমি তোমাকে

আকর্ষণ করতে পারব, তোমাকে জয় করতে পারব, তোমাকে সারা জীবনের মত······

নিরুপমকে বাহুপাশে বাঁধিয়া ফেলিতে উদ্যত হইল।
এমন সময় মণিমালা প্রবেশ করিল :

মণিমালা। কুন্তলা!

তাহাদিগকে ওই অবস্থায় দেখিয়া ঘুরিয়া চলিয়া যাইতেছিল। টেলিফোন বাজিল।

কুন্তলা। মণি, গ্যাখত ভাই কে কথা কইতে চায়।

মণিমালা টেলিফোন ধরিল।

মণিমালা। হ্যালো! কে আপনি? হ্যাঁ, বলুন। নার্সিং হোম?

কুন্তলা ছুটিয়া তাহার কাছে গেল।

কুন্তলা। দাও, দাও, আমাকে দাও।

টেলিফোন লইয়া কহিল :

One minute, please.

ট্রান্সমিটার হাত দিয়া চাপিয়া ধরিল।

মণি, নীরুকে নিয়ে তোমার paintingsগুলো দেখিয়ে আনত ভাই।

মণিমালা। উনি কি দেখবেন!

কুন্তলা। হাঁ, হাঁ, দেখবে। নিয়ে যাও। যাও নিরুপম।

মণিমালা। আসুন!

কুন্তলা। Yes! Mrs. Dutt speaking. যাও না তোমরা।

মণিমালা। ভয় নেই, জবাই করব না। আসুন! আসুন!

তাহারা চলিয়া গেল।

কুন্তলা। হাঁ, এইবার বলুন। কোন অসুখ নেই বলচেন কি! কে আপনি? Assistant? ও। ডক্টর রয় কি বলেন? তিনি examine করেন না! সে কি! তাঁকেই টাকা দিয়ে এলুম যে। য়্যাঁ no, no, no, I have no faith in assistants. কেন? Because... because thay are second fiddles. হ্যালো! ছেড়ে দিলে নাকি! হ্যালো! হ্যালো!

৩

মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। 'নার্সিং হোম'এর চেম্বার। ডক্টর রায়ের সহকারী ডক্টর সুশান্ত দে টেলিফোনে কথা কহিতেছে। ইজি চেয়ারে শুইয়া আছে কমলা। পাশে উপবিষ্ট শীলা।

সুশান্ত। বলুন। না, কোন রোগেরই লক্ষণ দেখতে পেলুম না। হার্ট, লাংস্, লিভার সবই সাউণ্ড রয়েচে।

ডাক্তার রয় প্রবেশ করিলেন

Nerves? as strong as still ropes-কোন অসুখই নেই।

বিক্রমাদিত্য। Will you stop young doctor?

সুশান্ত। Yes sir!

টেলিফোন বিক্রমাদিত্যকে দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

বিক্রমাদিত্য। ডক্টর রয় স্পিকিং। হ্যাঁ, আমার য়্যাসিস্‌ট্যাণ্ট ডক্টর সুশান্ত দে। হা, হা, হা, কিছু মনে করবেন না, ওটা যৌবনের আত্মপ্রত্যয়। হাঁ, হাঁ, আমি নিজে যখন চার্জ্জ নিয়েচি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।…আজই কিছু জানতে চাইবেন না…patient দিনকত watch করি …হ্যাঁ, হ্যাঁ, thank you madam…thank you. good night.

টেলিফোন রাখিয়া দিয়া কমলার কাছে গেল।

বিক্রমাদিত্য। কেমন আছ কমলা ?

কমলা। আমার ত কোন অসুখ নেই।

বিক্রমাদিত্য। পাগলী মেয়ের কথা শোন।

কমলা। না, না, আমি পাগল নই! পাগল নই! পাগল তুমি! তোমরা সবাই পাগল! তাই আমাকে পাগল বলচ!

তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

শীলা। উনি তোমায় আদর করে পাগলী বলেচেন।

কমলা। ওঁর আদর আমি চাই না। উনি ডাক্তারী জানেন না। কিচ্ছু জানেন না উনি।

শীলা। ছিঃ ও-কথা বলতে নেই। উনি খুব বড় ডাক্তার।

কমলা। ছাই ডাক্তার!

বিক্রমাদিত্য। Look here sister!

শীলা। Yes Doc!

সিষ্টার শীলা ডাক্তারের কাছে আগাইয়া গেল।

বিক্রমাদিত্য। Take out the patient. Put her in her bed. Lock the door of her cabin and come back for further instructions.

শীলা। চল বোন, আমরা ঘরে যাই।

কমলা। আমি বাড়ী যাব কখন?

শীলা। তোমার কাকা এসে নিয়ে যাবেন।

কমলা। কাকা আসবেন না, কাকীমাও না। নীরুদা যদি জানত, ছুটে আসত। নীরুদাকে একটিবার খবর দেবেন?

শীলা। দোব। এস।

শীলার সহিত যাইতে যাইতে কমলা সুশান্তর কাছে দাঁড়াইল।

কমলা। আপনি সত্যিকারের ডাক্তার। আপনি ঠিক বুঝেচেন আমার কোন অসুখ হয়নি। নীরুদা এলে তাকে ওই কথা বলবেন। সে আমায় নিশ্চয় এখান থেকে নিয়ে যাবে। বলবেন ত?

সুশান্ত। বলব।

শীলা কমলাকে লইয়া বাহির হইয়া গেল।

আমি এখন যেতে পারি?

বিক্রমাদিত্য। না, কথা আছে।

সুশান্ত। বলুন।

বিক্রমাদিত্য। বড় বিরক্ত হয়েচ বলে মনে হচ্ছে যে!

সুশান্ত। বিরক্ত হবার কারণ আছে। আর তা ছাড়া I feel very tired to-day.

বিক্রমাদিত্য। Tired অবশ্য হতে পার, কিন্তু বিরক্ত হবার কারণটা কি শুন্তে পাই?

সুশান্ত। সে বলে কোন লাভ নেই।

তড়াক করিয়া উঠিয়া পড়িল।

বিক্রমাদিত্য। মিসেস ডাট্‌কে ফোন করেছিলে কেন?

সুশান্ত। Patient বলেছিল।

বিক্রমাদিত্য। Patient যা বলবে, তাই করবে তুমি?

সুশান্ত। অন্যায় অনুরোধ ত কিছু করেনি।

বিক্রমাদিত্য। তুমি কেন বল্লে তার কোন অসুখ হয়নি!

সুশান্ত। Examine করে আমি কোন রোগ ধরতে পারলুম না, তাই।

বিক্রমাদিত্য। তুমি Examine করে ধরতে পারলে না বলেই বুঝতে হবে কোন রোগ তার নেই! দেখচি দিগ্‌গজ হয়ে উঠেচ তুমি!

সুশান্ত। আমার ওপর আপনার যদি বিশ্বাস না থাকে, আমাকে ছেড়ে দিননা।

প্রস্থানোদ্যত

বিক্রমাদিত্য। সে কি! ছাড়িয়ে দেবার কথা তুলচ কেন? তোমরা আমার এই ইন্‌ষ্টিটিউশনের প্রাণ, তোমাদের কি ছাড়তে পারি? শোন আমার কথা।

শীলা আসিয়া প্রবেশ করিল।

এই যে শীলা। তুমিও শোন। কমলার কোন কথা তার কোন আত্মীয়-বন্ধুর কানে পৌছে দিতে পারবেনা। আমার অনুমতি না নিয়ে কমলা সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা করতে পারবেনা। শীলা!

শীলা হাত বাড়াইয়া দিল। দুইজনের মুখের উপর দিয়া দৃষ্টি বুলাইয়া লইল। সে দৃষ্টিতে যেন ছুরীর ধার। তারপরেই অধরে হাসি ফুটাইয়া অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে কহিল:

অবশ্য তুমি সুশান্ত বয়েসে তরুণ। কমলার মত তরুণী তোমাকে আকর্ষণ যদি করে, তোমার বিশেষ দোষ দেওয়া যায়না। একটু আধটু flirtation কি দু'একটা blissful moment with her আমার grudge এর কারণ হয়ে উঠ্‌বেনা।

বলিতে বলিতে ইনজেকশন করিল সহসা আবার কঠোর হইয়া কহিল:

কিন্তু এই কথাটা স্থির জেনো, দুজনেই মনে দেগে রেখো যে কমলার দেহে রোগের বীজাণু প্রবেশ করিয়ে দিতেই হবে, এমন রোগ যা তিল

তিল করে তার দেহকে ক্ষয় ক'রে তাকে একেবারে পঞ্চভূতে মিলিয়ে দেয় !

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

মিসেস ডাটের বসিবার ঘর। নিরুপম ও মণিমালা। মণিমালা বসিয়া আছে, নিরুপম তাহার সামনে দাঁড়াইয়া।

নিরুপম। ব্যস ! ব্যস ! ব্যস ! আর চাবুক আপনি মারবেননা। আপনি যেমন মুখরা তেমন নির্ম্মম ! আমি স্বীকার করচি। আপনার সব অভিযোগ আমি স্বীকার করচি। আপনি আমাকে ঘৃণা করবেননা।

পায়ের কাছে হাঁটু গাড়িয়া বসিল।

মণিমালা। ঘৃণা আমি কাউকেই করিনা, কুন্তলাকেও নয়। তাকে আমি ভালোবাসি। ভালোবাসি বলেই তার ব্যথা আমি বুঝি। কুন্তলার জন্ম হয় তার বাবা মারা যাবার পাঁচ মাস পরে। মা আর মেয়েকে কী গভীর দুঃখের সাগর যে মন্থন করতে হয়েচে, তা দুচারজন ছাড়া কেউ জানেনা, বল্লেও বুঝবেনা। কুন্তলার আজকার ব্যর্থ জীবনের কথা...

নিরুপম। আজকার ব্যর্থ জীবন !

মণিমালা। ভুলবেননা কুন্তলার স্বামী, তারিণী দত্ত, এর আগে দুটি স্ত্রীকে খেয়ে ব'সে আছে। কুন্তলা তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী। দারিদ্র্যের তাড়নায় একটা বুড়ো বামুনকে সে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েচে।

নিরুপম। তবুও তারিণীবাবু তাঁর স্বামী।

মণিমালা। একটু আগেই আপনি স্বীকার করচেন কুন্তলা যেমন

করে আপনাকে বাহুপাশে বাঁধতে চেয়েছিল, তেমন আমি যদি আপনাকে পেতে চাইতুম, তাহলে আপনি ধরা দিতে এক মুহূর্ত্তও দেরী করতেন না, কমলার কথা ভেবেওনা।

নিরুপম মাথা নীচু করিল।

আপনার নিজের মনে যে বাসনা রয়েচে, পাপ রয়েচে, আপনি তা বেশ সইতে পারচেন আর কুন্তলার চরিত্র বিচার করবার সময় আপনি হয়ে উঠ্‌চেন পরম নীতি-বিদ্!

নিঃশব্দে কুন্তলা আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল। কেহই দেখিতে পাইল না।

অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কুন্তলাকে আজ জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে হয়েচে।

কুন্তলা। ভুল বল্লে মণিমালা।

মণিমালা উঠিল না। নিরুপম লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

নিরুপম। আপনি!

কুন্তলা। হ্যাঁ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তোমার বোকামো দেখছিলুম। পাষাণ প্রতিমার কাছে প্রেম নিবেদন করচ তুমি। বোঝনা যে, মণিমালা কমলা নয়। কমলা গলে যায়, কিন্তু ওই পাষাণী গলেনা, অসময়ে আর অকারণে আমার ওকালতী করে। ওর প্রেম তুমি পাবেনা। কি বলিস্ ভাই মণিমালা?

মণিমালা। স্নেহ ত পেতে পারে।

নিরুপম। পারে? দেবেন তাই?

মণিমালা। দোব। অজস্র ধারায়।

নিরুপম। আপনি আমাকে বাঁচালেন। আমার সব গ্লানি ঘুচে গেল।

কুন্তলা। এত সহজেই সব কিছু মিটে যায়না নিরুপম। মণি আমার বোন। মণি স্নেহ দিল আর আমি কি দোব? আমার দানও যে তোমাকে নিতে হবে।

নিরুপম। আপনার কথা আমি বুঝতে পারচিনা।

কুন্তলা। বুঝিয়ে দিচ্ছি। বোস।

নিরুপম বসিল। কুন্তলা খানিকটা ঘুরিয়া বেড়াইল।

অধীর হয়োনা, আজই সব বলব।

পিয়ানোর কাছে গিয়া বসিল।

বলা শক্ত। তবুও বলতে হবে।

লঘুছন্দে খানিকটা বাজাইল। তারপর সহসা ঘুরিয়া বসিয়া কহিল:

রূপকথার ব্যাঙ্গম ব্যাঙ্গমীর গল্প শুনেচ নিরুপম?

নিরুপম তাহার দিকে চাহিল কিন্তু কোন কথা কহিল না।

শোননি!

কুন্তলা উঠিয়া দুজনার মাঝে আসিয়া বসিল।

অক্ষয় বটের কোটরে বাচ্চা নিয়ে বাস করে ব্যাঙ্গম আর ব্যাঙ্গমী। দিন যায়, মাস যায়, বছর যায়—বাচ্চার চোখ ফোটেনা। ব্যাঙ্গম আর

ব্যাঙ্গমী ভেবে আকুল,—বাচ্চার চোখ ফোটেনা! একদিন শুন্তে পায় বুক-চেরা রক্ত দিয়ে বাচ্চার চোখ ধুইয়ে দিলে চোখ ফুটবে, বাচ্চা দৃষ্টি লাভ করবে। ব্যাঙ্গমী নিজের বুক চিরে রক্ত বার করে বাচ্চার চোখ ধুইয়ে দেয়, বাচ্চা দৃষ্টি পায়, ব্যাঙ্গমী যায় মরে!

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। তারপর কুন্তলা আবার বলিতে লাগিল ঃ

পৃথিবীতেও এমন অনেক মানুষ থাকে নিরুপম, হৃদয়-চেরা রক্ত দিয়ে চোখ ধুইয়ে না দিলে যাদের চোখ ফোটেনা।

মণিমালা। আজ ও কথা থাক, কুন্তলা।

কুন্তলা। না, আজই বলতে হবে। কেননা আজই নিরুপমের এ বাড়ীতে আসবার শেষ দিন!

নিরুপম। শেষ দিন!

কুন্তলা। হাঁ।

নিরুপম। তাহলে আমার শেষ প্রশ্নটির জবাব দিন।

কুন্তলা। বল, কি জান্তে চাও।

নিরুপম। কমলা কোথায়?

কুন্তলা। জিজ্ঞাসা করতে লজ্জা হচ্ছেনা?

নিরুপম। লজ্জার কারণ নেই।

কুন্তলা। মণিমালাই বলুক।

মণিমালা। ওঁকে আমার যা বলবার, তা আমি বলিচি। এখন তোমরা কথা বল, আমি উঠি।

উঠিয়া দাঁড়াইল। কুন্তলা তাহাকে টানিয়া বসাইল।

কুন্তলা। না, তোমাকেও থাকতে হবে, তোমাকেও শুন্তে হবে। কমলাকে পাবার লোভেই এ বাড়ীতে ও আসে। পাওয়া সহজ নয় জেনে আমারই আশে-পাশে ঘুর্ ঘুর্ করে। এম্নি সময়ে তুমি, মণিমালা, তুমি তোমার সদ্যবিধবার স্নিগ্ধরূপ নিয়ে দাঁড়ালে ওর সামনে। তোমার পায়ের তলায় ও লুটিয়ে প'ল। তুমি লাথি মারলে…

মণিমালা। ছিঃ! কুন্তলা।

কুন্তলা। ও! মাপ কর। তুমি ওকে স্নেহ দেবে অজস্র ধারায়, তাই ওর সম্বন্ধে কোন কঠিন কথা তুমিত সইতে পারবেনা। যাক্‌গে! তোমার কাছে তাড়া খেয়ে এখন আবার চাইছে কমলার দিকে। ওর Comic situationটা ও মোটেও বুঝতে পারচেনা।

নিরুপম। আমাকে আপনি একেবারে ভুল বুঝেচেন। এখন আপনি বলুন, কমলা কোথায়?

কুন্তলা। কমলা কোথায় জীবনে তুমি জান্তে পাবেনা। শুধু এইটুকু শুনে রাখ আমি তাকে সরিয়েচি আমার নিজের প্রয়োজনে।

মণিমালা। তোমার নিজের প্রয়োজনে!

কুন্তলা। হ্যাঁ, ভাই মণিমালা, আমার নিজের প্রয়োজনে।

মণিমালা। তোমার সে প্রয়োজন কি কমলাকে এখান থেকে সরিয়েই পূর্ণ হবে?

কুন্তলা। হয় কিনা তাই দেখি।

মণিমালা। তাহলে আমারও এখানে থাকা…

কুন্তলা। আগেই বলিচি, আমি জানি মণিমালা কমলা নয়। যদি তাই তুমি হতে তাহ'লে তোমাকেও সরাতুম বৈ কি!

নিরুপম। আপনি বলুন, কমলাকে কোন নরকে পাঠিয়েচেন আপনি ?

কুন্তলা। নরক! হ্যাঁ, নরকই বটে। কিন্তু তবুও আমি তাকে সেখান থেকে ফিরিয়ে আনবনা।

মণিমালা। নিরুপমের জন্যে কমলার অকল্যাণ তুমি করবে ?

নিরুপম। আমার জন্যে !

কুন্তলা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমারই জন্যে। সুযোগ পেলে তুমি নিজেই তাকে নরকে নামাতে। সে সুযোগ তোমাকে আমি দিলুম না। মণি তোমাকে বোঝাচ্ছিল, আমার জীবনের পূর্ণচ্ছেদ পড়ে গেছে। শুনে রাখ, আমার জীবনে পূর্ণচ্ছেদ নেই। আমি তা মুছে দোব।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘরের এককোণে চলিয়া গেল। সেইখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া কহিল :

বিধিলিপি আমি মুছে দোব। বুকের রক্ত দিয়ে জীবনের নতুন অধ্যায় লিখে রাখব, যা পড়ে মানুষ শিউরে উঠ্‌বে।

অন্যদিকে ফিরিয়া আবেগে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল :

আমি দুঃখ পেয়েচি, কেউ সহানুভূতি জানায়নি ; দারিদ্র্যের তাড়নায় নীচু পথ ধরে নুয়ে চলেছি, কেউ হাত বাড়িয়ে টেনে তোলেনি। তারা সব মজা দেখেচে আর প্রাণভরে নিন্দা রটিয়েচে। আজ ভোগের সকল উপকরণ আমার সাম্নে, তবুও ন্যায় আর নীতির ফাঁস আমার গলায়। আমি মানবনা। আমি সইবনা এই অবিচার, এই জুলুম, এই জবরদস্তি…

নেপথ্য হইতে বলিতে বলিতে লাঠি উঁচাইয়া তারিণী প্রবেশ করিল।

তারিণী। আবারও জুলুম! আবারও জবরদস্তি! বেরোও! বেরোও বলচি!

কুন্তলা। আঃ! এই আমার জীবন! আমার শ্রেষ্ঠ সম্পদ! এই নিয়েই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে, দিনের পর দিন, আমরণ!

বলিতে বলিতে কাঁদিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সকলে স্তব্ধ। শুধু কুন্তলা ফুলিয় ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

যবনিকা পড়িল

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ ছয়মাস পরের ঘটনা। নার্সিং হোমে ডক্টর রয়ের চেম্বার। চেম্বারটি ছোট। ডক্টর রয় একখানি সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামে বসিয়া আছে। এক কোণে একটি মেয়ে বসিয়া টাইপ করিতেছে। তাহার নাম লেখা। ডক্টর রয় মাথা তুলিয়া লেখার দিকে চাহিল।

বিক্রমাদিত্য। I say লেখা।

লেখা। Yes sir.

বিক্রমাদিত্য। তোমার কাজ এখনো শেষ হয়নি ?

লেখা। মাত্র একখানা বাকী আছে।

বিক্রমাদিত্য। ওখানা আজ থাক্। You may go now.

লেখা। Thank you sir.

কাগজপত্র গুছাইতে লাগিল।

বিক্রমাদিত্য। কোন গোবেচারা হয়ত তোমার জন্যে অপেক্ষা করচে, সিনেমায় বা হোটেলে নিয়ে যাবে বলে।

লেখা। বাড়ীতে আমার মা জ্বরে পড়ে রয়েচেন, তাঁকে দেখবার কেউ নেই।

আ. বিক্রমাদিত্য। আমায় ত সে-কথা বলনি !

লেখা। সিষ্টারকে বলেছিলুম। তিনি বল্লেন জরুরী কাজ। ছুটি দিলেন না।

বিক্রমাদিত্য। কাজ জরুরী সত্য। কিন্তু তোমার মায়ের অসুখ। শীলা হয়ত কথাটা বিশ্বাস করেনি।

লেখা। অবিশ্বাস করবার কোনই কারণ নেই।

বিক্রমাদিত্য। আমি দেখেচি লেখা, একজন মেয়ে আর একজন মেয়ের কথা সহসা বিশ্বাস করেনা—বিশেষ করে তাদের একজন যদি যুবতী আর অপরটি বিগত যৌবনা হয়। শীলা চমৎকার মেয়ে। তবু যুবতীদের সে সইতে পারে না।

লেখা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল :

লেখা। আমি এখন যেতে পারি ?

বিক্রমাদিত্য। নিশ্চয়! তোমার মায়ের জন্যে চিন্তিত রইলুম। কালও যদি জ্বর না ছাড়ে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দোব।

লেখা। It will be very kind of you !

বিক্রমাদিত্য উঠিয়া তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

বিক্রমাদিত্য। কিন্তু দয়া আমি অপাত্রে করিনা, আর প্রতিদানের আশাও রাখি!

লেখা। আপনার কথা আমি বুঝতে পারচি না।

বিক্রমাদিত্য। পারচ না ?

লেখা। না!

বিক্রমাদিত্য। অত nervous হয়োনা, ক্রমে বুঝতে পারবে, আমি বুঝিয়ে দোব। সব বুঝিয়ে দোব।

চিবুক নাড়িয়া দিল। ঠিক সেই সময় শীলা প্রবেশ করিল। তাহার চোখ হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল।

এই যে শীলা! লেখার মায়ের অসুখ, তুমি তাকে ছুটি দাওনি। যাও লেখা, তুমি যাও। কাল তোমার ছুটি।

লেখার পিঠ চাপড়াইয়া তাহাকে প্রায় ঠেলিয়া দিল। লেখা চলিয়া গেলে শীলার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল।

শীলা। লেখাকে ছুটি দিইনি কেন জানতে চেয়েছিলে?

বিক্রমাদিত্য টেবিলের দিকে যাইতে যাইতে

বিক্রমাদিত্য। হাঁ, দেওয়া উচিৎ ছিল। তার মায়ের অসুখ।

শীলা। ছুটি যদি দিতুম তাহলে তার সঙ্গসুখ ত তুমি পেতে না!

বিক্রমাদিত্য। সিষ্টার শীলা তাঁর রুগীদেরই সুখ-সুবিধা দেখবার জন্য বিখ্যাত কিন্তু আমি ত তাঁর রুগী নই।

শীলা। তরুণীর সঙ্গ পেলে যে এ-বয়েসেও আত্মমর্যাদা ভুলে যায়, সে রুগী বৈ কি!

বিক্রমাদিত্য। আর কটা দিনই বা বাঁচব শীলা, তাই make hay while the sun shines উপদেশটি আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে

চাই। তুমিও তাই কর। There are plenty of good looking young men under this roof.

সুশান্ত প্রবেশ করিল।

Ah ! Here is one.

সুশান্ত। এই রিপোর্টটা একটিবার দেখুন।

বিক্রমাদিত্য। কোন্ কেস্ ?

সুশান্ত। ষোল নম্বর।

বিক্রমাদিত্য রিপোর্ট শিটটা দেখিতে লাগিল।

শীলা। নতুন symptom কিছু ?

সুশান্ত। অবস্থা তেমন ভালো মনে হচ্ছেনা।

বিক্রমাদিত্য রিপোর্ট শিটটা ফিরাইয়া দিল।

বিক্রমাদিত্য। I am not interested. যা ভালো মনে হয় কর।

সুশান্ত। ক্যাপ্টেন কানুনগোর সঙ্গে একবার Consultation করলে ভালো হয়।

বিক্রমাদিত্য। লিখে ছাখ patientএর gurdianএর কাছে।

সুশান্ত। চিঠি যাবে, আসবে ; অনেক সময় নষ্ট হবে তাতে।

বিক্রমাদিত্য। তা আমি কি করব বল ? patientএর gurdian যে টাকা দেয়, তা দিয়ে আমি কোনো রকম expensive treatmentএর ব্যবস্থা করতে পারিনা।

সুশান্ত। But sir, this is a question of life and death.

বিক্রমাদিত্য। সে বাঁচুক কি মরুক আমার কি? আমি ঘর থেকে টাকা দিয়ে তার চিকিৎসা করব!

শীলা। কত টাকা লাগবে?

সুশান্ত। কটা টাকাই বা লাগবে! আর উনি অনুরোধ করলে ক্যাপ্টেন কানুনগো···

কুন্তলা প্রবেশ করিল।

বিক্রমাদিত্য। আমি অনুরোধ করব না। বাইরের কোন ডাক্তার ডেকে আমার এই হোমের রুগী আমি দেখাব না। বাঁচে বাঁচবে, মরে মরবে!

কুন্তলা। জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে কে দাঁড়িয়েচে ডক্টর রয়।

বিক্রমাদিত্য। আর বলবেন না। ungrateful patients and indifferent guardians আমায় পাগল করে দেবে! এক একটা রুগীর সহসা এমন উৎকট উপসর্গ দেখা দেয় যে জলের মত টাকা খরচ করতে না পারলে তাকে বাঁচানো যায় না। কিন্তু টাকা কোথায়? you cann't have money by breaking your head againt the wall. আমি Home তুলে দোব!

পায়চারি করিতে লাগিল।

কুন্তলা। আপনি বড় উত্তেজিত হয়েচেন ডক্টর রয়।

বিক্রমাদিত্য। উত্তেজিত বলচেন কি মিসেস ডাট্, আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে কচ্ছে। আমার patient, আমি তার ভার নিয়েচি; সে মরতে বসেচে অথচ তাকে বাঁচাবার জন্যে যে টাকা খরচ করে আমাকে

specialist আনাতে হবে, যে instruments, aparatus, requisites মুহূর্ত্তের মাঝে সংগ্রহ করতে হবে তার টাকা আমার হাতে নেই; কাল পরশু দু'দিন ব্যাঙ্ক বন্ধ। I look upon my patients as my own children. প্রতিটি রুগী আমার সন্তানের মত, তাদেরই একজন, মিসেস্ ডাট্, তাদেরই একজনকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে মৃত্যু হাত বাড়িয়েচে আর অসহায়ের মত আমাকে দাঁড়িয়ে তাই দেখতে হচ্ছে। অথচ আমি স্থির জানি যে আমার মনোমত ব্যবস্থা করতে পারলে মৃত্যুকে আমি হটিয়ে দিতে পারব।

কুন্তলা। কত টাকা হলে আপনার কাজ চলে?

বিক্রমাদিত্য। কম করেও পাঁচশ টাকা। কাল-পরশু ব্যাঙ্ক বন্ধ।

কুন্তলা। বেশ ত! আমার সঙ্গে একটি লোক দেবেন। টাকাটা আমি আজই পাঠিয়ে দোব'খন।

বিক্রমাদিত্য। দেবেন!

তাহার হাত ধরিল।

কুন্তলা। দেবনা? একটা লোকের জীবন-সংশয়!

বিক্রমাদিত্য। আপনি আমাকে কিনে রাখলেন মিসেস ডাট্। যাও সুশান্ত, তোমার patient এর জন্যে আর ভাবনা রইল না।

সুশান্ত। ক্যাপ্টেন কানুনগোকে Call দেবার ব্যবস্থা?

বিক্রমাদিত্য। I never forget my duties.

সুশান্ত। Sister!

শীলা। Yes doctor.

সুশান্ত। Will you please come to my office ?

শীলা। Presently doctor !

সুশান্ত চলিয়া গেল।

বিক্রমাদিত্য। তোমার হাতে ওটা কি ?

শীলা। কমলার daily report.

বিক্রমাদিত্য। Ah ! I was anxious for it. তুমি এখন যেতে পার।

রিপোর্ট হাতে লইল।

শীলা। কমলা সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার আছে।

বিক্রমাদিত্য। বল। উনিও শুন্তে উৎসুক হতে পারেন।

শীলা। তাকে এখানে রাখবার দরকার কি ?

বিক্রমাদিত্য। Is Susanta paying undue attention to her ?

শীলা। সে সব দেখা আমার কাজ নয়।

বিক্রমাদিত্য। সুশান্তর সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা একটু বেড়ে গেছে আমি নিজে লক্ষ্য করিচি।

শীলা। আমি সেজন্যে বলছিনে।

বিক্রমাদিত্য। তবে ?

শীলা। ছ'মাস তাকে আমরা watch করলুম কিন্তু কোন রোগের লক্ষণ ত পেলুম না।

বিক্রমাদিত্য। তাই তুমি মনে কর তাকে এখানে রাখবার আর দরকার নেই।

শীলা। Exactly।

বিক্রমাদিত্য। বেশ, তুমি এখন যেতে পার।

শীলা। আপনিও শুনে রাখুন, কমলাকে এখানে রেখে তাকে অনর্থক কষ্ট দেওয়া হচ্ছে।

বিক্রমাদিত্য। Sister !

শীলা। Yes, doctor !

বিক্রমাদিত্য। আমি নার্স রাখি রুগীর সেবা করবার জন্যে, উপদেশ দেবার জন্যে নয়।

শীলা কিছুকাল ডাক্তারের মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর কহিল :

শীলা। All right, doctor !

বেগে বাহির হইয়া গেল।

কুন্তলা। Poor girl।

বিক্রমাদিত্য। কার কথা বলচেন ?

কুন্তলা। সিষ্টার শীলার কথা।

বিক্রমাদিত্য। এদের আপনি জানেন না মিসেস ভাট্। এখানে যারা কাজ করে তারা সবাই লোক ভালো, রুগীদের জন্যে প্রাণপাত পরিশ্রমও করে, কিন্তু উৎসাহের আতিশয্যে মাঝে মাঝে আমারও ওপর কর্তৃত্ব করতে চায় And I cant tolerate it.

কুন্তলা। Doctor Roy ?

বিক্রমাদিত্য। বলুন।

কুন্তলা। আমি আজ একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেচি।

বিক্রমাদিত্য। আপনার জন্যে না করতে পারি এমন কাজই নেই।

কুন্তলা। কমলার যে মাথা খারাপ হয়েচে, তাই বোঝবার জন্য একখানা সার্টিফিকেট চাই।

বিক্রমাদিত্য। কেন বলুন ত!

কুন্তলা। আস্‌চে আষাঢ়ে ওর আঠারো বছর পূর্ণ হবে।

বিক্রমাদিত্য। I see! কমলার বাবা বোধ হয় দু'পয়সা রেখে গেছেন।

কুন্তলা। সামান্য যা কিছু রেখে গেছেন, সামলে যদি না রাখতে পারি উপে যাবে। কমলাকে ত দেখচেন মাথার ঠিক নেই। নিরুপম নামে এক ছোকরা আছে, কমলার ওপর তার খুবই প্রভাব। সে দিন-রাত কমলার সন্ধান করচে। খবর পেলুম উকিলবাড়ীতে যাওয়া-আসা করচে। একা আমি কিছুই করে উঠতে পারচি না।

বিক্রমাদিত্য। ছেলেটির নাম কি বল্লেন?

কুন্তলা। নিরুপম।

বিক্রমাদিত্য নিরুপম!

কুন্তলা। হ্যাঁ।

বিক্রমাদিত্য। তা আপনার স্বামী কি করচেন?

কুন্তলা। তাঁর কথা আর বলবেন না। কখনো ভালোমানুষের মতো আমি যা বলি তাই করেন, কখনো কমলা, কমলা বলে কেঁদে আমায় পাগল করে তোলেন। একা আমি কখন কি করি বুঝতে পারি না।

বিক্রমাদিত্য। বড়ই বিপদে পড়েচেন ত!

কুন্তলা। তাই ত একখানা সার্টিফিকেট চাই।

বিক্রমাদিত্য। দেখুন, false certificate দেবার একটা বিপদ আছে। সত্যিই যদি মামলা ওঠে, তাহলে কমলাকে ওরা examine করাবে। প্রমাণ হয়ে যাবে certificate false. তখন আমাদের নামেও যে conspiracyর charge আসবে।

কুন্তলা। ছ' মাস হয়ে গেল, আপনিও ত কিছু করতে পারলেন না।

বিক্রমাদিত্য। পারলুম না বলবেন না, বলুন করলুম না।

কুন্তলা। কেন করলেন না? আমি টাকা দিতে কার্পণ্য করিনি।

বিক্রমাদিত্য। তা করেন নি সত্য। কিন্তু যে কটা টাকা দিয়েচেন তার বিনিময়ে আপনার দাবী পূর্ণ করা যায় না। I tell you frankly madam, সুস্থ, স্বাস্থ্যবতী একটি যুবতীকে ওষুধ দিয়ে পাগল করে দেবার মত দুষ্কৃতিতে রাজী হতে পারি যদি কাজের উপযুক্ত অর্থ পাই।

কুন্তলা। এ-কথা আগে বলেন নি কেন?

বিক্রমাদিত্য। আগে বললে এই টাকাগুলোও উপার্জ্জন করতে পারতুম না। ভুলবেন না this is my profession,

কুন্তলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিক্রমাদিত্যের দিকে চাহিয়া রহিল।
তারপর কহিল:

কুন্তলা। এটা আপনার profession বলেই কি আমার গলায় ফাঁস দিয়ে আপনি টাকা আদায় করতে চান?

বিক্রমাদিত্য। I am very frank madam. শুধু টাকার জন্মেই আমি এই সব কাজ করি।

কুন্তলা। A dirty demon you are.

বিক্রমাদিত্য। আপনার ভুলটা শুধরে দিচ্ছি ; দানবের শক্তি আমার দেহে নেই কিন্তু শয়তানের বুদ্ধি আছে।

কুন্তলা। কমলাকে আমি নিয়ে যেতে চাই।

বিক্রমাদিত্য। কোথায় ?

কুন্তলা। বাড়ী।

বিক্রমাদিত্য। রাখতে পারবেন না, মিসেস ডাট্, বাড়ীতে রাখতে পারবেন না।

কুন্তলা। কেন ?

বিক্রমাদিত্য। আমি রিপোর্ট করব। আর তারা ওকে রাঁচী অর্থাৎ কাঁকে পাঠিয়ে দেবে।

কুন্তলা। তাতেও আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

বিক্রমাদিত্য। না, না, না। সমস্ত ব্যাপারটা আপনার আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

কুন্তলা। তাহলে আমি কি করব ডক্টর রয় ?

বিক্রমাদিত্য। আমি উকিল নই, আমি ডাক্তার।

সিধু প্রবেশ করিল।

সিধু। তুমি ডাক্তার আছ না লোচ্চা আছ বোঝা দায় বাবা।

বিক্রমাদিত্য। কি যা তা বলচ সিধু।

সিধু। সিধু গয়লা সত্যি কথাই বলে বাবা। আধ ঘড়ি বাইরে বসে আছি। তুমি এখানে মনের আনন্দে ফিস্ ফিস্ করচ, গিজ্ গিজ্ করচ

মেয়েছেলেকে লিয়ে। কিছু মনে কোরোনা মা-লক্ষ্মী। সিধু গয়লা মেয়েছেলের বেথাতির করে না। চেয়ারে বসলাম মা-লক্ষ্মী।

বিক্রমাদিত্য। এসময়ে তুমি কি মনে করে এলে ?

সিধু। শুধোতে এলাম কাজ-কাম কিছু দেবে কিনা। রেঙ্গুন থেকে লিয়ে এলে। পহেলে পহেলে কাজও দিলে। এখন সিধু গয়লার গোঁফ দেখলে তুমি ভয় পাও। আমার দিন চলে কি করে ?

বিক্রমাদিত্য। কাজ দোব সিধু, দোব।

সিধু। দেবে ত দাও। নইলে আমি সব ফাঁস করে দোব, বাবা। আমি ত জানই মারও লই, বাপেরও লই। জানলে মা-লক্ষ্মী, ডাক্তার যত বড় না ডাক্তার, তার চেয়ে ঢের বড় মালোয়ার। টানতে যা পারে !

কুন্তলা। আমি এখন আসি ডক্টর রয়।

সিধু উঠিয়া দাঁড়াইল।

সিধু। শুনে যাও মা-লক্ষ্মী। রেঙ্গুনে ডাক্তারের তিনটে মেয়েমানুষ ছিল।

বিক্রমাদিত্য। সিধু !

সিধু। আর চোখ রাঙিয়োনি বাবা। জানলে মা-লক্ষ্মী, তিনটে মেয়েমানুষের মাঝে দুটো বর্ম্মী, একটা বাঙালী। বাঙালীটাকে লিয়ে এসেচে। সুন্দরী ছিল। আরে সেটাকে কোথায় রেখেচিস ডাক্তার ?

বিক্রমাদিত্য। সিধু !

সিধু। আসল কথা কিছু বলব না বাবা। তবে হাঁ, কাজ না দিলে সব ফাঁস করে দোব।

বিক্রমাদিত্য। সিধু, ওঁর সঙ্গে যে কথা হচ্ছে, তা ঠিক হলেই তুমি কাজ পাবে।

সিধু। সে আমি আঁচে বুঝে লিয়েছি বাবা। দুটো দিন সবুর করে দেখি কাজ তুমি দাও কিনা। এখন হাত ঝাড় ত বাবা। দুটো বোতল আর সেরভর কঁ্যাকড়া চচ্চড়ি ট্যাকের টাকা খরচ করে লিয়ে এসেচি।

বিক্রমাদিত্য। কাল এস। কাজ দোব।

সিধু। এসো বলচ কি। আমি এসেচি। দারোয়ানের পাশের ঘরটা দখল করে লিইচি। কাজ দাও ভাল, না দাও খাব দাব ফুর্ত্তি করব তোমার টাকায়!

বিক্রমাদিত্য পাঁচটাকার একখানা নোট বাহির করিয়া দিল।

বিক্রমাদিত্য। এই নাও টাকা।

সিধু। হাত দরাজ করে তুলেচ দেখচি। চাইতেই পাঁচ টাকার নোট ঝেড়ে দিলে। আসি মা-লক্ষ্মী। কাম-কাজ দিয়ো কিন্তু ডাক্তার।

সিধু চলিয়া গেল। কুন্তলা কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিক্রমাদিত্য তাহার কাছে গেল।

বিক্রমাদিত্য। দেখচেন কেমন রকমারি রুগী আমার এখানে!

কুন্তলা। রুগী!

বিক্রমাদিত্য। রেঙ্গুন থেকে এই রুগীটি পাঠিয়েচে। ওর ধারণা ডাক্তার মাত্রেই গুণ্ডার সর্দ্দার, আমি নাকি রেঙ্গুণেই ছিলুম, ওকে

গুণ্ডার কাজে নিযুক্ত করেছিলুম, এখনও তাই করতে পারি অথচ করিনা। ওর historyতে গুণ্ডামোর উল্লেখ আছে।

কুন্তলা। আমি ভেবেছিলুম ওর কথা সত্যি।

বিক্রমাদিত্য। মানুষের শরীরে কত রকমের রোগ যে বাসা বেঁধে থাকে!

কুন্তলা। ওর কথা থাক ডক্টর রয়। চেহারা মনে প'লেই আমার সারাটা গা শিউরে ওঠে। সার্টিফিকেট তা হলে আপনি দেবেন না।

বিক্রাদিত্য। আপনাকে ত বল্লুম ওতে কোন লাভ হবেনা।

কুন্তলা। একা আমি কি যে করব, কিছুই ভেবে স্থির করতে পারচি না।

বিক্রমাদিত্য। এপথে যখন পা দিয়েছিলেন,তখনই ভাবা উচিত ছিল।

কুন্তলা। আমি এখন ফিরে যেতেই চাই ডক্টর রয়।

বিক্রমাদিত্য। কিন্তু আমিত যেতে দোবনা।

কুন্তলা। তার মানে?

বিক্রমাদিত্য। শুনবেন স্পষ্ট কথা?

কুন্তলা। বলুন।

বিক্রমাদিত্য। আপনার মুখেই শুনলুম কমলার বাবা টাকা রেখে গেছেন। সেই টাকার একটা মোটা ভাগ আমি পকেটে পূরতে চাই। যতদিন তা না পাব, ততদিন কমলাকে আমি ছেড়ে দোবনা।

কুন্তলা। কমলাকে রেখে আপনি কি করবেন? তার কাছে ত টাকা নেই।

বিক্রমাদিত্য। কমলার আঠারো বছর পূর্ণ হতে চলেচে, তাও আমি

মনে রেখেচি। আমি জানি সে আপনাদের ওপর খুশী নয়। আমি তাকে বুদ্ধি দোব, তার হিতৈষী হয়ে তার হাত ধরে আদালতে গিয়ে দাঁড়াব, আপনার কু-অভিসন্ধির কথা খুলে বলব। আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না; আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর সই রয়েচে, formsগুলো নিজ হাতে আপনারা সই করে দিয়েচেন।

কুন্তলা। টাকার জন্যে তাও আপনি করবেন!

বিক্রমাদিত্য। আপনিই কি টাকার জন্যে তার চেয়েও কুৎসিৎ কাজ করতে এগিয়ে আসেন নি?

কুন্তলা। আমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নেবেন আপনি?

বিক্রমাদিত্য। কেন নোবনা? আমি ত protector-saviourরূপে সম্বর্দ্ধনা পাব আর লোক চক্ষে criminal হয়ে থাকবেন আপনি আর আপনার স্বামী!

কুন্তলা। উঃ! না জেনে আপনার কাছে এসে কি ভুলই আমি করেছিলুম।

বিক্রমাদিত্য। জানেন ত ছেলেরা না জেনে আগুনে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলে।

কুন্তলা। ডক্টর রয়! দয়া করুন! কেউ কিছু জানেনা, কমলাকে আপনি ছেড়ে দিন। তাকে নিয়ে আমি ঘরে ফিরে যাই। আর অসৎ পথে পা দোবনা।

বিক্রমাদিত্য। ফিরে যাবেন?

কুন্তলা। হাঁ।

বিক্রমাদিত্য। ফিরতে আপনি পারবেন না।

কুন্তলা। খুব পারব। আমার শিক্ষা হয়ে গেছে।

বিক্রমাদিত্য। আপনাকে আমি ফিরতে দোব না। আপনার মত অমূল্য রত্নের সন্ধান যখন পেয়েচি, তখন আর কি হাতছাড়া করি?

কুন্তলা। আমাকে হাতে রেখে আপনার কোন্ স্বার্থসিদ্ধ হবে?

বিক্রমাদিত্য। বাংলায় আপনার মতো মেয়ে দুর্লভ। আপনাকে পাশে রেখে, আপনাকে সহকর্ম্মী করে আমি প্রচুর টাকা রোজগার করব।

কুন্তলা। না, না, আমি তা পারব না।

বিক্রমাদিত্য। খুব পারবেন। আপনার লোভ রয়েচে, লালসা রয়েচে, ভোগের দুর্দ্দম বাসনা রয়েচে······

কুন্তলা। Doctor! Doctor! Have mercy on a poor woman.

বিক্রমাদিত্য তাহার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিল, তারপর ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল :

বিক্রমাদিত্য। I will make you a queen.

কুন্তলা। A queen of the underworld!

বিক্রমাদিত্য। স্বর্গ নরক সব অবাস্তব, ইহকাল পরকাল দুর্ব্বলের কল্পনা। বেঁচে থাকা, বড় হওয়া, ভোগলিপ্সা পূর্ণ করাই মানুষের আসল কাজ।

কুন্তলা। তুমি শয়তান!

বিক্রমাদিত্য। আমায় যেমন দেখতে পাচ্ছ, নিজের মন যদি তেমন স্পষ্ট করে দেখতে পেতে, তাহলে বুঝতে এই শয়তানের যোগ্য সঙ্গিনী তুমি!

কুন্তলা। আমি!

বিক্রমাদিত্য। হাঁ, হাঁ, তুমি! শয়তানি!

কুন্তলাকে চাপিয়া ধরিল।

কুন্তলা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

কুন্তলা। ডাক্তার! ডাক্তার!

কণ্ঠ খুব কোমল করিয়া বিক্রমাদিত্য কহিল:

বিক্রমাদিত্য। Dont you worry dear, আমি তোমাকে আশ্রয় দিলুম। আজ থেকে তুমি আর একা নও। পাপ হোক্, পুণ্য হোক্, ধর্ম্ম হোক্, অধর্ম্ম হোক্, সুখ হোক্, দুঃখ হোক্ সমান বখরা নিতে পাশে থাকব আমি, আমি, ডক্টর বিক্রমাদিত্য রয়!

একটা ট্রে হাতে লইয়া শীলা ঢুকিতেছিল, বিক্রমাদিত্য ও কুন্তলাকে ওই অবস্থায় দেখিয়া পিছাইয়া গেল, তাহার হাতের ট্রে অন্তরালে পড়িয়া গেল, ঝন্ ঝন্ শব্দ হইল। বিক্রমাদিত্য চমকাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল।

বিক্রমাদিত্য। কে!

দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

শীলা? You are getting old.

শীলা। তাই দেখতে পাচ্ছি।

বিক্রমাদিত্য। ভিতরে এস।

লীলা প্রবেশ করিল।

বিক্রমাদিত্য। Mrs. Dutt may need your help.

বলিয়াই বিক্রমাদিত্য ঘরের বাইরে চলিয়া গেল।
ঘরের মধ্যে দুইজনা দুইজনার দিকে চাহিয়া রহিল।
মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। মিসেস ডাট-এর বসিবার ঘর।
মণিমালা বুনি:তছে, নিরুপম প্রবেশ করিল।

নিরুপম। সম্ভব অসম্ভব সকল যায়গা সন্ধান করলুম মণিদি, কোথাও পেলুম না, উকিল বল্লে পুলিশে একটা খবর দিতে।

মণিমালা। আমিও তাই বলতুম, যদি না কুন্তলা এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকত।

নিরুপমা। উনি এ রকম কেন করচেন বুঝতে পারি না।

মণিমালা। আমি বুঝি।

নিরুপম। বলত কেন?

মণিমালা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল তারপর দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিল:

মণিমালা। আজও বলব না। যেদিন বুঝব, বল্লে তুমি কুন্তলাকে ঘৃণা করবে না, সেইদিন বলব।

নিরুপম। সমাজে বাস করে, পরিবারের ভিতরে থেকেও কুন্তলা দেবী এমন হয়ে গেলেন কেন সত্যিই আমি বুঝতে পারি না।

মণিমালা। কুন্তলার সঙ্গে সমাজের কোন যোগ নেই, পারিবারিক সুখও সে পায়নি। আরশুধু কুন্তলা কেন, আমি, তুমি, আমাদের মতো আরো দশজন

সমাজে থেকেও, পরিবারে থেকেও নিজেদেরকে এমন পৃথক করে রেখেচি যে নিজেদের খেয়াল ছাড়া কিছুই আমরা ভাবিনা। একা কুন্তলার কি দোষ?

তারিণী প্রবেশ করিল।

তারিণী। কুন্তলা এখনো এলনা, মণি? এই যে তুমি এয়েচ! আচ্ছা নাক-কাটা লোক যা হোক্।

মণিমালা। দত্তজা মশাই, দিদিকে আপনি একা যেতে দেন কেন?

তারিণী। ধরে রাখবার শক্তি নেই বলে।

মণিমালা। সঙ্গে কেন যান না!

তারিণী। হুকুম হয়না, তাই যাইনা। আর তা ছাড়া বোঝইত তার সঙ্গে সমান তালে চলবার শক্তি আমার নেই।

কুন্তলা প্রবেশ করিল। মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। সে ধপাস করিয়া বসিয়া পড়িল।

এই যে কুন্তলা এসেচে। তোমার কি অসুখ করেচে?

কুন্তলা। না।

তারিণী। মাথা ধরেচে?

কুন্তলা। না।

তারিণী। রাগ হয়েচে?

কুন্তলা। বিরক্ত কোরোনা। যাও এখান থেকে।

বসিয়া পড়িল।

তারিণী। কাছে এলেই, কথা কইলেই তুমি বিরক্ত হও।

কুন্তলা। হ্যাঁ, হব। এসোনা কাছে, কয়োনা কথা।

তারিণী। পারি না জান, তাই ও কথা বলচ।

কুন্তলা। মণি, ভাই, বড় তেষ্টা পেয়েচে।

মণি। এক কাপ চা এনে দোব?

কুন্তলা। না, ঠাণ্ডা জল।

তারিণী। আমি সরবৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি।

কুন্তলা। না, না, তোমাকে কিছু করতে হবেনা। তুমি যাও এখান থেকে।

তারিণী। সব সময় তাড়িয়ে দাও কেন?

মণিমালা। ছিঃ তাড়িয়ে দেবে কেন, দত্তজামশাই!

তারিণী। তুমি জাননা মণি, তাই ও দিতে চায়।

কুন্তলা। তবে যাওনা কেন দূর হয়ে!

তারিণী। বাঃ! আমার বাড়ী ছেড়ে, আমার বিষয় ছেড়ে আমি চলে যাব। গেলুম আর কি!

কুন্তলা। তাহলে আমিই চলে যাই।

লাফাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মণিমালা তাহাকে ধরিল।

মণিমালা। ছিঃ কুন্তলা, পাগলামো করতে নেই।

তারিণী। ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা কর মণি, আমি জল পাঠিয়ে দিচ্ছি, ঠাণ্ডা জল।

তারিণী বাহির হইয়া গেল।

কুন্তলা। সবাই মিলে আমাকে পাগল করে দেবে!

মণিমালা। বোস, ভাই, বোস।

কুন্তলাকে বসাইয়া দিল। নিরুপম কহিল:

নিরুপম। আমি তাহলে এখন উঠি মণিদি?

কুন্তলা। মণি-দি?

নিরুপম। দিদি বলবার অধিকার উনি দিয়েচেন।

কুন্তলা। ধন্য হয়েচ ত!

নিরুপম। ওঁর স্নেহ পাওয়া ভাগ্যের কথা।

কুন্তলা। অভাগীর দুটো কথা রয়েচে তোমার সঙ্গে, দয়া করে একটু বসতে হবে।

মণিমালা। এখনো জল দিয়ে গেলনা। আমি নিয়ে আসি।

কুন্তলা। দরকার নেই। তুমি বোস মণি।

মণিমালা। তোমার যে তেষ্টা পেয়েচে ভাই।

কুন্তলা। সংসারই যার কাছে মরুভূমি তার পিপাসা মিটবে কেমন করে?

পরিচারিকা জল লইয়া প্রবেশ করিল।

মণিমালা। এত দেরী করে নিয়ে এলি কেন?

গ্লাসটা তাহার হাত হইতে লইয়া কুন্তলাকে দিল।

পরিচারিকা। কি করব বাছা, ঘরে বরফ ছিলনা, আবার বাজারে গেনু, পাঁচসের বরফ আননু···

মণিমালা। ক'সের?

পাঁচটা আঙুল দেখাইয়া।

পরিচারিকা। পাঁচসের গো, পাঁচ সের।

মণিমালা। পাঁচসের বরফে কি হবে?

পরিচারিকা। মণিব বল্লে, আমি নিয়ে এনু।

জল খাইয়া গ্লাসটা ফিরাইয়া দিতে দিতে
কুন্তলা কহিল :

কুন্তলা। বেশ করিচিস! এখন বরফগুলো একটা থলেয় ভরে তোর মনিবের মাথায় চাপিয়ে দেগে, যা।

পরিচারিকা। আমাকে মিছে দোষ দেওয়া।

গ্লাস তুলিয়া লইতে লইতে

আমি দাসী-বাঁদী, তোমাদের সাতে নেই, পাঁচে নেই—পাঁচসের বলুক কি পাঁচমণই বলুক, আমাকে ত আন্‌তে হবে।

কুন্তলা। যা আর নাকে কাঁদতে হবেনা।

পরিচারিকা। গরিবের কান্না কে শোনে? এক ভগমান শোনেন, তাঁকেই শোনাই গে!

বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

কুন্তলা। ওঃ ঘরটায় বড্ড বেশি আলো।

নিরুপম। আমার বাইরে কিছু কাজ ছিল।

কুন্তলা। সে কাজের জন্যে তোমাকে বাইরে ছুটোছুটি করতে হবেনা। ভাই মণি, আলোগুলো সব নিবিয়ে দেনা।

মণিমালা। সবগুলো ?

কুন্তলা। শুধু সবুজ শেড দেওয়া টেব্‌ল ল্যাম্পটা জ্বেলে রাখ্‌।

মণিমালা তাহাই করিতে লাগিল।

চেয়েছিলুম আলো, চেয়েছিলুম মুক্ত বাতাস, হাসি, গান, স্বচ্ছন্দ জীবন··· কিছুই পেলুমনা···পেলুমনা তাই আজ অন্ধকারই ভালো লাগে, চাপা গলায় কথা কইতে ইচ্ছে করে। হ্যাঁ, এই বেশ হয়েচে। এইবার কাছে আয়।

মণিমালা কাছে আসিয়া বসিল।

মণিমালা। কি হয়েচে কুন্তলা ?

কুন্তলা। বড় বিপদে পড়িচি মণি। খেয়ালের বশে উঁকি মেরে নরক কেমন দেখতে চেয়েছিলুম, শয়তান হাত বাড়িয়ে টুঁটি টিপে ধরেছে। আমি নিজেকে মুক্ত করতে পারচিনা! টেনে নামাবে মণি, আমাকে সে টেনে নামাবে!

দুইহাতে মুখ ঢাকিল।

মণিমালা। নীচুতে নামবার গ্লানি যখন তোমায় পীড়া দিচ্ছে, তখন কেউ তোমায় টেনে নামাতে পারবেনা।

কুন্তলা। তোরা আমায় সাহায্য করবি ? তুমি, নিরুপম ? তুমি ?

নিরুপম। বলুন কি করতে হবে।

টেলিফোন বাজিল।

কুন্তলা। আঃ বলতে আর দিলেনা।

মণিমালা। আমি দেখছি কে ডাকে!

উঠিয়া দাঁড়াইল, সঙ্গে সঙ্গে কুন্তলাও উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার হাত ধরিল

কুন্তলা। না। আমিই দেখচি।

টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া লইল।

হ্যাঁ, আমি, বলুন। এই রাত্রে। না, আপনি আসবেননা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, Good night.

টেলিফোন রাখিয়া দিল। যাহারা বসিয়াছিল, তাহাদের সামে গিয়া দাঁড়াইল।

আজ আর বলা হোলোনা। হয়ত কোন দিনই হবেনা। It is too late now, my God, too late!

কপালে হাত দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। নার্সিং হোমের সামের বাগান রামকমল বসিয়া বেহালা বাজাইতেছে। কমলা প্রবেশ করিল। কমলা রামকমলের সামে দাঁড়াইল।

কমলা। আপনার বাজনা আমার বেশ লাগে।

রামকমল। এই গৎও তোমার ভালো লাগে!

কমলা। হ্যাঁ! যেন বুক ফাটা কান্না!

রামকমল। কান্না তোমার ভালো লাগে কেন?

কমলা। আমার বুক যে থেকে থেকে কান্নায় ফুলে ওঠে।

রামকমল। না, না, তুমি কাঁদতে চেয়োনা। এখুনই চেয়োনা। কাঁদবার দিন আসবে। এখন শুধু হাসি ছড়িয়ে দাও, সবাই দেখুক, দেখে বাঁচুক! তুমি শোন……

বেহালায় আনন্দের সুর ফুটাইয়া তুলিল। কমলা শুনিতে শুনিতে পাশে বসিয়া পড়িল। সুশান্ত দূর হইতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিল। রামকমল বাজনা বন্ধ করিয়া কমলার দিকে চাহিয়া রহিল।

কমলা। চমৎকার!

রামকমল। অত ভালো বোলোনা।

কমলা। কেন?

রামকমল। তোমারই মতো একজন আমার বাজনা শুনত; শুনে তারিফ করত…কিন্তু…

কমলা। বলুন।

রামকমল। না, বলবনা। মনের কথা তাকে বলেছিলুম বলেই ত ব্যথা পেলুম। জানলুম সে দয়া করে আমার বাজনা শুনত, ভালোবেসে নয়; দয়া করে, বুঝলে, দয়া করে। যখন তাই শুনলুম, ব্যায়লাটা আমার ভেঙে ফেলতে ইচ্ছে করল…দয়া! দয়া! ছড় দিয়ে নিজেকেই নিজে পেটাতে লাগলুম। দয়া। দয়া! দয়া!

সত্য সত্যই ছড় দিয়া নিজেকেই নিজে পিটাইতে লাগিল।

কমলা। ওকি করচেন! ওকি করচেন! থামুন! থামুন!

সুশান্ত ছুটিয়া আসিল, কমলাকে ধরিল।

সুশান্ত। কী হচ্ছে রামকমল!

রামকমল তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর কহিল :

রামকমল। আমার দেহ, আমার ছড়—যেটা ভাঙ্গুক আমারই যাবে। তোমার কি!

সুশান্ত। আমার কি! রাস্কেল! ঘুসিয়ে দাঁত ভেঙে দোব।

রামকমল। ছাগল ঢুঁ মারে, ঘুসি মারেনা ; you are a kid, an offspring of the old goat, that bleating goat overe there! ব্যা! ব্যা!

সুশান্ত। যাও এখান থেকে।

তাহার ঘাড়ধাক্কা দিল। সে হুড়মুড় করিয়া পড়িয়া গেল। রামকমল ধাক্কা খাইয়া খানিকটা সরিয়া গিয়া কহিল :

রামকমল। তোমার ব্যথা কোথায় বুঝিছি বাবা। কিন্তু বুকের ব্যথা রগে চড়বে। তখন শিঙ নাড়বে আর চ্যাঁচাবে ব্যা, ব্যা! An offspring of the old goat, the bleating goat ব্যা! ব্যা!

রামকমল চলিয়া গেল। সুশান্ত কমলার কাছে আগাইয়া গেল।

সুশান্ত। খুব ভয় পেয়েচ কমলা?

কমলা। না।

সুশান্ত। তবে মুখখানা অমন শুকিয়ে গেল কেন?

কমলা। কেন আপনি ওকে মারলেন!

সুশান্ত। মারিনি ত। ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়েচি।

কমলা। ওর লাগল ত!

সুশান্ত তাহার হাত ধরিল।

সুশান্ত। এমন নরম মন তোমার?

কমলা। আচ্ছা, আমি যদি পাগল হয়ে যাই, আমাকেও আপনি মারবেন, ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেবেন?

সুশান্ত। তুমি কেন পাগল হবে!

কমলা। হ্যাঁ, আমিও পাগল হব!

সুশান্ত। কমলা, তোমার মনে এত ব্যথা কিসের?

কমলা। আমার কেউ নেই, এইটেই সব চেয়ে বড় ব্যথা। ওরও কেউ নেই।

সুশান্ত। কার?

কমলা। ওই রামকমলের। কেউ নেই বলে ও পাগল হয়ে গেল। আমারও ত কেউ নেই! আমিইবা কেন পাগল হবনা?

সুশান্ত। তোমার কাকা আছেন, কাকীমা আছেন।

কমলা। তারা আমার কেউ নয়। যদি আমার আপন হোতো তাহলে এখানে এমন করে ফেলে রাখত না।

সুশান্ত। এখানে শীলা রয়েচে,···আমি···আমি আছি।

কমলা। সিষ্টার আগে বেশ ভালোবাসতেন, কিন্তু এখন আমার সঙ্গে বড় কথা বলেন না।

সুশান্ত। আমি তোমার সঙ্গে কথা কইব, আমিত রয়েচি।

কমলা। এক আপনিই আছেন।

সুশান্ত। আমি ত তোমাকে ভালোবাসি কমলা।

কমলা। না, না।

নিজেকে মুক্ত করিয়া সরিয়া গেল। সুশান্ত তাহার কাছে গিয়া কহিল :

সুশান্ত। ও। তুমি আমাকে ঘৃণা কর ?

কমলা। ঘৃণা করব কেন ?

সুশান্ত। তবে কেন অমন করে সরে এলে ?

কমলা। আপনি যদি আমাকে ভালোবাসেন, মুখ দিয়ে তা বার করবেন না।

সুশান্ত। কেন ?

কমলা। নীরুদা বলত সে আমাকে ভালোবাসে, আমিও তাই বুঝতুম···

সুশান্ত। তারপর কি হোলো ?

কমলা। আজ কোথায় রইল নীরুদা আর কোথায় রইলুম আমি !

সুশান্ত। আমি তোমায় ছেড়ে যাবনা।

কমলা। নীরুদাও তাই বলত।

সুশান্ত। নীরুদার কথা থাক্।

কমলা। নীরুদা নইলে কে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাবে। আমি ত রোজ পথের পানে চেয়ে থাকি। ভাবি, নীরুদাকে দেখতে পেলে চেঁচিয়ে ডাকব, বলব আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও নীরুদা।

সুশান্ত। কিন্তু নীরুদা ত' তোমাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।

কমলা। কেন পারবে না ?

সুশান্ত। তোমার যে অসুখ, তাতে ডক্টর রয় ছেড়ে না দিলে···

কমলা। অসুখ ! আপনি যে বলেন আমার কোন অসুখ নেই ?

সুশান্ত। নেই সত্যি। কিন্তু হবার সম্ভাবনা রয়েচে।

কমলা। আঃ ! কি বুদ্ধি আপনার ! অসুখ নেই, হবার সম্ভাবনা রয়েচে। এখানে এইভাবে আটক করে রাখলে অসুখ হবেনা ? চারিদিকে রুগী।

সুশান্ত। ও-সব কথা থাক এখন। তুমি গান গাইতে পার ?

কমলা। পারতুম।

সুশান্ত। একখানা গাইবে ?

কমলা। কাকে শোনাব ?

সুশান্ত। আমাকে।

কমলা। ধ্যেৎ ! আপনি ডাক্তার, আপনি আবার গান শুনবেন কি ! আপনি নাড়ী টিপবেন, জিভ দেখবেন, তেতো ওষুধ দেবেন ! আপনাকে কি গান শোনানো যায় ?

সুশান্ত। ও যেহেতু আমি ডাক্তার, সেইহেতু গান শোনবার যোগ্য নই। কেমন ?

কমলা। আপনি আবার গান শুনবেন কি !

সুশান্ত। যদি শোনাই ?

কমলা। গান ! আপনি !

সুশান্ত। শুনবে ?

কমলা। যদি হেসে ফেলি রাগ করবেন না যেন।

সুশান্ত। হাস যদি, আমিও তোমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাসব।

কমলা। রামকমল ছুটে এসে বলবে, an offspring of the old goat, the bleating goat ! ব্যা ! ব্যা !

বলিয়া খিল খিল করিয়া হাসিল, সুশান্তও হাসিল। কমলা তাহার দিকে চাহিয়া দেখিল, তারপর কহিল :

বাঃ ! হাসলে ত আপনাকে বেশ দেখায় !

আবার হাসিল।

সুশান্ত। তোমারও গালে টোল খায়।

কমলা। আপনার দাঁত মুক্তোর মতো ঝক্ ঝক্ করে।

আবার হাসিল।

সুশান্ত। তোমার মুখখানি তাজা গোলাপের মত লাল হয়ে ওঠে।

কমলা। আপনার চোখ চঞ্চল হয়ে নাচে।

সুশান্ত। কেন জান ?

কমলা। কেন ?

সুশান্ত। চোখ দেখতে পায় তোমার ঠোঁটে ফুটে উঠেচে নিমন্ত্রণের গোলাপী-লিপি !

কমলা। আপনি গান গাইতে পারবেন না, নিশ্চয় না।

সুশান্ত। কেন ?

কমলা। আপনার গলা এখনই কাঁপচে।

সুশান্ত। তার কারণ, আমার মনের সব কথা ঠ্যালা-ঠেলি করে এক সঙ্গে বেরুতে চাইছে।

কমলা। আপনি নিজেও কাঁপচেন।

সুশান্ত। আকাশ যেন মাটিতে নেমে আস্‌চে।

কমলা। আপনার অসুখ করেচে, ডাক্তারবাবু, আপনি আমার বুকে মাথা রাখুন।

মাথাটা টানিয়া বুকে লইল।

সুশান্ত। আ-আ!

কমলা। আমি বড় হয়ে নার্স হব। আপনি চুপ করে থাকুন, আমি আপনার কপালে হাত বুলিয়ে দি।

কমলা সুশান্তর কপালে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে গান আরম্ভ করিল। রামকমল দূরে দাঁড়াইয়া বাজাইতে লাগিল।

গান

ওরে আমার সুরের পাগল ওরে আমার গান
কোন্‌খানে তুই বিলিয়ে দিবি
যা কিছু তোর দান?
শিশির চোখে ফুলটি যেথা দোলে
সুরের নেশায় গন্ধ-বেণু-রোলে

অনুরাগের রঙ, ছড়ালো যেথায় অভিমান
ওরে আমার গান
সেইখানে তুই বিলিয়ে দিবি
যা কিছু তোর দান !
ওরে আমার গান, চল্‌বি কোথায় বিজয় কলরবে
সুরের আঁচল আড়াল টানি
মালা বদল হবে
যেথায় মালা বদল হবে !
পরাজয়ের নাই রে যেথায় গ্লানি
পরিয়ে দিতে জয়ের মালাখানি
মনের পথে যেথায় চলে মনের অভিযান
ওরে আমার গান !
সেইখানে তুই বিলিয়ে দিবি
যা কিছু তোর দান !

গান শেষ হইতে সুশান্ত রামকমলকে কহিল :

সুশান্ত। ফের তুমি এখানে এসেচ !

রামকমল। বাজালুম, তবুও খুশী হলে না ?

কমলা। তুমি বেশ বাজাতে পার।

রামকমল। তুমিও বেশ গাইতে পার।

কমলা। আর ডাক্তারবাবু ?

রামকমল। Yes, even a goat can sing I find. এই প্রথম শুনলুম ছাগলে গান গায়।

সুশান্ত লাফাইয়া উঠিয়া কহিল :

সুশান্ত। ছাগল !

রামকমল। An offspring of the old goat, a bleating goat, ব্যা ! ব্যা !

বলিয়া চলিয়া গেল।

সুশান্ত। কালই তোমাকে এখান থেকে তাড়াব।

কমলা। ওকে দেখলেই আপনি চটে ওঠেন কেন ?

সুশান্ত। চটবনা ! সব মাটি করে দিলে।

কমলা। মাটি করে দেবে কেন, বাজিয়ে আমাদের সাহায্যই করলেত।

সুশান্ত। শুধু গান গাইবার জন্যেই কি আমি গান গেয়েছিলুম।

কমলা। বাহবাও ত পেলেন। আর আফ্‌শোষ কিসের ?

সুশান্ত। তুমি বুঝবে না। তুমি পুতুল ! মানুষ নও !

কমলা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

তুমি হাসচ !

কমলা। নিরুপমদাও এম্নি হঠাৎ রেগে উঠ্‌ত।

সুশান্ত। নিরুপম ! নিরুপম ! নিরুপম, ছাড়া আর কেউ কি তোমার মনে ছায়া ফেলে না ?

কমলা। নিরুপমদার নাম শুনলে আপনি চটে ওঠেন, রামকমলকে দেখলে ওঠেন ক্ষেপে, আপনি কি চান পৃথিবীতে আপনি ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ কেউ থাকবে না ?

সুশান্ত। এইত তুমি বেশ কথা কইতে পার।

কমলা। রামকমলের ভাষায় বলুন, even a goat can sing!

খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, দুয়ারের কাছে আসিয়া শীলা দাঁড়াইল।

শীলা। কমলা!

কমলা উঠিল।

কমলা। সিষ্টার।

শীলা। তোমার শোবার সময় হয়েচে।

কমলা। এখুনি শুতে হবে!

শীলা। এখানকার তাই নিয়ম।

কমলা। সারারাত আমার ঘুম হবে না।

সুশান্ত। যাবে এখন। I take charge of her.

শীলা। নার্সিং হোমকে তুমি বাগানবাড়ী করে তুলতে চাও দেখচি। কিন্তু তা হবে না। কমলা!

কমলা। যাই সিষ্টার। (চাপাগলায়) সিষ্টার বড্ড রেগেচে, আমি চল্লুম।

কমলা শীলার সঙ্গে চলিয়া গেল। সুশান্ত অপ্রসন্ন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অন্যদিক দিয়া ডক্টর রয় প্রবেশ করিল। নিঃশব্দে তাহার পিছনে দাঁড়াইল, তাহার কাঁধে হাত রাখিল। সুশান্ত চমকাইয়া দ্রুত তাহার দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

বিক্রমাদিত্য। Homeএর সুনাম রক্ষা করবার জন্যে আমাদের strict হতে হয় সুশান্ত, শীলার দোষ নেই।

সুশান্ত। You are right sir.

বিক্রমাদিত্য। কমলার কথা ভাবছিলুম·········

কথা শেষ না করিয়া সুশান্তর মুখের দিকে চাহিল।

সুশান্ত। একেবারে ছেলেমানুষ!

বিক্রমাদিত্য। তাই ভাবছিলুম ওই নেহাৎ ছেলেমানুষটিকে এখানে ফেলে রেখে আর কষ্ট দিয়ে কি হবে। ওর কাকীমা চাইছেন ওকে নিয়ে যেতে। আমরা ছেড়েই দি। কি বল?

সুশান্ত। তাঁরা নিয়ে যেতে চাইছেন যখন, তখন ছেড়ে দিতেই হবে। কিন্তু তাতে ওর জীবন বিপন্ন হবে।

বিক্রমাদিত্য। বিপন্ন! কেন, বলত?

সুশান্ত। কোন রকম violence হবে আমি বলচি না। তবে······

বিক্রমাদিত্য। তবে?

সুশান্ত। শক্ত একটা অসুখ কিছু হবেই!

বিক্রমাদিত্য। হয় যদি, আমাদের কি? আমাদের কোন responsibility থাকবে না।

সুশান্ত। Moral obligation?

বিক্রমাদিত্য। Very little of a moral man is left in me, I believe, but···

সুশান্ত। But the reputation of our Home···

বিক্রমাদিত্য। Exactly! the reputatian of our Home must be maintained.

সুশান্ত। আমরা যদি কমলাকে এখন ছেড়ে দি, লোকে আমাদের নিন্দাই করবে। আমি বেশ ভালো করে watch করে দেখছি, ও খুব সুস্থ নেই।

বিক্রমাদিত্য। Last weekএর রিপোর্টে……

সুশান্ত। বেশ ভালো ছিল। আজ সকালে examine করে সন্দেহ হয়েচে।……

বিক্রমাদিত্য। ও! তাই ওকে তুমি গান শোনাচ্ছিলে!

সুশান্ত। মনে হোলো ওর মনটা প্রফুল্ল রাখা দরকার।

বিক্রমাদিত্য। দরকার হলে মাঝে মাঝে তুমি ওকে সিনেমাতেও নিয়ে যেতে পার, নাচও দেখিয়ে আনতে পার।

সুশান্ত। সিষ্টার এ-সব বোঝে না।

বিক্রমাদিত্য। খুব বোঝে। বোঝে বলেইত তার বুক জ্বলে যায়। কিন্তু তার জ্বালা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই, কমলার কি করা যায়, তাই ভাব।

সুশান্ত। মিসেস্ ডাট্‌কে বুঝিয়ে বলুন।

বিক্রমাদিত্য। মুখের কথা দিয়ে তাকে কিছু বোঝানো যাবে না, she wants a positive proof.

সুশান্ত। Positive proof of what?

বিক্রমাদিত্য। Positive proof of a fatal illness. এই ধর কোন রকম ব্যাসিলি কি আর কিছু?

সুশান্ত। সে ত আর সম্ভব নয়।

বিক্রমাদিত্য। অসম্ভব মনে করবার কোন কারণ নেই। শুধু আমাদের ভাবতে হবে তাই করা উচিত কিনা?

সুশান্ত। আপনি যে ভয়ানক ইঙ্গিত করচেন ডক্টর রয় !

বিক্রমাদিত্য। না, না, ভয়ানক কিছু নয়। শুধু মিসেস ডাট্‌কে বোঝাতে হবে। Well ! think it over youngman, think it over.

তাহার পিঠ চাপড়াইয়া চলিয়া গেল।

সুশান্ত। শুধু মিসেস ডাট্‌কে বোঝাতে হবে। মিসেস্ ডাট !

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। মিসেস ডাট্‌এর ঘর। অন্ধকার। কুন্তলা অন্ধকারে আসিয়া দাঁড়াইল। আয়নার কাছের আলো জ্বালাইয়া দিল, আয়নার সামে স্থির হইয়া বসিল। মণিমালা প্রবেশ করিল, স্থির হইয়া দাঁড়াইল। কুন্তলা ভয় পাইয়া চীৎকার করিয়া ঘুরিয়া বসিল।

কুন্তলা। কে !

মণিমালা। আমি কুন্তলা !

মণিমালা তাহার কাছে আগাইয়া গেল।

কুন্তলা। তুমি ! চুপি চুপি আমার চাল-চলন লক্ষ্য করচ কেন ?

মণিমালা। দেখলুম এত রাতে তুমি একা নেমে এলে ·····

কুন্তলা। তাই দেখতে এলে অভিসারে চলেছি কিনা ?

মণিমালা। তা জানলেও ত স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচতুম।

কুন্তলা। শুচিপরায়ণা স্বাধ্বী তুমি, তুমি বলচ এই কথা !

মণিমালা। তোমার মনের এই ব্যথা আমাকেও যে পীড়া দিচ্ছে। কিন্তু······

কুন্তলা। কিন্তু ভেবে পাচ্ছনা কেমন করে আমায় সান্ত্বনা দেবে।

মণিমালা। সত্যিই ভেবে পাচ্ছিনা।

কুন্তলা। সান্ত্বনার প্রয়োজন নেই। তুই শুধু একটা সত্যি কথা আমায় বল্ আমি ঠিক বুঝতে পারচিনা। আমার মুখে কি পাপের ছাপ পড়েচে। ছ্যাখত!

আয়নার সাম্নে বসিয়া দেখিতে লাগিল।

মণিমালা। মনে পাপ না থাকলে মুখে তার ছাপ পড়েনা।

কুন্তলা। পড়েনা?

মণিমালা। না।

কুন্তলা। তোর মুখ দেখে তা বুঝতে পারি। কিন্তু আমার? চেয়ে ছ্যাখ মণিমালা আমার চোখের দৃষ্টি কী কঠোর, সারা মুখে নির্ম্মমতা ফুটে উঠেচে।

মণিমালা। এস লক্ষ্মীটি, ওখান থেকে সরে এস।

তাহাকে ধরিয়া সরাইয়া আনিল।

এতবড় দুশ্চিন্তা মনে পুষে রেখনা। আমায় বল কি হয়েচে।

কুন্তলা। বল্‌তে পারচি না, মণিমালা, বলতে আমি পারচিনা। কে যেন গলা টিপে ধরে, কে যেন কানে কানে বলে, বলিসনি, বলিসনি, সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে! তাইত আমি বলতে পারিনা। অথচ আমার বলা উচিত, তোদের সবাইকে বলা উচিত। এখনো সময় আছে? এখনো হয়ত বাঁচান যায়, সব দিক রক্ষা পায়!

তারিণী বাহির হইতে।

তারিণী। কে এখানে ?

প্রবেশ করিল।

ও, তোমরা দুই বোন্। অনেক রাত হয়ে গেছে মণি।

মণিমালা। আপনি উঠে এলেন কেন দত্তজা-মশাই ?

তারিণী। একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম। তোমরা শুতে যাও।

ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

কুন্তলা। শোন।

তারিণী ফিরিয়া আসিল।

তারিণী। আমাকে কিছু বলবে ?

কুন্তলা। হ্যাঁ।

মণিমালা। আপনি বসুন দত্তজা-মশাই।

মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারিণী। তুমি ?

মণিমালা। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। আমি শুতে যাই।

উত্তরের অপেক্ষায় না থাকিয়া চলিয়া গেল। তারিণী অতি সন্তর্পনে বসিল।

কুন্তলা। কি স্বপ্ন দেখলে তুমি ?

তারিণী। দেখলুম আমার কমলা মাকে একটা টেবিলে ওরা শুইয়ে দিয়েচে, সারা দেহ একটা শাদা কাপড় দিয়ে মুড়ে দিয়েচে আর বিক্রমাদিত্য হাত করাত দিয়ে তার মাথা কাটচে। উঃ! সেই শব্দ যেন এখনো আমি শুনতে পাচ্ছি। কমলা! কমলা! কমলা!

কাঁদিতে লাগিল। কুন্তলা স্বামীকে দেখিয়া কঠোর হইয়া উঠিল।

কুন্তলা। কমলাকে বঞ্চিত ক'রে দাদার বিষয় ভোগ করতে চাও, আর এটা সইতে পারনা!

তারিণী। বঞ্চিত আমি কাউকে করতে চাইনে, গোবিন্দ জানেন।

কুন্তলা। গোবিন্দ জানেন!

তারিণী। তিনি কি না জানেন বল?

কুন্তলা। বেশ ন্যাকা-বোকা সেজে রয়েচ তুমি। আর তোমার পাপের বোঝা বয়ে বেড়াব আমি?

তারিণী। মানুষ প্রতি মুহূর্ত্তেই পাপ করে কুন্তলা, আমিও করচি। তুমি যখন আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী, তখন আমার পাপের বোঝা তোমাকে বইতে হবে বৈকি!

কুন্তলা। আমি তা বইবনা। আমি কালই কমলাকে নিয়ে আসব। তার বাপের বিষয় তাকে বুঝিয়ে দোব।

তারিণী। দিতে পারলে ত বাঁচতুম। কিন্তু দেবার আর উপায় নেই।

কুন্তলা। কেন?

তারিণী। তোমারই জন্যে।

কুন্তলা। আমারই জন্যে !

তারিণী। আমার যা ছিল, সবই ত তোমার জন্যে ব্যয় হয়ে গেল। এই নতুনবাড়ী, হালফ্যাসানের এই সব আসবাব, সাজসরঞ্জাম, গয়না-পত্তর, শাড়ী জামা জুতো, হোটেল পিকনিক বায়োস্কোপ কি বিনা পয়সায় হয়েচে ?

কুন্তলা। তাতেই তোমার সব টাকা ফুরিয়ে গেছে !

তারিণী। যাবেনা ! কোথাকার সব লীলারাম, দয়ারাম, হীরালাল মাসে মাসে মোটা টাকার বিল নিয়ে আসে ; সাহেব বাড়ী থেকেও লোক আসে তাগিদ করতে। জুতোর দোকান, জামার দোকান, এসেন্স পাউডার সাবানের দোকান এমন কি ফুলের দোকানেও তুমি ধারে জিনিষ কেন। তোমার রূপ দেখে তারা দামী জিনিষ বেছে দেয়, আর আমায় গাধা জেনে কান ধরে দামটা আদায় করে নেয়।

কুন্তলা। বিয়ে করবার আগে বোঝা উচিত ছিল, a modern wife is an expensive acquisition.

তারিণী। তার জন্যে আমার আফ্‌শোষ নেই। তুমি প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াও, দেখতে আমার ভালো লাগে ; দশজনে তোমার সুখ্যাতি করে, গরবে আমার বুক ফুলে ওঠে !

কুন্তলা। তবে এ-সব কথা তুলচ কেন ?

তারিণী। এসব কথা তুলতে চাইনি, তুলচি টাকার কথা। টাকা যে ফুরিয়ে যায়। এখন কমলার টাকাগুলো হাতে না এলে দুজনকেই কাশীবাস করতে হবে।

কুন্তলা। কাশীবাস করতে যাব কোন্ দুঃখে ?

তারিণী। সেইজন্যেই ত দাদার গচ্ছিত টাকা নিজের আয়ত্তে আনতে চাই।

কুন্তলা। তবে আবার কমলার জন্যে কান্নাকাটি কর কেন ?

তারিণী। রক্তের সম্বন্ধ রয়েচে যে! আমার দাদার মেয়ে, আমি মানুষ করিচি। মন কেমন করবে না ? গোবিন্দ! গোবিন্দ!

কুন্তলা। ছাখ, তুমি সবাইকে ঠকাতে পার, কিন্তু আমাকে পারবে না। আমার সখ আছে, ভোগ করবার বাসনা আছে—তোমার আছে শুধু লোভ!

তারিণী। লোভ!

কুন্তলা। হ্যাঁ, টাকার লোভ! আমার সখের সীমা আছে, কিন্তু তোমার লোভের সীমা নেই। সেই লোভের জন্যই তুমি কমলার টাকা আত্মসাৎ করতে চাও আর দোষ চাপিয়ে দাও আমার ঘাড়ে।

তারিণী। গোবিন্দ! গোবিন্দ!

কুন্তলা। কমলাকে পাগল প্রতিপন্ন করবার কল্পনা কার মাথায় এসেছিল ? তোমার নয় ?

তারিণী। আরে! সে যে সত্যই পাগল। তার চিকিৎসার ব্যবস্থা আমাকেই ত করতে হবে।

কুন্তলা। সে পাগল নয়।

তারিণী। তুমি তাকে কদিনই বা দেখলে! বুঝবে কি করে। আমি তাকে মানুষ করিচি। আমার চেয়ে কে বেশী বুঝবে ?

কুন্তলা। আমি বুঝি না বুঝি, তাকে কালই আমি নিয়ে আসব।

তারিণী। নিয়ে এসে কি করবে ?

কুন্তলা। নিরুপমের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে দোব।

তারিণী। নিরুপমের সঙ্গে!

কুন্তলা। হ্যাঁ।

তারিণী। নিরুপমের চাল-চুলো নেই জান?

কুন্তলা। কমলার টাকা আছে।

তারিণী। বাড়ী-ঘর?

কুন্তলা। কমলার যত দিন না নিজের বাড়ী হয়, এই বাড়ীতেই তারা থাকবে।

তারিণী। ও! কমলা হবে Camouflage!

কুন্তলা। মানে?

তারিণী। লোকচক্ষে নিরুপম কমলার স্বামী হয়ে থাকবে আর আসলে তুমি তাকে নিয়ে ফূর্ত্তি করবে। কেমন?

কুন্তলা তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিল।

কুন্তলা। এমন কথাও তুমি বলতে পার!

তারিণী। আমি কথা বেশী বলিনা, কিন্তু যখন বলি, সত্যি কথাই বলি। তুমি কি মনে কর আমি কিছু বুঝিনা।

কুন্তলা। না, তুমি কিছুই বোঝনা। তুমি স্বার্থপর, তুমি লোভী, তুমি প্রবঞ্চক! স্ত্রীর সঙ্গেও তুমি প্রবঞ্চনা কর।

তারিণী। আর তুমি দেবী!

কুন্তলা। দেবী হতে পারতুম যদি তোমার মত ধূর্ত্ত ভণ্ডের হাতে আমাকে না পড়তে হতো।

তারিণী। নিরুপমকে পেলেই হাতে স্বর্গ পেতে!

কুন্তলা। নিরুপম কেন, একটা চাষার হাতে পলেও, সে আমাকে এত নীচে নামাতে পারত না।

তারিণী। তবে যাও, কুলত্যাগ করে কোন চাষার ঘরেই চলে যাও।

কুন্তলা। তোমার মত ভণ্ড ভদ্রলোকের চেয়ে, সরল, গোঁয়াড়, মুর্খ চাষাও ভাল।

তারিণী। তবে যাও না কেন কোন চাষার কাছে, যাও! যাও!

কাঁপিতে কাঁপিতে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

কুন্তলা। যেতে হয়ত আমাকে একদিন হবে, তবে চাষার কাছে নয়। কোথায় জান?

তারিণী। জানবার দরকার নেই।

কুন্তলা। আছে। সঙ্গে তোমাকেও যেতে হবে যে।

ফিরিয়া আসিয়া কহিল:

তারিণী। আমাকেও!

কুন্তলা। তোমাকেও।

তারিণী। কোথায়?

কুন্তলা। নরকে।

তারিণী। নরক বলে আবার কিছু আছে কিনা!

কুন্তলা। তোমার মত লোকের জন্যে নরক ছাড়া আর কিছুই নেই। ভাই-ঝিকে পাগল করে তার বিষয় তুমি নিতে চাও!

তারিণী। সে আমি নই, তুমি! তুমি!

কুন্তলা। তোমার নিজের দস্তখত রয়েচে বিক্রমাদিত্য ডাক্তারের কাছে। জেল এড়াতে পারবে না।

তারিণী। তাকে টাকা দিয়ে আমি কাগজ ফিরিয়ে আনব।

কুন্তলা। দেবেনা, আমায় দিলেনা।

তারিণী। তোমাকে দেয়নি, আমাকে দেবে। ভুলোনা, আমি সাবজজ ছিলুম।

কুন্তলা। তোমার মত সাবজজ সব বুদ্ধি উজড় করে ঢেলেও কূল পাবে না। মনে রেখো, বিক্রমাদিত্য ডাক্তার মূর্তিমান শয়তান।

তারিণী। শয়তান!

কুন্তলা। হ্যাঁ, আমি যেন তাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি! শয়তান! মূর্তিমান শয়তান!

দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

৫

কমলার কেবিন। কমলা শুইয়া আছে। পাশে শীলা বসিয়া আছে। একটা সবুজ আলো জ্বলিতেছে। দুয়ারে আঘাত হইল। শীলা উঠিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। বিক্রমাদিত্য প্রবেশ করিল।

বিক্রমাদিত্য। এখন কেমন আছে।

শীলা। অসাড় হ'য়ে পড়ে আছে।

বিক্রমাদিত্য। হঠাৎ এমনটা হোলো কেন বলত?

শীলা। Doctor Dey কিছুই বলতে পারলেন না।

বিক্রমাদিত্য। ওষুধ কিছু দিয়েচে?

শীলা। বললেন কাল examine করে দেবেন।

বিক্রমাদিত্য। তুমি একা জেগে থাকবে? Susanta will relieve you.

শীলা। তারও শরীরটা ভালো নেই।

বিক্রমাদিত্য। তাহলে আমাকেই থাকতে হয়। ওকি! চুপ! এদিকে সরে এস।

শীলাকে টানিয়া লইয়া একটা আলমারীর পাশে লুকাইল। জানালা দিয়া একটি মাথা দেখা দিল তারপর সমস্তটা দেহ। লোকটি জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কমলার বিছানার কাছে গেল, কমলাকে দেখিল, মুখ ঘুরাইয়া দেখিল দুয়ার খোলা রহিয়াছে। দৌড়াইয়া দুয়ারের কাছে গেল, দুয়ার বন্ধ করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময় বিক্রমাদিত্য ছুটিয়া গিয়া একটি রিভলবারের নল তাহার পিঠে লাগাইল।

দেখতে দাও! তুমি কে?

লোকটি ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

কে তুই!

নিরুপম। আমি রামকানাই কত্তা। কিন্তু তোমার হাতে ওডা কি!

বিক্রমাদিত্য। মাথা যখন উড়িয়ে দোব, তখন বুঝতে পারবি এটা কি।

নিরুপম। আবারো উড়তি হবে? এই ত পরীতে উড়োয়ে আনল। আবার তুমি ওই নল চালান দিয়ে উড়োয়ে দিতে চাও? দ্যাও। ডাঙ্গায় চরে বেড়াবার চেয়ে আকাশে ওড়া ভালো। দ্যাও উড়োয়ে।

বিক্রমাদিত্য। এখানে কেন এসেচিস তাই বল্।

নিরুপম। আমি কি জানি যে কব? উড়োয়ে আনল, আলাম। তুমি উড়োয়ে দেবা, ছ্যাও।

বিক্রমাদিত্য। চালাকী চলবে না। ওই মেয়েটিকে তুই চিনিস!

নিরুপম। ওডাত একটা পরী। ঘুম পরী হতে পারে।

বিক্রমাদিত্য। বাঘের ঘরে তুমি ঘোগ এসেচ! দাঁড়াও! দেখি তুমি কতবড় বজ্জাত। Sister!

শীলা। Yes doctor!

বিক্রমাদিত্য। My drug! তাড়াতাড়ি তৈরী করে দাও।

নিরুপম। ও আবার কি! আর একটা নল। সত্যিই নলচালান দিয়ে উড়োয়ে দেবা নাকি!

বিক্রমাদিত্য। এটা তোমার গায়ে বিঁধিয়ে দিলে কি হবে জান?

নিরুপম। মানুষ আছি ফানুষ হয়ে উড়ে যাব?

বিক্রমাদিত্য। ঠিক তার উল্টো।

নিরুপম। পাতাল প্রবেশ হবে?

বিক্রমাদিত্য। হাত-পা নাড়তে পারবে না, জিভ আড়ষ্ট হয়ে যাবে, চোখের পাতা পড়বে না।

নিরুপম। ওই করেই বুঝি পরীডারে ঘুম পাড়ায়ে রাইছো? তোমার নল-চালাবার বাহাদুরী আছে। রূপকথার সোণার কাঠি আর রূপোর কাঠি যা করতো, তোমার ওই নলও দেখ্‌তেছি তাই করে। বেশ নল, খাসা নল, চমৎকার নল! হা, হা, হা।

কমলা হাসি শুনিয়া ধড়মড় করিয়া উঠিয়া পড়িল।

কমলা। নিরুপমদা ! নিরুপমদা !

বিক্রমাদিত্য। নিরুপম ! নিরুপম ! I have found you at last.

কমলা। নিরুপমদা !

বিছানা হইতে নামিল।

বিক্রমাদিত্য। সিষ্টার !

শীলা বাঁ হাত হইতে রিভলবার লইল। বিক্রমাদিত্য রাম কানাইয়ের গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে দরজার সহিত চাপিয়া ধরিল এবং ডান হাত দিয়া সিরিঞ্জটা বিঁধাইয়া দিল। রামকানাই বেদনা ব্যঞ্জক শব্দ করিল।

নিরুপম। আঃ আঃ !

বিক্রমাদিত্য। হাস এইবার !

নিরুপম। হাঃ-হাঃ-হাঃ-হাঃ !

কমলা। কে হাসে ! কে হাসে !

বিক্রমাদিত্য। দ্যাখ কে হাসে !

কমলা। এত নিরুপমদা নয়।

বিক্রমাদিত্য। নিরুপম নয় !

কমলা। না।

নিরুপম। হাঃ ! হাঃ ! হা-আ-আ।

হাসি শেষ করিতে পারিল না তাহার মুখ হাঁ করাই রহিল, চোখ অপলক যেন পাথরের মূর্ত্তি।

বিক্রমাদিত্য। ভাল করে দ্যাখ, এই নিরুপম কিনা।

কমলা। না, না। ও নয়। কিন্তু নিরুপমদা নিশ্চয় এসেচে। আমি তার হাসি শুনিচি। নিরুপমদা! নিরুপমদা! নিরুপমদা!

এদিকে ওদিকে ছুটোছুটি করিয়া এক যায়গায় স্থির হইয়া দাঁড়াইল।

তুমি কোথায়! কোথায় তুমি!

বলিতে বলিতে মেজয় লুটাইয়া পড়িল।

বিক্রমাদিত্য। যদি নিরুপম নয় তবে কে? তুমি কে? তুমি কে?

নিরুপমের মুখের উপর আলো আসিয়া পড়িল, মূর্ত্তির মত সে দাঁড়াইয়া আছে। বিক্রমাদিত্য হাতের সিরিঞ্জটা ফেলিয়া দিয়া দুইহাতে তাহাকে ধরিয়া কহিল।

তুমি নিরুপম!

আড়ষ্টপ্রায় স্বরে কহিল।

নিরুপম। না-আ-আ—

বিক্রমাদিত্য। তুমিই নিরুপম।

নিরুপম। ন্-অ্-অ্-অ্—

বিক্রমাদিত্য। নিরুপম নও?

নিরুপম। অ্-অ্-অ্-অ্।

বিক্রমাদিত্য। তবে কে? কে? কে তুমি?

নিরুপম সাড়া দিলনা। দ্রুত যবনিকা পড়িল।

তৃতীয় অঙ্ক

১ ডক্টর বিক্রমাদিত্য রয়ের চেম্বার। ডক্টর রয় উত্তেজিত অবস্থায় কাগজপত্র নাড়া-চাড়া করিতেছেন। সুশান্ত আর শীলা কাছে দাঁড়াইয়া আছে।

সুশান্ত। কাল কমলার ওরকম হোলো কেন, তা বোঝা দরকার।

বিক্রমাদিত্য। তুমি ডাক্তার। পেশেণ্ট রয়েচে তোমার চার্জ্জে। বোঝবার যা তোমাকেই বুঝতে হবে।

সুশান্ত। তার বাঁ হাতের একটা জায়গায় পাংক্‌চারের দাগ দেখলুম।

বিক্রমাদিত্য। দেখে কি মনে হোলো ?

সুশান্ত। মনে হ'ল কেউ সাবকিউটেনিয়াস্‌ ইন্‌জেকশন করেচে।

বিক্রমাদিত্য স্থির হইয়া তাহার দিকে চাহিল।

বিক্রমাদিত্য। কে করেচে বলে তোমার মনে হয় ?

সুশান্ত। আমি ডিটেক্‌টিভ নই।

বিক্রমাদিত্য। আমি বলব কে করেচে ?

উঠিয়া দাঁড়াইল।

সুশান্ত। বলুন।

বিক্রমাদিত্য। তুমি!

সুশান্ত। আমি!

বিক্রমাদিত্য তাহার কলার চাপিয়া ধরিল।

বিক্রমাদিত্য। কাম্, লেট আস হ্যাভ দি ট্রুথ্, হোল ট্রুথ!

সুশান্ত। আমি করিনি। আমি ডাক্তার। রুগীকে ভালো করে তোলা আমার ধর্ম্ম, তার ক্ষতি করা অধর্ম্ম। জীবনে আমি অধর্ম্মের আশ্রয় নিইনি, কোন দিন নোবওনা।

বিক্রমাদিত্য। আমি তোমাকে পুলিশে দোব।

শীলা। ডাক্তার!

বিক্রমাদিত্য। তুমি জাননা শীলা, কাল রাতেই ও আমাকে বলেচে কমলাকে এখন ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। কেমন, বলেছিলে কিনা?

সুশান্ত। বলেছিলুম।

বিক্রমাদিত্য। কমলা এখান থেকে চলে গেলে তার জীবন বিপন্ন হবে এ-কথাও বলেছিলে কিনা?

সুশান্ত। বলেছিলুম।

বিক্রমাদিত্য। পাছে তাতেও আমরা তাকে যেতে দি, অথবা মিসেস ডাট্ তাকে নিয়ে যান, সেই জন্যে তুমি এ-কাজ করেচ।

সুশান্ত। আমি অতবড় পাষণ্ড নই।

বিক্রমাদিত্য। পাষণ্ড হয়ত নয়, কিন্তু পাগল। প্রণয় মানুষকে পাগল করে তোলো।

শীলার দিকে ফিরিয়া কহিল :

করেনা শীলা ?

শীলা। আমি কতদিন ওকে স্মরণ করিয়ে দিয়েচি পেশেণ্টের সেবা ভালো, কিন্তু তার প্রেমে পাগল হওয়া ভালো নয়। ও শোনেনি। যার বুকে মাথা রেখে গান গাইতে পারে, তার জীবনকে এমন করে বিপন্ন করতে পারে ও! অমানুষের কাজে গুরুকেও এত পিছনে ও ফেলে রাখতে পারবে, আমি ভাবিনি।

সুশান্ত। আমার রেজিগ্‌নেশন সম্বন্ধে কি ঠিক করলেন ?

বিক্রমাদিত্য। Resign yourself to your fate, youngman. আমার হাতে এসে পড়েচ, কলের পুতুলের মত আমার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সব কাজ করে যাও। বেঁকে দাঁড়াও ত বেগ পাবে।

সুশান্ত। আমি এখানে আর কাজ করবনা।

বিক্রমাদিত্য। এখানে একবার যে ঢোকে আর বেরুতে পারেনা। আমি বেরুতে দিই না। Shall I ring up the police ?

টেলিফোন তুলিল।

সুশান্ত। জেলে পচতে হয় তাও ভাল, তবু এ নরকে আমি থাকবনা।

বিক্রমাদিত্য। কিন্তু কমলা থাকবে, আমার হাতের মুঠোর ভিতর।

টেলিফোন করিতে উদ্যত হইল। শীলা তাহাতে বাধা দিল।

শীলা। আজ থাক ডাক্তার। ওকে ভাবতে সময় দাও। অনেকদিন আমাদের সঙ্গে রয়েচে।

ডাক্তার তাহার মুখের দিকে কিছুকাল চাহিয়া রহিল।

বিক্রমাদিত্য। সঙ্গে রয়েচে বলচ কি! ওকে লেখা পড়া শিখিয়েচি, মানুষ করে তুলেচি, আর এই তার প্রতিদান!

টেলিফোন রাখিয়া দিল।

তবু, তবুও আমি তোমারই অনুরোধ রাখলুম শীলা। নিজের কথা ভেবে গ্যাখ, কমলার কথা ভেবে দেখ, তারপর তোমার কর্ত্তব্য স্থির কোরো যাও।

সুশান্ত চুপ করিয়া কিছুকাল দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

শীলা। মানুষকে এমন বিপদেও তুমি ফেলতে পার।

বিক্রমাদিত্য। মানে?

শীলা। ইনজেকশান তুমি নিজে দিয়েছিলে।

বিক্রমাদিত্য। সাবধান শীলা!

শীলা। কাল যে লোকটাকে তুমি ইন্‌জেকশন দিলে তার সিমটমের সঙ্গে কমলার সিমটমের আশ্চর্য্য মিল দেখলুম। একই ওষুধের প্রতিক্রিয়া।

বিক্রমাদিত্য। আমি সে ওষুধ পেলুম কোথায় জান?

শীলা। তোমার যা প্রয়োজন, চিরদিনই তা তুমি বিনা আয়াসে সংগ্রহ করেচ। পৃথিবীতে তোমার অপ্রাপ্য কিছুই নেই।

বিক্রমাদিত্য। শুধু মনের মত একটি সঙ্গিনী পেলুমনা।

শীলা। পেয়েচ, কিন্তু তাদের মর্য্যাদা দিতে পারনি।

বিক্রমাদিত্য। কেন মর্য্যাদা দিইনি তাও ভেবে দেখ।

শীলা। তুমিই বল।

বিক্রমাদিত্য। এমন নারীর সন্ধান পাইনি যে শক্তিতে বুদ্ধিতে কর্ম্মতৎপরতায় আমার সমকক্ষ। তোমার মত মেয়েছেলেকে নিয়ে দিন কত খেলা করা যায়, জীবনের সঙ্গিনী করা যায়না।

শীলা। সারা জীবন যা খুঁজে বেরিয়েচ, এইবার ত তার সন্ধান পেয়েচ!

বিক্রমাদিত্য। কার কথা বলতে চাও?

শীলা। কমলার কাকীমা, মিসেস ডাট।

বিক্রমাদিত্য। I must say, Shiela, you are wonderfully clever. তুমি ঠিক ধরেচ, মিসেস ডাট্ বাংলদেশে জুটি নেই।

শীলা। বাংলায় বিক্রমাদিত্য ডাক্তারও অদ্বিতীয় পুরুষ।

বিক্রমাদিত্য। I am flattered, Shiela! এখন শোন ওষুধ কোথায় পেলুম। কাল কমলাকে তুমি বাগান থেকে নিয়ে আসবার পর আমি সুশান্তকে পরীক্ষা করবার জন্য কটা কথা বলে এলুম। লক্ষ্য করলুম দুশ্চিন্তায় ওর মুখখানা কালো হয়ে উঠেচে। ওকে আমি watch করতে লাগলুম। দেখলুম ডিসপেন্সারীতে গিয়ে অনেক ভেবে চিন্তে সিরিঞ্জে একটা ওষুধ ভরল। কাঁচা বুদ্ধি তাই ampuleটা টেবিলে ফেলে রেখে গেল। সেটা আমি তুলে নিলুম। তুমি যখন কমলার অসুখের খবর প্রথম দিলে, তখনই আমার সন্দেহ হোলো। আমিও সেই ওষুধের আর

একটা ampule নিয়ে সিরিঞ্জে ভরে effect দেখবার জন্য তোমারি খোঁজে বার হলুম।

শীলা। আমার খোঁজে!

বিক্রমাদিত্য। আমার অনেক অত্যাচার তুমি সয়েচ, এটাও সইবে আমার বিশ্বাস ছিল। I wanted to make an experiment on you.

শীলা। ওই ওষুধ তুমি আমার গায়ে ভরে দিতে!

বিক্রমাদিত্য। রামকানাই ব্যাটা না এলে তাই দিতে হোত।

শীলা। ওই রকম অসাড় হয়ে যেতুম আমি!

বিক্রমাদিত্য। মাত্র ঘণ্টা দুয়ের জন্য। দু'ঘণ্টা পরে অনায়াসে তুমি জ্ঞান ফিরে পেতে, শুধু নার্ভাস সিষ্টেমটা একটু ঢিলে হয়ে থাকত।

শীলা। এমন সহজভাবে কথাগুলো তুমি বলতে পারচ!

বিক্রমাদিত্য। নইলে এমন সহজভাবেই কি এই কুৎসিৎ জীবন মেনে নিতে পারতুম!

ড্রয়ার হইতে সিরিঞ্জ বাহির করিয়া।

তোমরা ভয় পাও, দেখলে তোমরা আঁতকে ওঠ; কিন্তু আমার কাছে এ হচ্ছে সঞ্জিবনী সুধা।

নিজের দেহে বিঁধাইতে গেল।

শিরায় শিরায় নব-জীবন-প্রবাহ বহিয়ে দেয়।

শীলা তাহার হাত ধরিল

শীলা। আদিত্য!

বিক্রমাদিত্য তাহার দিকে চাহিল।

বিক্রমাদিত্য। আদিত্য! কতদিন পরে ওই নামে তুমি ডাকলে!

শীলা। এ অভ্যাস তুমি ছাড়।

বিক্রমাদিত্য। যদি ছাড়ি, পৃথিবী ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। সে সদিচ্ছা আমার নেই।

শীলা। কিন্তু জীবন যে দুর্ব্বহ হয়ে উঠেচে ডাক্তার। এতবড় পৃথিবীতে এতটুকু জায়গা কি আমরা পাবনা যেখানে আমরা দুটিতে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে পারি?

বিক্রমাদিত্য। শান্তির মোহ আর নেই শীলা। আমার অন্তরে উল্কার জ্বালা; তাই নিজে পুড়ি, অন্যকে পোড়াই, পৃথিবীকে পুড়িয়ে দিতে চাই! তুমি পারচ না আমার সঙ্গে চলতে। তোমার অতীত তোমায় হাতছানি দিয়ে ডাকচে! কিন্তু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? ওরা পায়ের তলা থেকে কাঠের পাটাতন সরিয়ে নেয়, আর গলায় লাগে ফাঁস। আমরা লাথি মেরে সেই পাটাতন সরিয়ে দিয়েচি, নীচে গর্ত্ত আর গলায় ফাঁস।

সিধু প্রবেশ করিল।

সিধু। খাসা আছ ডাক্তার। যখুনি আসি দেখি মেয়েছেলে নিয়ে রং-তামাসা চালাচ্ছ, রুগীগুলো যে সব পাগল হয়ে গেল তা দেখচ না।

শীলা তাহার দিকে ফিরিল

আরে! সাবাস, ডাক্তার, সাবাস! একেবারে পরী বানিয়ে দিয়েচ ডাক্তার।

বিক্রমাদিত্য। আঃ সিধু!

সিধু। আমাকে ফাঁকি দিতে পারবে না বাবা। রেঙ্গুনে এই পরীর কত ঢং দেখিছি। কি গো মেয়েমানুষ সায় দাও।

শীলা মুখ ফিরাইল।

তুমি দেখচি মগের রাজ্যি ছেড়ে বাংলায় এসে একেবারে কুলীন কন্তে হয়ে উঠ্‌লে। তোমাদের চিন্তে পারা দায়। লোমস্কার, বাবা, লোমস্কার।

বিক্রমাদিত্য। যখন তখন এসে এমন বিরক্ত কর······

সিধু। যখুনি আসব, তখুনি তুমি মেয়েছেলে নিয়ে আছ, সোময় আর দাও কখন, বল। আমার কাম-কাজ দাও, ট্যাকা যোগাও, বিরক্ত কোরবনা। আর বিবি যদি······

শীলা। Shut up you rouge !

সিধু। ও রোগ-শোকের ধার আমি ধারিনা। দেড়সের চালের ভাত কলাই দাল আর নেবু দিয়ে দশ গরাসে ফিনস্‌ করে দি, বাবা।

বাহির হইতে কুন্তলা কহিল।

কুন্তলা। May we come in ?

বিক্রমাদিত্য। Welcome, welcome, Mrs. Dutt.

দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল। কুন্তলার সহিত মণিমালা প্রবেশ করিল।

কুন্তলা। আমার বোন মিসেস মণিমালা দে।

বিক্রমাদিত্য। Charmed to meet you, madam.

কুন্তলা। ডক্টর বিক্রমাদিত্য রয়, সিষ্টার শীলা।

সিধু। আর আমার নাম সিধু গয়লা, মা-লক্ষ্মী।

বিক্রমাদিত্য। বসুন! বসুন!

কুন্তলা ও মণিমালার বসিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

সিধু। দ্যাখ বিবি, চেয়ে দ্যাখ, তোমার সাথে মা-লক্ষ্মীদের তফাৎ কোথায়। সতী লক্ষ্মীর তেজ ঠিকরে বার হচ্ছে, আর তোমার······

শীলা। এম্নি করে আমার অপমান করাবার অর্থ কি?

বিক্রমাদিত্য। কে তোমার অপমান করল শীলা!

শীলা। ও যা বল্লে, চেঁচিয়েই বল্লে। সতী লক্ষ্মী! খুব সতীপণা দেখাচ্ছেন সব।

বেগে বাহির হইয়া গেল। মণিমালা মাথা নীচু করিল। কুন্তলা বিক্রমাদিত্যের দিকে চাহিল। বিক্রমাদিত্য সিচুয়েশনটা চাপা দিবার জন্য কহিল :

বিক্রমাদিত্য। অনেকগুলো পাগল নার্স করতে করতে শীলার মাথাটাও একটু খারাপ হয়ে উঠেচে, দেখচি।

সিধু। আরে তুমি বোঝনি ডাক্তার। পরী বানিয়েই ওর মাথাটা তুমি বিগড়ে দিলে। যেমন মেয়েছেলে, তাকে তেমন রাখতে হয়।

বিক্রমাদিত্য। সিধু, এঁদের সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

সিধু। বেশ লোক আছ বাবা। আমি এনু আগে, তুমি গ্রাহ্যিই করলে না আর পরে যারা এল তাদের সঙ্গে আগে কথা কইবার জন্যে হাঁক-পাক করচ তুমি। ডাক্তারখানা তুলে দিয়ে হেঁসেল-ঘর বানাতে চাও নাকি?

কুন্তলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল :

কুন্তলা। আমরা ওয়েটিং-রুমে গিয়ে বসচি।

মণিমালাও উঠিল।

সিধু। তোমরা যেয়োনি মা-লক্ষ্মী। তোমাদের সেখানে বসা ভালো নয়। দশরকম লোক বসে আছে (চাপাগলায়) দশরকম তাদের রোগ। তোমরা সেখানে যেয়োনি। ডাক্তারকে আমি দশবার শালা বলতে পারি, ওই পরীটাকেও বলতে পারি শালী, কিন্তু তোমাদের, মা-লক্ষ্মী, তোমাদের ছিচরণের ধূলো গয়লার ছেলে আমি জিভ দিয়ে চেটে তুল্‌তে পারি। বলি, কাম-কাজের কি হোলো ডাক্তর ?

বিক্রমাদিত্য। কাজ তোমার জন্যে ঠিক করে রেখেচি।

সিধু। বাঁচালে বাবা, বাঁচালে! বল কি করতে হবে।

বিক্রমাদিত্য। একটি রুগীকে চোখে চোখে রাখতে হবে।

সিধু। আরে দূর! সে ত মেয়েছেলের কাজ রে বাবা! রেঙ্গুণে যে কাজ দিতে!

বিক্রমাদিত্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই। তিন নম্বর ঘরে রয়েচে।

সিধু। ও নম্বর-টম্বর আমি দেখে নিতে পারবনি বাবা। তুমি চল দেখে দেবে, কাজে মোতায়েন করে দেবে।

বিক্রমাদিত্য। বেশ তাই চল। এক মিনিট মিসেস ডাট্‌, এক মিনিট ম্যাডাম।

তাহারা ঘরের বাহির হইয়া গেল।

কুন্তলা। এখনো ভেবে দেখ মণি। যায়গাটা ভালো নয়, লোকটি শয়তান।

মণিমালা। শয়তান আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

কুন্তলা। আমার কিন্তু বড় ভয় হচ্ছে!

মণিমালা। নিরুপম কিছু করতে পারবে না, আমরাও যদি ভয়ে ভেঙ্গে পড়ি, তাহলে কমলার কি হবে?

কুন্তলা। কমলা যাবে, আমিও যাব আমার পাপের ফলে। কিন্তু তুই? তুই কেন মণিমালা, তুই কেন নেবে আসবি এই নরকে?

মণিমালাকে জড়াইয়া ধরিল।

মণিমালা। কেন?

কুন্তলা। হাঁ, কেন?

মণিমালা কুন্তলার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর তাহার চিবুক ধরিয়া কহিল:

মণিমালা। আমার এই বোনটিকে দুর্গতি থেকে বাঁচাতে।

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। একটি ঘরে বেডের উপর নিরুপম বসিয়া আছে। বাইরে দুয়ারের তালা খুলিবার শব্দ হইল। নিরুপম তাই তাড়াতাড়ি শুইয়া পড়িল। বিক্রমাদিত্য ও সিধু প্রবেশ করিল। সিধু ও বিক্রমাদিত্য দুইজনে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে দেখিতে লাগিল।

সিধু। একি! এ যে মুর্দ্দা আছে রে বাবা।

বিক্রমাদিত্য নিরুপমকে নাড়া দিয়া কহিল ঃ

বিক্রমাদিত্য। রামকানাই! ওহে রামকানাই!

নিরুপম ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল।

নিরুপম। আজ্ঞে কত্তা বলেন কি।

বিক্রমাদিত্য। কেমন আছ তুমি।

নিরুপম। যেমন তুমি রেখেচ কত্তা।

বিক্রমাদিত্য। মাথা ঘুরচে?

নিরুপম। মাথা? তা ঘুরতিছে।

বিক্রমাদিত্য। হাত-পা নাড়তে কষ্ট হচ্ছে?

রামকানাই হাত-পা নাড়িয়া দেখিল।

নিরুপম। তা হচ্ছে।

বিক্রমাদিত্য। খুব ভয় হয়েচে?

নিরুপম। হয়েচে!

বিক্রমাদিত্য। ভয় নেই। এই লোকটি তোমায় দেখা-শুনো করবে, ঠিক সময় খেতে দেবে। যা দরকার তাই দেবে।

নিরুপম। কত্তা!

বিক্রমাদিত্য। বল!

নিরুপম। কোথায় এয়েচি কত্তা?

বিক্রমাদিত্য। যেখানে আসতে চেয়েছিলে কত্তা।

নিরুপম। এটা কি বিক্রম ডাক্তারের বাড়ী?

বিক্রমাদিত্য। সবই ত জান, ন্যাকামো করচ কেন?

নিরুপম। আপনার নামডা কি কত্তা ?

বিক্রমাদিত্য। আমায় চেন, আর আমার নাম জাননা ?

নিরুপম। আপনি বিক্রম ডাক্তর। পেন্নাম হই।

বিক্রমাদিত্য। তা হও, কিন্তু তুমি লোকটি কে বলত !

নিরুপম। আমারে রতন ডাক্তরবাবু পাঠায়েচেন, চিঠি আছে কত্তা।

কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠি বাহির করিয়া দিল।
বিক্রমাদিত্য চিঠি পড়িয়া কহিল।

বিক্রমাদিত্য। তাইত ! তুমি দেখচি সত্যই রুগী।

নিরুপম। রোগের বিত্তান্তটা শোনেন কত্তা।

বিক্রমাদিত্য। এখন নয়, পরে। দেখি, তোমার জন্যে কি করতে পারি। সিধু, এর খবরদারি করবার দরকার নেই। চল।

সিধু। তুমি এগিয়ে যাও ডাক্তর। এ শালার কথা আমার বেশ মিঠে লাগচে। বসে বসে শুনি।

রামকানাই হো হো করিয়া হাসিতে
লাগিল।

হাসচিস কেনে রে শালা।

নিরুপম। মিঠে লাগতিছে, তোমার কথাও আমার বেশ মিঠে লাগতিছে।

রামকানাই আবার হাসিতে লাগিল। বিক্রমাদিত্য
চলিয়া গেল।

সিধু। আরে! এ শালা পাগল আছে। থাম্ থাম্ শালা থাম! নইলে মারব রদ্দা!

বাহু তুলিল।

নিরুপম। ক্ষ্যামা দাও কত্তা, ক্ষ্যামা দাও, গো-বধ হবে।

সিধু। আচ্ছা, মারলুম না। এবার বল কি রোগ তোর?

নিরুপম। আর রোগের কথা কব কি কত্তা! রাত হলেই মোনে লয় পরী আমায় হাতছানি দিয়ে ডাকতিছে।

সিধু। পরী!

নিরুপম। হয় কত্তা, ডানাওলা পরী!

সিধু। পরী!

নিরুপম। হয় কত্তা।

সিধু। বেছে বেছে ঠিক যায়গায় ত এসেছিস শালা। পরী এখানে আছে।

নিরুপম। আছে! আমারে একবার দেখাও কত্তা, তোমার দুডো পায়ে ধরি আমারে ছাখাও।

উঠিয়া সিধুর পায় পড়িল।

সিধু। ওঠ! ওঠ্‌বে শালা!

রামকানাই উঠিয়া কহিল।

নিরুপম। আমারে দেখাও কত্তা। না দেখালি তোমার পায়ে মাথা ঠুকে মরব কত্তা।

সিধু। দেখবি পরী ?

নিরুপম। দ্যাখব।

সিধু। কি দিবি আমায় ?

নিরুপম। তুমি যা চাও কত্তা।

সিধু। কত টাকা দিতে পারবি ?

নিরুপম। তা দু'তিন কুড়ি দিতে পারব।

সিধু। দে তবে।

নিরুপম। হয়! আমি তেমন বোকা কিনা। আগে তোমারে টাকা দি, পরে তুমি আমারে পরী না দেখায়ে পাকাকলা দেখাও।

সিধু। আচ্ছা, আগেই তোকে পরী দেখাব। কিন্তু জানিস শালা টাকা না দিলে তোর মাথা ভেঙে দোব।

নিরুপম। তা তুমি দিয়ো কত্তা।

সিধু। আচ্ছা পরী তোকে নির্ঘাত দেখাবো।

নিরুপম। দ্যাখবো ?

সিধু। শালা একশবার এক কথা বল্‌বি ত মেরে আমি হাড় ভেঙে দোব।

নিরুপম। পরী! ডানাওলা পরী! দুধি-আলতায় রঙ! নীল নয়ন!

সিধু। আরে! এ শালা কে রে!

নিরুপম। আমারে মাইরে ফ্যাল কত্তা মাইরে ফ্যাল! পরী দ্যাখব, পরী! ডানাওলা পরী! দুধি-আলতায় রঙ! নীল-নয়ন!

ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল, মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। বিক্রমাদিত্যের চেম্বার, বিক্রমাদিত্য, কুন্তলা ও মণিমালা।

৩

বিক্রমাদিত্য। আপনি তামাসা করচেন না ত?

কুন্তলা। না!

বিক্রমাদিত্য। নার্স হবেন! নার্সিং আপনার এত ভালো লাগে মিসেস দে?

মণিমালা। সব মেয়েই কি সেবাকে জীবনের সব চেয়ে বড় ধর্ম্ম বলে মনে করে না?

বিক্রমাদিত্য। আমার নার্সিং হোমের রুগীরা ধন্য হয়ে যাবে, আমার নিজেরই লোভ হবে রুগী হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে।

কুন্তলা। সে কি ডক্টর রয়?

বিক্রমাদিত্য। স্ফুরিত-যৌবনা, শুভ্রবসনা, সেবাপরায়নার স্নেহ-শীতল পরশ দেহ আর মন থেকে সকল ব্যথা দূর করে দেবে।

মণিমালা। তাহলে আপনি আমাকে কাজ দেবেন?

বিক্রমাদিত্য। নিশ্চয়।

কুন্তলা। কিন্তু ওকে ত সব শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে।

বিক্রমাদিত্য। তা হবে বৈকি! আর শুধু তাই নয়, পরীক্ষায় পাস দিতেও হবে।

মণিমালা। মাপ করবেন ডক্টর রয়, জীবনের পরীক্ষায় ফেল করিচি। আর পরীক্ষা দিতে পারব না।

কুন্তলা। জানলেন ডক্টর রয়, জীবনের পরীক্ষায় ওর মতো মেয়েকেও ফেল করে দেয় যে একজামিনার, তার মত নির্ম্মম আর কেউ নেই।

বিক্রমাদিত্য। সে একজামিনার নিশ্চয়ই অন্ধ!

কমলা। এখন শুনুন মিসেস ডাট্, কমলা হঠাৎ অসুস্থা হয়ে পড়েছিল।

কুন্তলা। পড়েছিল! এখন?

বিক্রমাদিত্য। এখন বেশ ভালোই আছে। এটা first attack. কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে······

কুন্তলা। Repeated attacks?

বিক্রমাদিত্য। Very probable! বড্ড ভয়ের কথা।

কুন্তলা। তাহলে কি হবে ডক্টর রয়?

বিক্রমাদিত্য। ভাবচেন কেন! আপনি যা চেয়েছিলেন, তাই হবে।

কুন্তলা। আমি চেয়েচি!

লাফাইয়া উঠিল।

আমি খারাপ কিছু চাইনি, কিছু চাইনি ডক্টর রয়।

বিক্রমাদিত্য। এঁর সাম্নে সব কথা বলতে পারি?

কুন্তলা বিস্ফারিত নয়নে মণিমালার দিকে চাহিল, তারপর ডাক্তারের দিকে দৃষ্টি ঘুরাইয়া কহিল :

কুন্তলা। না।

বিক্রমাদিত্য। তাহলে আমাকে আর provoke করবেন না।

বিক্রমাদিত্য বাহির হইয়া চলিয়া গেল। কুন্তলা সেইদিকে চাহিয়া বলিল।

কুন্তলা। এ হার্টলেস্, সোললেস্, সেলফিস্ ব্রুট!

মণিমালা। কমলা সম্বন্ধে ওর কাছে কি তুমি চেয়েছিলে?

কুন্তলা। সে কথা জান্তে চাসনা। তোর কাছে তা স্বীকার করে নিজেকে আর ছোট আমি করতে পারিনা, মণিমালা!

বলিয়া মণিমালার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেল। মণিমালা যেমন ছিল তেমনই দাঁড়াইয়া রহিল। শীলা প্রবেশ করিল। হাতে তাহার নার্সের ইউনিফর্ম্ম।

শীলা। আপনিই কি মিসেস ডে?

মণিমালা। হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে মণিমালা বলেই ডাক্‌বেন।

শীলা। আপনার জিনিষপত্র সব আপনার কোয়ার্টার্সে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েচে। এই আপনার ইউনিফর্ম্ম।

টেবিলের ওপর রাখিয়া চলিয়া গেল। কুন্তলা ছুটিয়া আসিয়া সেগুলো মেঝয় ফেলিয়া দিতে দিতে কহিল:

কুন্তলা। না, না, এ-সব ওর চাইনা, এখানে ও থাকবেনা। চল্ মণিমালা, এখানে আর নয়। কমলাকে নিয়ে এলুম, আর ফিরিয়ে নিতে পারলুমনা; তোকে রেখে যাই যদি, তোকেও ফিরে পাবনা।

মণিমালা। কমলাকে নিয়ে যাবার জন্যেই যে আমাকে এখানে থাকতে হবে ভাই।

কুন্তলা। যদি কোন বিপদে পড়িস?

মণিমালা। বিপদহারীকে ডাকব, তিনি রক্ষা করবেন। তুমি শান্ত হও।

৪

মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। নার্সিং হোমের সামের বাগান। রামকমল বেহালা বাজাইতেছে। কমলা ধীরে ধীরে তাহার কাছে গেল। তাহাকে দেখিয়া রামকমল বাজনা থামাইল।

কমলা। আপনি বেশ আছেন।

রামকমল। কেন, বলত!

কমলা। কোন ভাবনা নাই, চিন্তা নাই···

রামকমল। ভাবতে যখন বসি, তখন কূল-কিনারা পাইনা। তাই ভুলে থাকবার জন্যে ব্যায়লা বাজাই।

কমলা। আমি যদি বাজাতে পারতুম।

রামকমল। তুমি বাজাতে পারনা গাইতে ত পার।

কমলা। রামকমল, তুই সেই 'অগ্নিবীণা' গানখানা গাও, আমি সঙ্গে গাইব।

গান

আমার অগ্নিবীণা মেঘের বীণা
দাও তুলে দাও হাতে!
শেষের গানটি শুনিয়ে যাব শেষের রাতে।
দীপক রাগের আগুন জেলে,
বর্ষা রাতের বেদন ঢেলে,
মিলিয়ে দেব গানটি আমার
ভাগ্য রাতের শেষ তারাতে।

দাও তুলে দাও হাতে আমার বীণা
প্রিয়ার মত হোক সে আমার
হিয়ার মাঝে লীনা !
গানের বেদন মিশুক আমার প্রাণের বেদনাতে।

সুশান্ত আপন মনে আসিতেছিল তাহাদিগকে দেখিয়া থমকাইয়া দাঁড়াইল।

সুশান্ত। তুমি দেখচি সাজা পাগল। দিব্য কাজ গুছিয়ে নিচ্ছ।

রামকমল। তুমিও ত বাপু সাজা মানুষ, আসলে You are a goat, a brainless bleating goat !

কমলা। An offspring of the old goat over there !

কমলা ও রামকমল। ব্যা ! ব্যা !

কমলা হাসিল, রামকমলও তাহাতে যোগ দিল। তাহারা থামিতেই সুশান্ত উচ্চস্বরে হাসিল। কমলা ছুটিয়া তাহার কাছে গেল।

কমলা। হাসলে তোমাকে এত ভালো দেখায়।

সুশান্ত। সত্যি !

কমলা। হ্যাঁ।

সুশান্ত। বল্লে, তাও ভাল।

কমলা। না, না, আর ও সুরে কথা কয়না। এস রামকমলের সঙ্গে তোমার ভাব করিয়ে দি। রামকমল, ডক্টর ডে লোক ভালো।

রামকমল। Only the kid has been spoilt by that old goat over there !

সুশান্ত। ফের তুই আমায় কিড্ বলচিস রাস্কেল!

রামকমল। নিজের ভালোমন্দ যে বোঝেনা, তাকে আর কি বলা যায়?

কমলা। রামকমল, তুমিই না বল ভাবনা নয়, চিন্তা নয়, কান্না নয়, ঝগড়া নয় শুধু হাসি আর আনন্দ নিয়েই থাকা উচিত।

রামকমল। বলি তাই। কিন্তু বোকারা যে বোঝেনা। তারা কোমর বেঁধেই আছে, কিছু বল্লেই তেড়ে আসে। Silly goats!

কমলা। আঃ রামকমল! তুমি বাজাও, আমরা গান গাইব।

রামকমল। O. K. start!

সুশান্ত। না, আমি তোমায় গান গাইতে দোবনা।

কমলা। কেন?

সুশান্ত। ওর ডিরেকশনে গান গাইবে তুমি! একটা লোফারের?

রামকমল বেহালাটা নামাইয়া সরিয়া গেল।

কমলা। রামকমল, তুমি রাগ কোরোনা!

রামকমলের দিকে অগ্রসর হইল।

সুশান্ত। রামকমল তুমি রাগ কোরোনা! বলিহারী Choice তোমার!

কমলা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল।

কমলা। Choice!

সুশান্ত। বুঝিনা কিছু ভেবেচ! রামকমল শোন, রামকমল বাজাও, রামকমল ডিরেকশন দাও আমি গান গাই!

কমলা ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া কহিল :

কমলা। তোমার লাগে কেন ?

সুশান্ত। তোমার ওই রামকমলকে আমি দেখে নোব।

কমলা। ওকে তুমি মারবে !

সুশান্ত। এমন অবস্থা করে দোব যে ও কথা কইতে পারবেনা, বাজাতে পারবেনা, নড়তেও পারবেনা, পাষাণ হয়ে পড়ে থাকবে।

কমলা আর্ত্তনাদ করিয়া বলিল :

কমলা। উঃ! তা হলে সে তুমি !

ভয়ে সে পিছাইয়া যাইতে লাগিল। সুশান্ত তাহার দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কহিল :

সুশান্ত। আমি কি !

কমলা। আমাকে ওই দুরবস্থায় তুমিই ফেলেছিলে !

সুশান্ত। না, না, আমি নই।

কমলা। সিষ্টার বলেছে দু'তিন ঘণ্টা আমিও ওইভাবে পড়েছিলুম। সে তোমার কাজ! তোমার !

সুশান্ত। না, না, আমি তা করিনি। বিশ্বাস কর আমার কোন খারাপ অভিসন্ধি ছিল না।

কমলা। তুমি আমাকে ছুঁয়োনা। ছুঁয়োনা, আমার ভয় হচ্চে। রামকমল! রামকমল !

সুশান্ত চীৎকার করিয়া উঠিল।

সুশান্ত। রামকমল! এখনও রামকমল! বেশ থাক ওই রাম-কমলেরই কাছে

বেগে চলিয়া গেল। রামকমল কমলাকে ধরিয়া কহিল :

রামকমল। চলে গেছে, কমলা, ও চলে গেছে।

কমলা। উঃ! কি ভয়ানক লোক ওরা। ওষুধ দিয়ে ওরা মানুষকে অসাড় করে ফেলতে পারে। তাহলে খুনও ত করতে পারে!

রামকমল। বিক্রমাদিত্য পারে, সুশান্ত পারে না।

কমলা। একই দলের লোক ওরা, ওদের একই মনোভাব।

রামকমল। সুশান্ত লোক ভালো। কিন্তু কাচপোকা যেমন করে ত্যালাপোকাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, বিক্রমাদিত্যও তেম্নি করে ওকে আচ্ছন্ন করে রেখেচে। সুশান্তর ওপর তুমি রাগ কোরোনা।

কমলা। তুমি বলচ এই কথা! ও তোমাকে এত গাল দেয়।

রামকমল। তা দিক। ওকে দয়া কোরো!

কমলা। ও কেন ভুল বোঝে!

রামকমল। চোখঢাকা বলদের মতো কেবল ঘুরেই মরচে! ভয় নেই, ওকে আমি বাঁচাব।

কমলা। তুমি!

রামকলল। হ্যাঁ, দেখে নিয়ো; কিন্তু ওই বিক্রমাদিত্যকে নয়, নিশ্চয়ই নয়!

যেন তাহাকে পায়ে দলিতে দলিতে সে অগ্রসর হইল। মঞ্চ ঘুরিয়া গেল। মেঝয় বসিয়া সিধু আর রামকানাই ঘুঁটি দিয়া জুয়া খেলিতেছিল।

৫

সিধু। দে, শালা, দে। আর আমি খেলবনি। দু টাকা দশ আনা দিয়ে দে, মাল লিয়ে আসি।

নিরুপম। ও মাল আনবা! তুমি বুঝি দোকানদার!

সিধু। আরে বেকুব শালা মাল কাকে বলে জানিসনি?

নিরুপম। এই চাল, ডাল, গুড়, তামাক, দোকানীরা যা রাখে।

সিধু। আরে এটা কেরে!

নিরুপম। আজ্ঞে আমি রামকানাই, বাপের নাম……

সিধু। আরে থাম, থাম, বাপের নাম দুদিনেই ভুলে যাবি। পড়ে থাক ওই খাটিয়ায়, আমি চল্লুম এখন, মাল চাই, মাল।

সিধু চলিয়া গেল। নিরুপম দাঁড়াইয়া আড় ভাঙিল। সিধু ফিরিয়া আসিল।

এই শ্যালা পরী দেখবি!

নিরুপম। হয়, হয়, দ্যাখব কত্তা। দ্যাখব।

সিধু। সবুর কর।

আবার বাহিরে গেল। নিরুপম খাটের কোণের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। বাহিরে সিধুর কণ্ঠস্বর।

এই ঘরে! বড্ড অসুখ!

পথ দেখাইয়া মণিমালাকে লইয়া প্রবেশ করিল। তাহাকে আগাইয়া দিয়া সিধু দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল।

সিধু। কিরে শালা! অমন করে দেখচিস কি! গিলে খাবি নাকি!

নিরুপম। আমি পাগল! পাগল! তোরে কামড়ায়ে দোব রে শ্যালা, কামড়ায়ে দোব।

নিরুপম সিধুকে তাড়া করিল। সিধু দৌড়াইয়া পালাইয়া গেল। বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিল। নিরুপম দরজায় কান দিয়া শুনিল, তারপর মণিমালার দিকে অগ্রসর হইল। মণিমালা ভয়ে পিছাইয়া যাইতে লাগিল নিরুপম তাহার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল।

নিরুপম। মণি দি!

মণিমালা। কে!

নিরুপম। চিন্তে পারচনা! আমি নিরুপম!

মণিমালা। কে চিনবে তোমায়!

নিরুপম। সত্যিই চিনলনা মণিদি। কমলা আমাকে চিন্তে পারলনা। পারলনা ভালোই হোলো। নইলে আত্মগোপন করে আমি থাকতে পারতুমনা।

মণিমালা। দেখলেই মনে হয় বদ্ধ পাগল।

নিরুপম। তাহলে বল ছদ্মবেশের ভিতর দিয়েও আমায় আসল রূপটি বেরিয়ে পড়েচে!

মণিমালা। আর কেউ না জানুক, আমিত জানি আমার এই ভাইটি সত্যিই পাগল।

নিরুপম। বোনটি সম্বন্ধে ও কথা বল্লে মিথ্যে বলা হয় না।

মণিমালা। প্রমাণ কিছু পাওয়া যায়নি, এই যা।

নিরুপম। প্রমাণ তোমার পোষাক।

মণিমালা। কোন পাগল কখনো এ পোষাক পরেনি।

নিরুপম। কিন্তু মণিদি, তুমি এখানে কেন?

মণিমালা। সেবাব্রতের প্রতি অনুরাগ। আমি যে এই নার্সিং হোমের নার্স।

নিরুপম। এতদিন ত বলনি।

মণিমালা। বলবার সুযোগ হয়নি। আজই দীক্ষা নিলুম কিনা।

নিরুপম। কাজটা ভালো করনি, মণিদি। যায়গাটা ভালো নয়, লোকগুলোও না।

মণিমালা। সেই জন্যেই ত দিন-রাত কমলকে চোখে চোখে রাখা দরকার। তুমি রইলে, আমি রইলুম, আর আমাদের ভয় কি!

নিরুপম। কিন্তু আরো যাঁরা রয়েচেন, তাদের কথা ভুলোনা। বিক্রম ডাক্তার, সিষ্টার শীলা, সুশান্ত, নিষ্ঠুরতায় কে যে বড় তা বলা শক্ত।

দরজায় শব্দ হইল। নিরুপম সেইদিকে চাহিয়া কহিল:

নিরুপম। Now, play the part of a nurse.

দৌড়াইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। মণিমালা তাহার শিয়রে বসিল। সুশান্ত প্রবেশ করিল, হাতে তাহার একটা রড। তাহার পিছনে শীলা এবং একটা বেয়ারা, তার হাতে চেন, হ্যাণ্ডকাফ,

সুশান্ত। আপনি এখানে কেন?

মণিমালা। একটি লোক আমাকে বল্লেন একটি রুগী অস্থির হয়ে পড়েচে, তাই…

শীলা। পোষাক পরতে না পরতেই সব কিছু শিখে ফেল্লেন!

মণিমালা। যাচ্ছিলুম, এই দিক দিয়ে, না এসে থাকতে পারলুম না।

সুশান্ত। আর কখনো এমন করবেন না। বিপদের ভয় আছে।

মণিমালা। বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, মাথায় হাত দিতেই চুপ করে শুয়ে রইল।

সুশান্ত। চলুন!

নিরুপম। না, যাবেনা; পরী যাবেনা!

সুশান্ত বেয়ারার হাত হইতে শেকল লইয়া

সুশান্ত। দেখচ! বেঁধে রাখব!

নিরুপম। না, না।

সুশান্ত। তবে চুপ করে শুয়ে থাক। চলুন, চলুন!

সকলে দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইল।

নিরুপম। পরীগো! আবার দেখা দিয়ো গো!

শীলা, মণিমালা চলিয়া গেল।

সুশান্ত। পরী আবার দেখলে কোথায় ?

নিরুপম। তুই তার বুঝবি কিরে বেয়াকুব !

পিছন হইতে রামকমল কহিল :

রামকমল। ভুল করলে ভায়া, বেকুব নয়, a bleating goat !

সুশান্ত। তুমি ! তুমি এখানে কেন ?

রামকমল। কেন বাবা, ও লোকটাত কমলা নয়।

সুশান্ত। শুনচনা ও পাগল !

রামকমল। সেই খবর পেয়েই ত এলুম। দেখি কোন relationship আছে কিনা।

সুশান্ত। তোমার যদি কোন বিপদ হয়, দায়ী হবে কে ?

রামকমল। স্বয়ং ভগবান বিরক্ত হয়ে দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েচেন, তা কাঁধে তুলে নেবার শক্তি কার থাকতে পারে। And after all we shan't be strange bed-fellows !

সুশান্ত। রট !

সুশান্ত চলিয়া গেল।

সুশান্ত চলিয়া যাইবার পর রামকমল নিরুপমের খাটের কাছে একটু আগাইয়া গেল।

রামকমল। তারপর, বলত হে, বাতুলচন্দর, তোমার পরিচয়টা একবার শুনি।

নিরুপম কাৎ হইয়া শুইয়া তাহাকে দেখিল।

Speak out man, speak out !

নিরুপম উঠিয়া রামকমলকে খাওয়া করিয়া কহিল :

নিরুপম। আমি পাগল! আমি পাগল!

রামকমল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

রামকমল। ও চালে চলবেনা বাবা, আর কিছু ঝাড়!

নিরুপম তাহার মুখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে কিছুকাল চাহিয়া রহিল।

নিরুপম। তুমি ভয় পালে না?

রামকমল। না। আমিও যে তোমারই মত পাগল।

নিরুপম। এখানে যারা আসে তারা সবাই কি পাগল?

রামকমল। শুধু এখানে নয়, সারা পৃথিবীতে যে-দিকে চাইবে, দেখবে পাগলের পাল।

নিরুপম। দূর! তুমি কি যে কও!

রামকমল। আমি ঠিক কথাই বলি। টাকার জন্যে, খ্যাতির জন্যে, প্রেমের জন্যে, প্রতিষ্ঠার জন্যে, যেমন সব পাগল হয়ে উঠেচে; তেমন আবার হিংসায়, দ্বেষে, পরশ্রীকাতরতায়, স্বার্থপরতায় মানুষ প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতি কাজে পাগলামো করচে।

নিরুপম। তোমারে পাগল কয় কেডা! তুমি পাগল হ'তে পারনা।

রামকমল। তুমিও না।

নিরুপম। তুমি এখানে কি কর?

রামকমল। খাই, দাই, ব্যায়লা বাজাই!

নিরুপম। বড় আরামে আছ ত!

রামকমল। তা আছি, এইবার তুমি বলত, ছদ্মবেশের আড়ালে আত্মগোপন করে এখানে এসেচ কোন মতলব নিয়ে !

নিরুপম। তুমি কও কি !

রামকমল। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। তুমি বুড়ো সেজেছ, কিন্তু তোমার চোখ, তোমার গলার স্বর আমায় বলে দিচ্ছে যৌবন তুমি আজও অতিক্রম করনি। তুমি যে ভাষায় কথা কইছ সে ভাষা তোমাকে কষ্ট করে বলতে হচ্ছে, অনেক ভুল হচ্ছে।

নিরুপম। তুমি কে !

রামকমল। ওই দ্যাখ, ভুল হোলো। বলতে হবে, তুমি কেডা ?

নিরুপম। Hang it ! Tell she who you are.

রামকমল। ব্যস ! ব্যস ! ব্যস ! মুখোস একেবারে খুলে গেল। বুঝতে পারচ, পুলিশের হাতে তোমাকে পড়তেই হবে।

নিরুপম। পড়লেও আমার সাজা হবে না !

রামকমল। ও ! তুমি তাহলে গোয়েন্দা ? A detective ? Amateur or professional বলত বাপধন ?

সিধু প্রবেশ করিল। রামকমলের পিঠে একটা চাপড় মারিয়া কহিল :

সিধু। হঠ বে, শালা, হঠ ! এস রামকালাই আর এক হাত বসা যাক্।

রামকমল। We will meet again my friend !

সিধু তাহাকে তাড়া দিয়া কহিল :

সিধু। যা না শালা বেরিয়ে !

রামকমল। ব্যা ! ব্যা !

জিভ বাহির করিয়া ভ্যাঙচাইয়া চলিয়া গেল।

সিধু। যত সব পাগলের মরণ হয়েচে। দে টাকা দে! পরী দেখানু, দে টাকা।

রামকানাই কথা কহিলনা, অগ্রসরও হইলনা। যেমন ছিল দাঁড়াইয়া রহিল।

কি রে শালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খোয়াব দেখচিস নাকি !

নিরুপম তবুও কথা কহিলনা।

আরে। এ শালার হোলো কি !

দ্যাখ। আমার সাথে চালাকী চলবে না। টাকা দিবি কিনা বল্। বল্ দিবি কিনা, টাকা! পরী দেখাবার টাকা!

ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। রামকানাই পিছনে হটিতে হটিতে কহিল :

নিরুপম। তোমার চোখ অমন করচে কেন !

মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল।

সিধু। কোন কথা লয়, টাকা! টাকা! আমার হকের টাকা!

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল, ডাক্তারের চেম্বার। বিক্রমাদিত্য ও কুন্তলা।

বিক্রমাদিত্য। টাকার জন্যেই এ-কাজ আমি করি। আর কিছু চাইনা, চাই শুধু টাকা!

কুন্তলা। আর টাকা আমি দিতে পারবনা।

বিক্রমাদিত্য। টাকা যদি দিতে না পার, জেলে যেতে হবে।

কুন্তলা। তাও যাব। তবু আর নীচে আমি নামতে পারবনা।

বিক্রমাদিত্য। নরকের দ্বারে দাঁড়িয়ে তুমি বলচ আর নীচে নামতে পারবেনা, কিন্তু জাননা একটি আঙ্গুল দিয়ে একান্ত অবহেলাভরে তোমাকে ঠেলে দোব আর তুমি গড় গড় করে নরকে নেমে যাবে। কেউ টেনে তুলতে পারবে না।

কুন্তলা। তুমি তা পার।

বিক্রমাদিত্য। তা পারি বলেইত এমন অসঙ্কোচে তা বলতেও পারি।

কুন্তলা। হৃদয় বলে কিছুই কি তোমার নেই?

বিক্রমাদিত্য। না।

কুন্তলা। এত টাকা নিলে, তবুও তোমার তৃপ্তি নেই! আরো চাও তুমি?

বিক্রমাদিত্য। আরো আমি চাই। কেন না খুব তাড়াতাড়ি আমাকে তল্পী-তল্পা গুটিয়ে এখান থেকে উঠে যেতে হবে। পুলিশ পিছু নিয়েচে, গোয়েন্দা ঘোরা-ফেরা করচে, আমি খবর পেয়েচি।

কুন্তলা। পুলিশ! গোয়েন্দা!

বাহির হইতে সিধু কহিল:

সিধু। ডাক্তার! ডাক্তার!

সিধু নিরুপমকে সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল, তাহার ছদ্মবেশ আর নাই।

এই শালা গোয়েন্দা আছে ডাক্তার।

কুন্তলা। নিরুপম!

বিক্রমাদিত্য। নিরুপম!

সিধু। নিরুপম লয় ডাক্তার, শালা গোয়েন্দা। এই দ্যাখ ওর গালের দাড়ী আমার হাতে। বল, রেঙ্গুণে এক ব্যাটা গোয়েন্দার যা দশা করেছিনু, তাই করি। এখানে সে রেঙ্গুনের নদী নাই, না থাকুক, মা গঙ্গা ত আছেন। বল থলেয় ভরে·········

রামকমল প্রবেশ করিল।

রামকমল। উহুঁ, উহুঁ, অত ভার বইতে পারবে না। খোঁটায় বেঁধে রাখ, কচি ঘাস খেতে দাও, লেট দি কিড্ গ্রেট ইনটু এ গোট।

সিধু। এই শালা দেখচি সবাইকে পাগল করে তুলবে।

কুন্তলা। ডক্টর রয়, ওকে ছেড়ে দিতে বলুন।

বিক্রমাদিত্য। আমার টাকা?

কুন্তলা। দোব।

বিক্রমাদিত্য। দাও, ওটাকে ছেড়ে সিধু।

সিধু। কিন্তু এ শালা গোয়েন্দা আছে।

রামকমল। তা ছাড়া কায়দায় ফেলে ওকে একটা রামছাগল করে তুলতে পারবে।

সিধু। রামছাগল কি আছেরে পাগলা?

রামকমল। তোমার ওই ডাক্তার মনিব যা আছেরে বাবা।

বিক্রমাদিত্য। মিসেস ডাট্।

কুন্তলা। বলুন ডক্টর রয়!

বিক্রমাদিত্য। ও গোয়েন্দা! ওকে আমরা ছেড়ে দোবনা।

কুন্তলা। গোয়েন্দা নয়। আর হলেই বা আপনার কি! আপনি ত কোন অন্যায় কাজ করেন নি!

রামকমল। পবিত্র সেবাব্রত নিয়ে পুণ্যসঞ্চয় করচেন !

বিক্রমাদিত্য। না, না, ওকে আমরা ছেড়ে দিতে পারিনা।

কুন্তলা। কেন পারবেন না? কি করেচেন উনি?

রামকমল। ছাগলও মনের আয়নায় নিজেকে মাঝে মাঝে দেখতে পেয়ে শিউরে ওঠে।

কুন্তলা। ছাগল!

রামকমল। Yes madam, that goat over there! বুড়ো হয়েচে। তা হোক্। বলির বাজনা বেজে উঠেচে, এ শুনতে পাচ্ছ?

বিক্রমাদিত্য। আর কতদিন তুমি আমাকে জ্বালাবে বলত।

রামকমল। যতদিন তোমাকে বলি দিতে না পারি।

সিধু। তুই কি কাপালিক আছিসরে শালা যে নরবলি দিবি।

রামকমল। Madam ওকে বিশ্বাস করবেন না, ও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।

বিক্রমাদিত্য। তুমি যেন পারবে!

রামকমল। আরো কিছু অন্যায় না করালে পারব।

বিক্রমাদিত্য। খুব যে চাটাং চাটাং বুলি ঝাড়চ!

সিধু। লাও শালার ব্যায়লাটা কেড়ে।

সিধু বেহালাটা কাড়িয়া লইল।

লাও ডাক্তার ভেঙ্গে ফ্যাল।

টেবিলের ওপর রাখিল।

রামকমল। না, না, ওটা ভেঙ্গো না।

সিধু। আরে যা শালা!

টেবিলের উপর একখানা বড় ছুরি পড়িয়া ছিল, বিক্রমাদিত্য তাহাই হাতে লইয়া বেহালার তারের উপর রাখিল।

রামকমল। কেটো না, কেটো না!

বিক্রমাদিত্য একটা তার কাটিয়া ফেলিল। তারটা যেন আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

আঃ!

বিক্রমাদিত্য পুনরায় আর একটা তার কাটিল, তার আর রামকমল আবার আর্ত্তনাদ করিল।

আঃ!

বিক্রমাদিত্য তৃতীয় তারটা কাটিতে তার আর্ত্তনাদ করিল, রামকমল দুই হাতে বুক চাপিয়া আর্ত্তনাদ করিল।

আ-আ-আ! আ!

বিক্রমাদিত্য ছুরিখানা লুকিতে লুকিতে কহিল :

চল সিধু, গোয়েন্দাটাকে ধরে নিয়ে চল।

কুন্তলা। কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ডক্টর রয় ?

বিক্রমাদিত্য। সেখানে আরো তীক্ষ্ণ অস্ত্র আছে, We must make him confess. চল সিধু !

বিক্রমাদিত্য অগ্রসর হইল।

সিধু। চল বে ! চল !

নিরুপমকে লইয়া সিধু চলিয়া গেল।

কুন্তলা। ডক্টর রয় ! ডক্টর রয় !

রামকমল বহুক্ষণ হইতে বেহালাটা দেখিতেছিল কুন্তলা তাহার দিকে ফিরিল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিল, ধীরে ধীরে কুন্তলা আসিল।

কুন্তলা। একি, তুমি কাঁদচ কেন !

রামকমল। ভাবচি ছেঁড়া তার কি জোড়া লাগেনা ! বলতে পার, ছেঁড়া তার কেন জোড়া যায়না ?

তারের ছিন্ন দিকটা হাতে লইয়া দেখিতে লাগিল, ধীরে ধীরে যবনিকা পড়িল।

চতুর্থ অঙ্ক

কুন্তলার বসিবার ঘর। তারিণী বসিয়া তামাক টানিতেছে আর কাগজ দেখিতেছে। ভৃত্য পরমানন্দ চা লইয়া আসিল। টিপয়ের ওপর চায়ের পেয়ালা রাখিল।

তারিণী। তোর মাকে ডেকে দে।

পরমানন্দ চা ঢালিতে লাগিল।

আগেই চা ঢালচিস কেন, তোর মাকে পাঠিয়ে দে।

পরমানন্দ চায়ের পেয়ালা তাহার সামনে আগাইয়া দিল।

কথা কি বাবুর কাণে যাচ্ছে না?

পরমানন্দ। শুনচি ত বাবু।

তারিণী। শুনচ যদি, তবে যা বলচি তা করচ না কেন?

পরমানন্দ। আজ্ঞে কর্ত্তা……

তারিণী। আর কৈফিয়ৎ কাটতে হবে না। দয়া করে মাকে পাঠিয়ে দিন।

পরমানন্দ। যাই কর্ত্তা!

যেন অনিচ্ছাসত্ত্বে চলিয়া গেল। তারিণী কাগজ পড়িতে লাগিল। পরিচারিকা আসিয়া দাঁড়াইল। তারিণী কাগজই পড়িতে লাগিল। পরিচারিকা কাসিল। তারিণী কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়াই কহিল:

তারিণী। চা জুড়িয়ে যাচ্ছে। বোস।

পরিচারিকা। ওমা! কি ঘেন্না! চা খাব কি গো!

তারিণী কাগজ ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

তারিণী। এই সক্কাল বেলায় তুই এখানে কেনরে সুখী ?

সুখী। কেনে ! আমি ধোপা না কলু যে সক্কালে আমার মুখ দেখতে নাই।

তারিণী। কি চাই তোর ?

সুখী। আমি আবার কি চাইব আপনার কাছে !

তারিণী। তবে কেন এলি দাঁত বার করে !

সুখী। পরমা পাঠিয়ে দিল যে।

তারিণী। কোথায় পরমা ! পরমা ! ওরে পরমা !

পরমানন্দ ছুটিয়া আসিল।

তারিণী। তোকে আমি কি বলেছিলুম রে হতভাগা ?

পরমানন্দ। মা ঠাকুরণকে পাঠিয়ে দিতে।

তারিণী। ইনিই কি তোমার মা-ঠাক্রুণ রে হারামজাদা !

সুখী ঘোমটা টানিয়া দিয়া কহিল :

সুখী। ওমা, কি ঘেন্নার কথা গো !

তারিণী। জবাব দে।

পরমানন্দ। আজ্ঞে মা ঠাক্রুণরে ত পালাম না।

তারিণী। পেলিনা কি রে !

সুখী ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল :

সুখী। ওগো বাবু, সে কুলের কলঙ্কের কথা আমি কই কি করে বাবু। আমার মায়ের মনে এই ছিল, তা বুঝব কেমন করে বাবু……

কাঁদিতে লাগিল।

তারিণী। না, না, এরা আমায় পাগল করে দেবে। শোন্ সুখী, শোন্ পরমা, এখনো আমি জ্ঞান হারাইনি। এখনো বল, নইলে আমার লাঠী দেখেছিস ত।

সুখী। বলি লাঠী দেখাবে কিসের জন্যে গা। তোমার পরিবার কাল রাতে ঘরে ফেরেনি আর দোষ হোলো আমাদের যে তুমি লাঠী দেখাও?

পরমানন্দ। আজ্ঞে রাত দুটো পর্য্যন্ত আমি ওই দোরগোড়ায় বসে, বাবু! মা বাড়ী ফিরলেন না।

তারিণী। বাড়ী ফিরলেন না কিরে!

সুখী। আ মরণ! বুড়ো মিন্‌সের লজ্জাও নেই।

তারিণী। লজ্জা কিসের বাড়ী ফেরেনি, তাতে হয়েচে কি!

সুখী। হবে আর কি! কুলত্যাগিণী, কলঙ্কিণী রাধা হয়েচেন আর হাড়হাভাতে আয়ান ঘোষ হামলে মরচে।

তারিণী। যা, তোরা এখান থেকে দূর হ'।

তাহারা চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, পরমানন্দ ফিরিয়া আসিয়া কহিল:

পরমানন্দ। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল কর্ত্তা।

তারিণী ভ্রূকুটী করিয়া তাহার দিকে চাহিল, পরমানন্দ পালাইয়া গেল।

তারিণী। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেল কত্তা! গায়ের রক্ত যে জল হয়ে গেল তা বুঝিস ব্যাটা! চা! একা ঘরে একা বসে কি চা খাওয়া যায়!

তারিণী যখন আপনমনে কথা কহিতেছিল তখন নিঃশব্দে রামকমল আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়াছিল। তারিণীর কথা শেষ হইতেই সে কহিল :

রামকমল। ঘরে আপনি একা নেই, মিঃ ডাট্।

তারিণী দ্রুত তাহার দিকে ফিরিয়া কহিল :

তারিণী। তুমি কে!

রামকমল। আপনার বন্ধু, হিতৈষী।

টিপয়ের সাম্নে বসিল।

তারিণী। তুমি কতক্ষণ এসেচ ?

রামকমল চা ঢালিতে ঢালিতে কহিল :

রামকমল। একা ঘরে একলাটি চা খাবার আক্ষেপ যখন করছিলেন, ঠিক তখন।

দুটি বাটী পূর্ণ করিল।

রামকমল। আসুন।

তারিণী। আমি চা খাবনা।

রামকমল। আমার কিন্তু বড় তেষ্টা পেয়েচে।

বলিয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিল।

তারিণী। তুমি ত ভারী অদ্ভুত লোক হে !

রামকমল। উক্তিটি নতুন মনে হোলোনা।

চায়ের বাটিতে চুমুক দিল।

তারিণী। মানে ?

রামকমল তাহার দিকে চাহিয়া কহিল :

রামকমল। পরিচয়ে কাজ কি ? পাগল বলেই জানবেন !

তারিণী। পাগল !

রামকমল। নইলে কি ডাক্তার বিক্রমাদিত্য রয়ের নার্সিং হোমে আমাকে থাকতে হয়। সেখানে রকমারি পাগল থাকে। বদ্ধ পাগল, লুব্ধ পাগল, ক্ষুব্ধ পাগল, ক্রুদ্ধ পাগল, এমনকি হবু-পাগলও সেখানে আছে। শুধু আপনি এখানে কেমন করে রইলেন, তাই আমি বুঝতে পারচিনে মিঃ ডাট্।

তারিণী। এমন যায়গাও আছে নাকি হে !

রামকমল। শুধু কি যায়গাই আছে ; আপনার স্ত্রী, আপনার ভাইঝি, আপনার স্ত্রীর বোনও যে সেইখানেই আছেন।

তারিণী। তাই নাকি !

রামকমল উঠিয়া দাঁড়াইল।

রামকমল। আপনার মুখে ঔদাস্য কিন্তু মনে শঙ্কা। নিজের এতবড় সর্ব্বনাশ করেও এমন নিশ্চিন্ত রয়েচেন আপনি !

তারিণী। নিজের সর্ব্বনাশ করেচি !

রামকমল। করেন নি! আপনার স্ত্রীকে আপনার ঘরের লক্ষ্মীকে একটা দুরন্ত ক্রিমিন্যালের কবলে নিজে গিয়ে আপনি দিয়ে এসেচেন।

তারিণী। ক্রিমিন্যাল কাকে বলচ তুমি!

রামকমল। যার crimeএর সাহায্য নিয়ে ভাইঝির সম্পত্তি আত্মসাৎ করবার ফন্দী আপনি এটেচেন।

তারিণী। যাও, যাও, পাগলের প্রলাপ শোনবার সময় আমার নেই।

টেলিফোন বাজিল, তারিণী তাহার দিকে চাহিল।

রামকমল। দেখুন না কে ডাকৃচে I tell you old man, you are in grave dange!

তারিণী টেলিফোন তুলিয়া লইল।

তারিণী। হ্যালো! কে? কুন্তলা! আচ্ছা কি আক্কেল তোমার! সারারাত বাইরে···য়্যাঁ···পাঁচহাজার টাকা নিয়ে যেতে হবে···পাঁচহাজার টা-কা?···কোথায় পাব।···ওরে বাবা সে আমি পারব না···না, না, না··· বিপদে পড়েচে···তা আমি কি করব?···ভগবানকে ডাকো ··

রামকমল তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া রিসিভার ধরিতে উদ্যত হইল।

রামকমল। দিন। আমাকে দিন!

রিসিভার সহ সরিয়া গিয়া তারিণী কহিল:

তারিণী। বেশ আছ! ফাঁক-তালে আমার সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে জমিয়ে নিতে চাও তুমি!

রামকমল কোন কথা না বলিয়া রিসিভারটা কাড়িয়া লইয়া কহিল :

রামকমল। A friend speaking—এমন করে কথা বলুন যাতে ঘরে কেউ থাকলে বুঝতে পারে আপনার স্বামীর সঙ্গেই কথা কইচেন···

তারিণী। স্বামীর সঙ্গে কথা কইচেন! ব্যাটা কে রে, উড়ে এসে জুড়ে বসে, পরমা, পরমা,···

মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। রামকমল মাউথপিস হাত চাপিয়া বিরক্তিপূর্ণ স্বরে কহিল :

রামকমল। আঃ! থামুন না মশাই।

আবার টেলিফোন লইয়া।

হ্যালো, হ্যালো, হ্যাঁ, টাকা নিয়ে যাচ্ছি, হ্যাঁ, হ্যাঁ···

মঞ্চ ঘুরিয়া বিক্রমাদিত্যের চেম্বার দেখা দিল। কুন্তলা টেলিফোন করিতেছে কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে বিক্রমাদিত্য।

কুন্তলা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, cheque চলবেনা, cash এনো কিন্তু। এক ঘণ্টার মাঝে···নইলে বিপদে পড়ব।

টেলিফোন রাখিয়া বসিয়া পড়িল।

বিক্রমাদিত্য। একঘণ্টা অপেক্ষা করব। যদি তার মাঝে তোমার স্বামী টাকা নিয়ে না আসেন, তাহলে······

কুন্তলা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল :

কুন্তলা। তাহলে সেই নিষ্ঠুর কাজ আপনি করবেন!

বিক্রমাদিত্য। নিষ্ঠুরতর কাজ জীবনে অনেক করিচি। আজ জাল গুটোতে হবে। তাই আজ মায়া নেই, মমতা নেই, তোমার মত সুন্দরীর প্রতি আর আকর্ষণও নেই।

কুন্তলা। ডক্টর বিক্রমাদিত্য রয়!

বিক্রমাদিত্য। At your service madam.

কুন্তলা। জীবনে বহু নারী আপনি দেখেচেন, কিন্তু···

বিক্রমাদিত্য। কিন্তু কোন গৃহস্থ-বধূর মাঝে এমন শয়তানীর সাক্ষাৎ কখনো পাইনি, স্বীকার করচি।

কুন্তলা। হয়ত পাননি। কিন্তু শয়তানের শক্তিকে কি অস্বীকার করতে পারেন?

বিক্রমাদিত্য। শক্তি! সে শক্তি ও যে আমারই করতলগত!

বলিতে বলিতে বাহুপ্রসারণ করিয়া হাত মুষ্টিবদ্ধ করিল। বাহির হইতে সিধুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সিধু। ডাক্তার! ডাক্তার!

সিধু প্রবেশ করিল।

সিধু। রেঙ্গুণের সেই গোয়েন্দা!

বিক্রমাদিত্য। কোন্ গোয়েন্দা?

সিধু। সেই যে বাঙ্গালীটা হে, আমাদের পিছু নিয়েছিল, তাকে দু' তিনবার দেখলেম বাড়ীর পাশে ঘুর্ ঘুর্ করচে।

কুন্তলা। ডক্টর বিক্রমাদিত্য রয়!

বিক্রমাদিত্য। বলুন, কুন্তলাদেবী।

কুন্তলা। এখন কি মনে হচ্ছে?

বিক্রমাদিত্য। তোমার সঙ্গে একত্র কারাবাস করতে হবে বলে আনন্দ হচ্ছে।

কুন্তলা। আমার সঙ্গে একত্রে কারাবাস!

বিক্রমাদিত্য। এই কারবারের মালিক আমরা দুজনা, you are financing this institution. আইনের চোখে যতখানি দোষী আমি, ঠিক ততখানি দোষী তুমি।

কুন্তলা। আমি finance করচি!

বিক্রমাদিত্য। এ পর্য্যন্ত যত টাকা তোমার কাছ থেকে নিয়েচি, সবই এই নার্সিং হোমের ব্যবসা চালাবার জন্য নিয়েচি বলে খাতায় জমা পড়েচে, partnership business.

কুন্তলা। You dont mean it.

বিক্রমাদিত্য। Of course I do!

সিধু। আরে ডাক্তার তুমি খালি মেয়ে মানুষ নিয়ে ফিস্-ফিস্ গিজ-গিজ করচ, রেঙ্গুনের ফ্যাসাদটা ভুলোনা!

বিক্রমাদিত্য। রেঙ্গুণের কথা নিয়ে তুমি মাথা ঘামিয়োনা সিধু। সে চাপা পড়ে গেছে।

সিধু। তবে ওই গোয়েন্দা ব্যাটা কি করচে?

বিক্রমাদিত্য। কাল ওর ব্যবস্থা করা যাবে।

সিধু। কাল অবধি আমি আর থাকচিনা ডাক্তার, আজই রাতে আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে আমি সরে পড়চি।

টেলিফোন বাজিল, কুন্তলা টেলিফোন ধরিতে গেল। ডাক্তার তাহাকে বাধা দিয়া কহিল :

বিক্রমাদিত্য। সরে পড়বে ?

সিধু। হ্যাঁ।

বিক্রমাদিত্য। বিক্রমাদিত্য ডাক্তারের হাতের মুঠোর ভিতর একবার যারা এসে পড়ে, তাদের মুক্তি থাকেনা। তোমার অনেক বেয়াদবী সহ্য করিচি। সাবধানে থেকো! যাও শীলাকে পাঠিয়ে দাও।

সিধু চলিয়া গেল, টেলিফোন বাজিল। নিজে রিসিভার তুলিয়া লইল।

বিক্রমাদিত্য। You are not wanted. Hallo! yes, Dr. Roy speaking. কমলা দত্ত ? হাঁ, এই Homeএর patient-serious case. আপনি উকিল ? Good God! উকিলের সঙ্গে মামলা নিয়ে আলোচনা করা যায়, রোগ নিয়ে নয়। তার আত্মীয়ারা এখানে আছেন। কি বল্লেন ? কমলার কাকা ওখানে ? তা কি করতে হবে ? তিনি

আর তাঁর স্ত্রী দুজনা একসঙ্গে এসেই কমলাকে ভর্ত্তি করে দিয়ে গেছেন। I have proofs।

রিসিভার রাখিয়া দিল।

বুঝলে কিছু ?

কুন্তলা। ও পক্ষের কথা শুনতে পাইনি, তাই সবটুকু বুঝিনি।

বিক্রমাদিত্য। তোমার স্বামী উকিলের পরামর্শ নিতে গেছেন। তারপর হয়ত পুলিশে যাবেন। টাকাটা দেবেন না ভাবচেন।

কুন্তলা। তাহলে মনুষ্যত্ব তার মাঝে ফিরে আসচে, বুঝতে হবে।

বিক্রমাদিত্য। মূর্খ জানেনা, পুলিশ কিছুই করতে পারবে না।

কুন্তলা। অন্তত বুঝতে পারবে আমাদের কারে ফেলে আপনি টাকা আদায় করে নিচ্ছেন।

বিক্রমাদিত্য। আরো বুঝতে পারবে you have given me your body and soul.

কুন্তলা। Body and soul !

বিক্রমাদিত্য। দেহ মন নিবেদন করেচেন !

কুন্তলা। এত বড় মিথ্যা কথা আপনি বলতে পারেন ?

বিক্রমাদিত্য। প্রয়োজন হলেই পারি।

শীলা প্রবেশ করিল।

এই যে শীলা। কাজ অনেক, সময় কম। সুতরাং প্রশ্ন তুলোনা।

শীলা। তাহলে আমার কথাগুলো আগে শুনে নিন।

বিক্রমাদিত্য। Be quick then.

শীলা। আমি আর এখানে থাক্‌তে পারচি নে।

বিক্রমাদিত্য। Dont be sentimental Sheila, রেঙ্গুণের পুলিশ আমাদের সন্ধান পেয়েচে।

শীলা। রেঙ্গুণের পুলিশ!

বিক্রমাদিত্য। কাজেই বুঝতে পারচ, you need my protection. আমার আশ্রয় ত্যাগ করলে বেঘোরে মারা পড়বে।

শীলা। তাহলে কি হবে? ডক্টর রয়!

বিক্রমাদিত্য। এখন মাথা ঠিক রেখে একযোগে আমাদের কাজ করতে হবে। Remember united we stand divided we fall.

শীলা। At your command Doctor.

বিক্রমাদিত্য। Sheila regained! Sheila regained!

শীলা। শীলা চিরদিনই তোমার।

ডাক্তার তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

বিক্রমাদিত্য। Till we die!

শীলা চাপাগলায় কহিল:

শীলা। Till we die!

ড্রয়ার হইতে সিরিঞ্জ বাহির করিয়া তৈরি করিতে করিতে।

বিক্রমাদিত্য। One minute Sheila!

শীলা। না, না, ও-বিষ আর নয়!

বিক্রমাদিত্য। শক্তি দেবে, সাহস দেবে। এখনই এর দরকার সব চেয়ে বেশী। আমার নার্ভগুলো যেন ছিঁড়ে টুক্‌রো হয়ে যাচ্ছে, শিরা ফেটে যাবে মনে হচ্ছে⋯কিন্তু আমাকে সব জয় করতে হবে—I must stand like a stone pillar.

শীলা। আমরা মরব, তবুও ভাঙব না।

বিক্রমাদিত্য শীলার পিঠ চাপড়াইয়া দিয়া কহিল:

বিক্রমাদিত্য। Cheerio Sheila! Sheila regained! that old darling Sheila! তারপর শীলা, এখন তোমাকে সাক্ষী দিতে হবে যে এই ভদ্রমহিলাটি তাহার দেহমন আমাকে নিবেদন করে ধন্য হয়েচে।

শীলার গাল চাপড়াইয়া দিল, তারপর ইনজেকশন লইল।

শীলা। কেন বলব না? আমি নিজে দেখেচি।

কুন্তলা। তুমি নিজে দেখেচ!

শীলা। সেদিনকার কথা আমি ভুলিনি। দেখে অবাক হয়ে গেলুম, হাত থেকে ট্রেটা পড়ে গেল।

কুন্তলা। তুমি নিজে নারী হয়ে একজন নারীর নামে এই মিথ্যে কলঙ্ক রটাবে!

শীলা। কলঙ্ক রটেই গেছে, আমি শুধু সাক্ষী দোব।

কুন্তলা। এত বড় অন্যায় কাজ করবে তুমি!

শীলা। ডাক্তারের মুখের কথায় এর চেয়েও অনেক বেশী অন্যায় কাজ আমি হাসতে হাসতে করতে পারি।

বিক্রমাদিত্য। I feel flattered Sheila ! Now Sheila, the second order. যত রুগী আছে, সবাইকেবিদায় করে দেবার ব্যবস্থা করতে হবে।

শীলা। কমলাকেও!

বিক্রমাদিত্য। No, no, she is my trump card. I want fifty thousand cash down on her account.

শীলা। আর কিছু ?

বিক্রমাদিত্য। একটা major operationএর সব কিছু ঠিক করে রাখ। Susanta will help you.

শীলা। আর ?

বিক্রমাদিত্য। আর যা আছে, অবসর পেলে তা করা যাবে।

শীলা। আমি তাহলে চল্লুম।

বিক্রমাদিত্য। Remember, every thing must be done quickly, very quickly !

শীলা। Right o ! Doc.

শীলা দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

বিক্রমাদিত্য। তোমার স্বামী এখনো এলেন না যখন, তখন হয়ত একেবারে পুলিশ সঙ্গে নিয়েই আসবেন।

কুন্তলা। ডক্টর রয় আমার ওপর জবরদস্তি করতে আপনাকে কতখানি শক্তি ব্যয় করতে হচ্ছে বুঝতে পারচেন।

বিক্রমাদিত্য। বিপদটা একটু অতর্কিতে এলো কিনা, তাই।

কুন্তলা। সত্যিই যদি এত বিপদ, তাহ'লে পালিয়ে যান না কেন ?

বিক্রমাদিত্য। আর উপায় নেই! পুলিশ জাল ফেলেচে। Nursing Home is being watched.

রামকমল প্রবেশ করিতে করিতে কহিল :

রামকমল। And the room also dear doctor.

কুন্তলা। কে!

রামকমল। পাগল রামকমল।

বিক্রমাদিত্য। তোমার এখানে কি কাজ ?

রামকমল। কাজ নেই, কিছু অকাজ আছে।

বিক্রমাদিত্য। Get out of my sight!

রামকমল। তাতেও তুমি বাঁচবে না।

বিক্রমাদিত্য। আমার জীবন-মরণ কি তোমার হাতে ?

রামকমল। কতকটা ত বটেই।

বিক্রমাদিত্য তাহার সামে গিয়া দাঁড়াইল, স্থিরদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

দৃষ্টি দিয়ে বেঁধে ক্ষতি নেই, কিন্তু জেনো, your time is up! কালপূর্ণ প্রায়!

বিক্রমাদিত্য। শোন।

রামকমল তাহার কাছে গেল। বিক্রমাদিত্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়া তাহাকে দেখিল।

বিক্রমাদিত্য। I see! that blooming scar তুমি! তুমিই রেঙ্গুণের নিশানাথ!

রামকমল। এক বছর একই বাড়ীতে রয়েচি, তবুও চিনতে পারিনি।

বিক্রমাদিত্য। খুব ধোকা দিয়েচ।

রামকমল। তাই ত যখন তখন বলতুম you are an old goat, a bleating goat!

বিক্রমাদিত্য তাহার নিকট হইতে সরিয়া গেল।

কুন্তলা। এখন কেমন লাগচে ডক্টর রয়?

বিক্রমাদিত্য। Very pleasant madam.

জানালার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

রামকমল। আপনিই কি কুন্তলা দেবী?

কুন্তলা। হ্যাঁ।

রামকমল। আপনার স্বামী থানায় গেছেন।

কুন্তলা। থানায়!

বিক্রমাদিত্য। খবরটা কেমন লাগল, কুন্তলা দেবী?

কুন্তলা। আশাপ্রদ।

বিক্রমাদিত্য। ছবিটা একবার ভেবে দেখ। আদালত ভরতি লোকের উৎসুক দৃষ্টির সামনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে দুটি partner—আমি আর তুমি। দর্শকরা আমাদের অবৈধ প্রণয় সম্বন্ধে নানা মন্তব্য করচে, তোমার স্বামী সব শুনবেন, কমলা শুনবে, আদালতভরা লোক তাই শুনবে।

। না, না ! এসব আমি কল্পনাও করতে পারিনা। আপনি আমাকে সেই দুর্গতি থেকে বাঁচান।

বিক্রমাদিত্য। কি ! এখন কেমন লাগচে ?

খুব হাসিল। কুন্তলা সরিয়া গেল।

খবরটা বোধ হয় খুব শুভ নয়।

রামকমল। And neither for you.

বিক্রমাদিত্য। সাগর যার শয্যা শিশিরে তার ভয় কি !

রামকমল। কাগজ পত্র আমার কাছেই আছে।

বিক্রমাদিত্য। চলবার সময় পিছনে আমি পায়ের দাগ রেখে যাইনা। look back, you fool !

রামকমল পিছন দিকে ফিরিতেই বিক্রমাদিত্য ঝাঁপাইয়া তাহার ঘাড়ে পড়িয়া তাহার হাতদুখানি মোচড়াইয়া ধরিল।

কুন্তলা, কেলেঙ্কারী থেকে বাঁচতে চাও যদি, ওর পকেটের কাগজগুলো বার করে নাও।

রামকমল। আপনাকে আমি অভয় দিচ্ছি কুন্তলা দেবী।

বিক্রমাদিত্য। ওকে বিশ্বাস কোরো না। এক বছর আমাকেও প্রতারণা করেচে।

কুন্তলা। You are right doctor. He is a spy !

কুন্তলা কাছে আসিল।

বিক্রমাদিত্য। A filthy dog !

রামকমল। নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করবেন না কুন্তলা দেবী।

কুন্তলা পকেট হইতে কাগজ বাহির করিল।

বিক্রমাদিত্য। ধর, আমি দাঁতে করে নোব।

কুন্তলা তাহার মুখের কাছে কাগজগুলো ধরিল, বিক্রমাদিত্য সেগুলো কামড়াইয়া ধরিল, তারপর দরজার কাছে গিয়া রামকমলকে ঝটকা দিয়া ফেলিয়া কাগজগুলো হাতে লইয়া কহিল :

ধন্যবাদ কুন্তলা। এখন কাগজগুলো পুড়িয়ে ফেল্লেই ওর বিষদাঁত ভেঙে যাবে।

রামকমল দ্রুত উঠিয়া কহিল :

রামকমল। আবারো তোমায় বলি, you are a goat, a bleating goat ! কতগুলো সাদা কাগজ নিয়ে লাফাচ্ছ তুমি !

বিক্রমাদিত্য। সাদা কাগজ !

কাগজগুলি উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। রামকমল ছোঁ দিয়া সেগুলি ছিনাইয়া লইয়া দূরে সরিয়া গিয়া কহিল :

রামকমল। Tit for tat, রামছাগল ! দেখেচ ত কাগজগুলো সাদা নয়, দলীল !

বিক্রমাদিত্য। ভেবোনা, খুব ঠকালে, এখনো তুমি আমার হাতের মাঝে!

লাফাইয়া দরজার বাহিরে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

Rot there you infernal dog!

কুন্তলা ছুটিয়া গিয়া দরজায় ধাক্কা দিতে লাগিল।

কুন্তলা। ডক্টর রয়! ডক্টর রয়!

রামকমল তাহার কাছে গিয়া কহিল :

রামকমল। উতলা হবেন না।

কুন্তলা। কেউ যদি দোর খুলে না দেয়!

রামকমল। বন্দিনী সীতাকে মুক্ত করবার জন্যে তাঁর রামচন্দ্র অবশ্যই আসবেন।

কুন্তলা। আপনি এখনো ঠাট্টা করচেন!

রামকমল। Ring up your husband madam.

টেলিফোন দেখাইয়া দিল।

কুন্তলা। আঃ! আপনি আমাকে বাঁচালেন।

ছুটিয়া টেলিফোনের কাছে গেল।

P. K. 55505

অপেক্ষা করিতে লাগিল।

Hallo! exchange···hallo!···hallo!···miss,···hall; সাড়া শব্দ নেই।···

রামকমল। আমায় দিন।

রামকমল গিয়া রিসিভার লইল :

P. K. 55505··· hallo!···hallo···

কুন্তলা। তার কেটে দিল নাকি?

দুয়ার ঠেলিয়া মুখ বাড়াইয়া ডাক্তার কহিল :

ঠিক তাই। You are in danger.

দরজার বাহির হইতে বিক্রমাদিত্যের হাসি শোনা গেল।

বিক্রমাদিত্য। ডেকে ডেকে গলা ফাটাও, সাড়া পাবে না, তার আমি কেটে দিয়েচি। হা, হা, হা···

রামকমল রিসিভার রাখিয়া ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরাইয়া কুন্তলার দিকে চাহিল।

কুন্তলা। এখন কি হবে ?

নার্সিং হোমের ঘর। একটা বাজার বোঁ বোঁ শব্দ করিতেছে, একটা লাল আলো নিবিতেছে, জ্বলিতেছে। মণিমালা দ্রুত প্রবেশ করিল। একটা দরজা খুলিয়া দিল। ঠ্যালা ষ্ট্রেচারে নিরুপম শায়িত। দুইটি কুলী ষ্ট্রেচার ঠেলিয়া প্রবেশ করিল।

মণিমালা। You are in grave danger! You are in grave danger!

নিরুপম। কে, মণিদি ? মণিদি বিদায় !

মণিমালা। সে কি !

নিরুপম। ডক্টর বিক্রমাদিত্য রয়ের অস্ত্রোপচারের অর্থ বোঝ ত !

মণিমালা। তুমলোক আভি যাও।

বেয়ারারা চলিয়া গেল। মণিমালা দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল। তারপর দ্রুত নিরুপমের কাছে গিয়া কহিল :

আমি তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি। তুমি পালাও।

বাঁধন খুলিতে লাগিল।

নিরুপম। থাক মণিদি, আর কষ্ট তুমি কোরোনা।

মণিমালা। মানে !

নিরুপম। আমার পক্ষে বেঁচে থাকা আর না থাকা দুইই সমান।

মণিমালা। কী তুমি বলচ নিরুপম !

নিরুপম। কিসের তাগিদে আর আমি বেঁচে থাকব বলতে পার ?

মণিমালা। কমলাকে বাঁচাতে হবে ভোল কেন ?

নিরুপম। কমলাকে দেখবার লোকের অভাব এখানে নেই।

মণিমালা। সে যে সত্যিই অসুস্থ !

নিরুপম। ডাক্তার রয়েচে। সুশান্ত ডাক্তার! দিনরাত সেবা করচে। আমি ডাক্তার নই। তার কোন কাজেই ত লাগব না! কাছে যাবারও অধিকার আমার নেই।

মণিমালা। এ তোমার অভিমানের কথা।

নিরুপম। অভিমানও অকারণে জমে ওঠে না, মণিদি !

মণিমালা। তোমার বেলায় তাই উঠেছে, নিরুপম। কমলা জানেনা তুমি এখানে আছ।

নিরুপম। জানলেও আমাকে সে কাছে পেতে চাইবেনা, চাইবে শুধু সুশান্ত ডাক্তারকে।

মণিমালা। এ সময়ে ছেলেমানুষী কোরোনা নিরুপম। সুশান্তর চেয়েও তুমি তার আপন জন।

নিরুপম। আমাকে সান্ত্বনা দিতে চাইছ মণিদি ?

মণিমালা। আমি সত্য কথাই বলচি।

নিরুপম উঠিয়া বসিল।

নিরুপম। তোমার এ কথা সত্যি ?

মণিমালা। আমি দেখিচি নিরুপম, মানুষ মিছে মনের জমিতে ভুলের ফসল লাগায়, মিছে বোকার মত সেই ফসলকে বাড়িয়ে তোলে। তার পর সেই ভুলের ফল যখন তিক্ত রস দিয়ে জীবনের সব কিছু বিস্বাদ করে দেয়, তখন চায় ভুলকে মন থেকে উপড়ে ফেলতে। কুন্তলা তাই করচে, তুমিও তাই করতে চাইছ। কুন্তলা তার জীবনকে ব্যর্থ করে দিলে, তুমিও তাই দেবে! ওঠ! পুরুষের মত বিপদে সোজা হয়ে দাঁড়াও।

নিরুপম উঠিয়া দাড়াইয়া কহিল :

নিরুপম। বাসনা, কামনাকে তুমি জয় করেচ মণিদি, তাই তুমি···

আবার বাজার বাজিতে লাগিল, লাল আলো জ্বলিতে নিভিতে লাগিল।

মণিমালা। থাক্, থাক্! ও-সব কথার আর সময় নাই। তোমার আর আমার চেষ্টায় কুন্তলা আগে বিপদ কাটিয়ে উঠুক, তার পর···

নিরুপম। তার পর ?

মণিমালা। ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববার অবসর পাওয়া যাবে। তুমি

পালিয়ে যাও। এই জানালা দিয়ে। দেরী কোরোনা নিরুপম। যাও। Quick! Quick! Quick!

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল Operation room। বিক্রমাদিত্য ও সুশান্ত।

বিক্রমাদিত্য। Quick! Quick! Quick! সময় নষ্ট করবার অবসর নাই, তৈরি হয়ে এস, Quick! Quick!

সুশান্ত। কি operation তাই বলুন!

বিক্রমাদিত্য। তেমন শক্ত কিছু নয়। যাও।

সুশান্ত। patient দেখলুমনা, কি রোগ জানলুমনা, operation দরকার কিনা জানলুমনা...

বিক্রমাদিত্য। তোমাকে কিছু জানতে বুঝতে হবেনা, শুধু আমার হুকুম পালন করতে হবে।

সুশান্ত। মানুষের জীবন নিয়ে আমি খেলা করতে পারিনা।

বিক্রমাদিত্য। পারবেনা?

সুশান্ত। না।

দুইজনা দুজনার দিকে চাহিয়া রহিল।

বিক্রমাদিত্য। অন্য সময় হলে তোমাকে আমি গুলি করে মারতুম।

সুশান্ত। এখনই মারুন।

বিক্রমাদিত্য। এখন!

সুশান্ত। হ্যাঁ, আমি একটুও নড়বনা।

বিক্রমাদিত্য। সুশান্ত, দয়া কর। আজকের মত আমার এই

অনুরোধটি তুমি রক্ষা কর। তোমাকে লেখাপড়া শিখিয়েচি, তোমাকে মানুষ করিচি। প্রতিদানে ভিক্ষে চাইচি তোমার সাহায্য। This may be my last requst.

সুশান্ত। Last requst !

বিক্রমাদিত্য। খুব সম্ভব তাই।

সুশান্ত। তাহলে আজই আমাকে মুক্তি দেবেন ?

বিক্রমাদিত্য। দোব। যদি সে অধিকার আমার থাকে।

সুশান্ত। বেশ, এই শেষবার আপনার কথা মত কাজ করছি। মনে রাখবেন এই শেষ !

সুশান্ত চলিয়া গেল।

বিক্রমাদিত্য। কে জানে সত্যি সত্যিই এই শেষ কিনা ? বড় হঠাৎ বিপদ এসে প'ল। I want to gain time. জানিনা সময় পাব কিনা ! যদি না পাই ! যদি না পাই ! My nerves, O, God, my nerves !

শীলা প্রবেশ করিল।

শীলা। ডাক্তার ! ডাক্তার !

বিক্রমাদিত্য। শীলা ! বিপদ এসে প'ল ! time can only save us, Time. A little more time ! time !

৫ মঞ্চ ঘুরিল। বিক্রমাদিত্যের চেম্বার।

রামকমল। Time ! We murst race for time ! একটা messageএর অপেক্ষায় ছিলুম। যদি পেতুম I could have bagged that scoundrel !

কুন্তলা। আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হচ্ছে।

রামকমল। আপনি মিছে ভয় পাচ্ছেন।

কুন্তলা। ভয়ের কথা নয়, লজ্জার কথা। আদালতে কত লোক থাকবে, খবরের কাগজে সব ছাপা হবে, চারিদিকে টি-টি পড়ে যাবে, আমি ভাবতে পারচিনা, আমি আর ভাবতে পারছিনা।

রামকমল। I sympathise with you.

কুন্তলা। ভগবান! কেন এ ভুল করেছিলুম্!

রামকমল। Crime does not pay. এ কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি, সমাজ ভুলে যাচ্ছে; তাইত আমাদের এই দুর্দ্দশা। বাপস্ কী প্রচণ্ড লোভ। দুটো টাকার জন্ম কী না সবাই করচে। মিথ্যে, জোচ্চুরি, শঠতা, হীনতা একান্ত অবহেলার সঙ্গে সব করে যাচ্ছে। সমাজ তাদের সাজা দিচ্ছেনা, প্রশ্রয় দিচ্ছে, সব জেনে শুনেও অপরাধীকে পুরোভাগে ঠাঁই দিচ্ছে, দেখে শুনে মনে হয় This is a mad world where every body is gone mad.

কুন্তলা। প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলুম। কেন যেন মনে হয়েছিল—স্থায়-অন্থায় যারা নির্দ্দেশ করে, তারা পক্ষপাতিত্ব করে। তাই অন্থায় করে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলুম। কিন্তু তা যে এমন করে আমাকে যাঁতায় ফেলে পিষে দেবে, একটিবারের জন্যেও আমি তা ভাবিনি!

রামকমল। মানুষ born ক্রিমিন্যাল হয়, অবিবেচনার ফলে দায়ে পড়ে দলে পড়েও মানুষ ক্রিমিন্যাল হয়ে ওঠে আবার অসংযত, আন্‌ডিসিপ্লিন্‌ড্ জীবন অনেককে ক্রিমিন্যাল করে তোলে। কারু পরিত্রাণ থাকে, কারু থাকেনা।

কুন্তলা। আমার? আমার কি পরিত্রাণ নাই?

রামকমল। আপনার?

কুন্তলা। হ্যাঁ, সত্যি করে বলুন। যদি বুঝি পরিত্রাণ নাই তাহলে দেয়ালে মাথা খুঁড়ে আমি আত্মহত্যা করব, মানুষকে আমি এ-মুখ দেখাতে পারবনা।

রামকমল। আপনার অন্তরে যে আগুন জ্বলেচে, তাই হয়ত আপনার মনের ময়লা পুড়িয়ে সাফ করে দেবে।

কুন্তলা। কলঙ্কের কালো কালো দাগগুলো মুছে যাবে, সহজভাবে মানুষের সঙ্গে মিশতে পারব, মনে কোন গ্লানি না রেখে সবার সঙ্গে কথা কইতে পারব, বুক ভরে শ্বাস নিতে পারব!

রামকমল। চেষ্টা করলে পারবেন বৈকি!

কুন্তলা। অনুতাপের অনুশোচনার কারণ যদি কিছু না থাকে, জীবন কি সুখের হয়! কি শান্তি থাকে তাতে।

রামকমল। Repent and you will be saved!

দরজায় শব্দ হইল, দুইজনেই চমকাইয়া ফিরিয়া সেইদিকে চাহিল। আবার শব্দ হইল। রামকমল দৌড়াইয়া দরজার কাছে গেল।

রামকমল। কে?

কুন্তলা। ডক্টর রয়!

নিরুপমের কণ্ঠস্বর। কুন্তলা দেবী!

কুন্তলা। নিরুপম!

নিরুপম। হাঁ, কমলা আছে ওখানে ?

কুন্তলা। কমলা তার ঘরে।

নিরুপম। না, না, ঘরে নেই।

রামকমল। সরিয়ে ফেলেচে !

কুন্তলা। সরিয়ে ফেলেচে ! নিরুপম, তালা খুলে দাও।

নিরুপম। কেমন করে খুলব ?

রামকমল। ভেঙে ফ্যাল।

নিরুপম। চেষ্টা করে দেখচি।

কুন্তলা। হ্যাঁ, তাই ভাখ, দেরী কোরোনা নিরুপম !

কুন্তলা। আপনি বলতে পারেন, কমলাকে ওরা কোথায় সরিয়ে নিয়ে গেল।

রামকমল। বাড়ীর বাইরে যায়নি, এটা অনুমান করতে পারি !

কুন্তলা। যদি বাড়ীর বাইরে নিয়ে না যাবে তাহলে নিরুপম তাকে খুঁজে পেলনা কেন ? আমার কাছে লুকোবেননা, বলুন, কমলা কোথায় ? বলুন ! কমলা কোথায় ? কমলা কোথায় !

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল operation room। শীলা কমলাকে টেবিলের উপর চাপিয়া ধরিয়াছে, কমলা উঠিবার চেষ্টা করিতেছে আর বলিতেছে :

কমলা। এ কোথায় আমায় নিয়ে এসেচেন। এখানে শুইয়ে দিচ্ছেন কেন ? কি করতে চান আপনারা ?

শীলা। তোমার অসুখ সারাবার ব্যবস্থা করচি আমরা।

কমলা। জানি তোমরা আমাকে মেরে ফেলবে ! তোমরা তাই চাও।

বিক্রমাদিত্য। থাম জ্যাঠা মেয়ে। Sister!

শীলা। না, না, আমি পারবনা।

বিক্রমাদিত্য। পারবেনা?

শীলা। তুমি দয়া কর!

বিক্রমাদিত্য। দয়া! বেশ! ছাথ আমার দয়া।

নিজে ক্লোরোফর্ম্ম করিতে লাগিল।

শীলা। ডাক্তার!

বিক্রমাদিত্য। Do your duty, sister!

কমলা। আমার কেউ নেই, কেউ নেই!

শীলা ছুটিয়া ডাক্তারের কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া

শীলা। ওকে বাঁচতে দাও ডাক্তার।

বিক্রমাদিত্য। আমাদের কি ওরা বাঁচতে দেবে শীলা?

শীলা। আমাদের জীবন আর কদিন? ওর যে সবে সুরু।

বিক্রমাদিত্য। সুরুতেই যার শেষ, পৃথিবীতে সেই সুখ পেয়ে যায়।

শীলা। দয়া কর, ডাক্তার, দয়া কর।

তাহার পা জড়াইয়া ধরিল।

বিক্রমাদিত্য। Attend your patient Sheila, don't be false to your profession.

শীলা। আমার বুক যে ভেঙে যাচ্ছে।

বিক্রমাদিত্য। একান্ত অকারণে! Get up! Get up! আ! আ! ঠিক হয়েচে! অচেতন! অসাড়!

শীলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

এইবার নাও শীলা। মনে রেখো এখন বাধা পড়লে ও মরে যাবে। Come on now! ওর মৃত্যুর কারণ হয়োনা!

পুলিশের হর্ণ বাজিল, বাজারের শব্দ হইল, লাল আলো জ্বলিতে নিভিতে লাগিল।

শীলা। ওকি! ডাক্তার!

ডাক্তার। The Police! কে আছ? লেখা, রামশরণ, আলো নিভিয়ে দাও, Switch off! Switch off! we must be saved! must be saved!

মঞ্চ ঘুরিয়া গেল।

বিক্রমাদিত্যের চেম্বার

রামকমল। Come on! Be steady! জীবনে আপনার নতুন আহ্বান এসেচে!

কুন্তলা। কমলা আর মণিমালাকে যদি হারাই, তাহলে কি লাভ হবে আমার সংসারে ভালো হয়ে বেঁচে থেকে!

রামকমল। Poor woman!

কুন্তলা। Why poor? Why do you pity me? কেন এই অনুকম্পা?

রামকমল। আপনার মনোবৃত্তির পরিচয় পেয়ে।

কুন্তলা। আঃ আবারো অভিযোগ, আবারো অভিযোগ। ছেলেবেলায় কেবলই শুনতুম আমি চপল চঞ্চল, যৌবনে শুনতুম আমি উচ্ছৃঙ্খল, উদ্দাম ; স্বামীর অভিযোগ আমি flirt, spendthrift ; নিরুপম বলে আমি Vulgar ; ডক্টর রয় জানেন আমি শয়তানি আর আপনি, আপনি দেখছেন আমার মন কুৎসিৎ! আমার মাঝে কিছুই কি ভালো নেই? কেউ কি কোনদিন আমার সত্যিকারের পরিচয় নেবেনা?

দুয়ারের বাইরে গোল হইল।

নিরুপম। এইটে! এইটে তার চেম্বার। ভিতরে একটি মহিলা আছেন।

একজনের কণ্ঠস্বর। Break it opcn. Quick! Quick!

রামকমল। উঠুন! আর ভয় নেই।

কুন্তলা। আপনি আমার কোন ক্ষতি করবেন না?

রামকমল। I will save you.

কুন্তলা। কমলা? মণিমালা?

রামকমল। আপনার স্বামীরও বিপদ আছে

কুন্তলা মুখ ঘুরাইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। রামকমল তাহার কাছে গিয়া

তাঁকেও ত বাঁচানো উচিত

কুন্তলা তাহার দিকে চাহিল।

বলুন তাঁকে?...

কুন্তলা। হ্যাঁ, তাঁকেও, তাঁকেও বাঁচাবেন।

তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

রামকমল। You are saved ! Saved !

হাত দু'খানি ধরিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মঞ্চ ঘুরিল। <u>অপারেশন রুম</u>

বিক্রমাদিত্য। We will be saved, we will be saved !

সুশান্ত। কি করতে চান আপনি ?

বিক্রমাদিত্য। তোমাকে দিয়ে ছোট্ট একটি opertion করিয়ে নিতে চাই। এই শেষবার, তুমি কথা দিয়েচ, এই শেষবার !

সুশান্ত। Put on the lights, sister !

বিক্রমাদিত্য। No, no, we will have no electric help ! লেখা, টর্চ্চ ধর ! টর্চ্চ ! এই টর্চ্চের আলোতে তোমাকে কাজ করতে হবে।

সুশান্ত। Impossible ! I cant kill a man !

বিক্রমাদিত্য। There is no man there, only a kid, ছোট্ট একটি মেয়ে, look !

কমলার মুখের কাপড় সরাইয়া দিল।

সুশান্ত। এ যে কমলা !

বিক্রমাদিত্য। এই ত বেশ দেখতে পাচ্চ। সত্যই কমলা ! Carry on ! Carry on ! I want to make her dumb.

সুশান্ত। Dumb !

বিক্রমাদিত্য। জীবনে যেন একটি কথাও কইতে না পারে। ওর কথা কইবার শক্তি থাকলে আমাদের এখানকার সব কথা বলে দেবে। নাও তৈরী হও।

সুশান্ত। ডাক্তারি শিখিচি মানুষকে বাঁচাতে, খুন করতে নয় ; মানুষের মঙ্গল করতে, তার ক্ষতি করতে নয় !

বিক্রমাদিত্য। প্রচুর টাকা পাবে।

সুশান্ত। আমি ডাক্তার, আমার ধর্ম্ম আর্ত্তের সেবা। ভগবানের দেওয়া জীবনকে দীর্ঘস্থায়ী করবার সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে আমি যদি তাঁর আশীর্ব্বাদ পাই, জা'নব আমার জীবন, আমার শিক্ষা, আমার সাধনা সার্থক!

বিক্রমাদিত্য। ডাক্তার! অস্ত্র তুলে নেবার সাহস হারিয়ে যে সেবা ধর্ম্মের মাহাত্ম বোঝায়, সে আবার ডাক্তার!

সুশান্ত। সাহস থাকে তুমি অস্ত্র নাও।

বিক্রমাদিত্য। তাই নোব। তোমাকে ডাক্তার করলুম আর এটা আমি পারবনা?

ছুটিয়া গিয়া trayর অস্ত্রগুলি ঘাটিতে লাগিল।

কোনটা নোব! কোনটা? বলে দাও, কোন অস্ত্রে কাজ হবে?

পাগলের মত খুঁজিতে লাগিল।

সুশান্ত। আপনি যে পাগল হয়ে গেলেন?

বিক্রমাদিত্য। পাগল! দেখ পাগল কিনা! যা হোক একটা নোব, খুব ধারালো! খুব সুক্ষ্মাগ্র!

আবার খানিকটা হাতড়াইয়া

বলে দাও। কোন অস্ত্র নোব! কোথায় incesion দোব। বল, বল! Ah, my nerves! My nerves!

সুশান্ত। আপনারই দেখচি অসুখ করেচে।

বিক্রমাদিত্য। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি ডাক্তার! তুমিত বুঝবেই অসুখ করেচে! তুমি জান কি তার ওষুধ! দাও, শক্তি দাও! দাও সুশান্ত। দাও সিষ্টার!

সিষ্টার injection দিল।

আঃ! এখন, এখন সুস্থ হয়েচি। সুস্থ হয়েই বলচি সুশান্ত তোমাকেই operation করতে হবে! Quick! Quick, I say!

সুশান্ত। পাগলের কথা মত কাজ আমি করতে পারবনা।

বিক্রমাদিত্য। পাগল!

সুশান্ত। A typical case of Psycho-neurosis! A slave to drugs!

বিক্রমাদিত্য। আমি যাই হইনা কেন, আমি আজ বাঁচতে চাই! বাঁচতে চাই বলেই তোমাকে এই শেষ অনুরোধ করচি সুশান্ত, Come have pity on me, pity, pity!

সুশান্ত। আমি পারবনা।

বিক্রমাদিত্য। পারবে। They have come. আমি পায়ের শব্দ শুন্তে পাচ্ছি। দ্রুত এগিয়ে আসচে। Quick, quick আমি আর সময় দিতে পারচিনা।

সুশান্ত। না, না।

বিক্রমাদিত্য। Look here!

রিভলবার বাহির করিয়া ধরিল।

এক মিনিট সময় দিলুম। তার পরও যদি দ্বিধা কর আগে তোমাকে গুলি করব তার পর কমলাকে।

শীলা। ডাক্তার।

বিক্রমাদিত্য। হয়ত তোমাকেও, আমাকেও! Quick এক মিনিট, এক মিনিট।

ঘড়ির দিকে চাহিল, মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল। বিক্রমাদিত্যের চেম্বার, নিরুপম ও তারিণী, ইন্‌সপেকটর, পাহারাওলা প্রবেশ করিল।

কুন্তলা। কমলাকে পেলে নিরুপম?

নিরুপম। না তার ঘরে নেই।

তারিণী। এইবার দেখে নোব, কে কতবড় বজ্জাৎ। পুলিশকে আমিই ডেকে আনলুম কুন্তলা।

অফিসার। Well, let us get the culprit first.

নিরুপম। হ্যাঁ, আর সময় নষ্ট করবেন না।

রামকমল। খুব সাবধানে এগুতে হবে। ভুলবেননা বড় ধূর্ত্ত সে।

তারিণী। তুমিও ধূর্ত্ত বড় কম নয়, বাবা। আমার সাম্নে আমার স্ত্রীকে ফোন করে বল্লে, তুমি তার স্বামী। পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে তুমি আসচ। এসেওচ দেখচি। শুধু যে এসেচ তা নয়, দুজনে এক ঘরেও ছিলে। you are also a culprit! লোকটাকে দেখে রাখুন মিঃ ইন্‌সপেকটর।

অফিসার। ওকে আমরা ভালো রকমেই জানি।

রামকমল অফিসারকে এক কোণে লইয়া কতগুলি কাগজ দেখাইতে লাগিল। তারিণী নিরুপমকে দেখাইয়া বলিল:

তারিণী। আর ওই ছোকরা। কাউকে রেহাই দোবনা আমি। আমাকে কম ব্যথা দিয়েচে ওরা! কম কাঁদিয়েচে! জান কুন্তলা সব ব্যাটাকে জেলে পাঠিয়ে দোব, আমাদের বাড়ীতে থাকব শুধু তুমি আর আমি।

কুন্তলা। আঃ কি বাজে বকচ, কমলার কথা ভাবচনা তুমি!

তারিণী। কমলার কথা ভেবেই ত পুলিশ নিয়ে এলুম। দেখি বিক্রম ডাক্তার তাকে কেমন করে আটকে রাখে। আমি ভুল করি, আবার ভুল শোধরাতেও পারি। তুমিও তাই অভ্যেস কর কুন্তলা, আরামে থাকবে!

অফিসার। Everything is in order. চলুন।

মঞ্চ ঘুরিতে লাগিল।

সঙ্গে রিভলবারের আওয়াজ হইল, শীলার আর্ত্তনাদ।

শীলা। ও-হো-হো—

বিক্রমাদিত্য। শীলা! শীলা!

মঞ্চ একেবারে ঘুরিয়া গেল দেখা গেল শীলা পড়িয়া আছে, বিক্রমাদিত্য ঝুঁকিয়া তাহাকে দেখিতেছে। সুশান্ত ছুটিয়া তাহাকে দেখিতে গেল। কমলা উঠিয়া বসিল।

সুশান্ত। সরুন দেখতে দিন।

বিক্রমাদিত্য তাহার দিকে চাহিয়া কহিল:

বিক্রমাদিত্য। তুমি!

সোজা হইয়া দাঁড়াইল।

বিক্রমাদিত্য। রিভলবারে আরো গুলি আছে, জান?

রিভলবার তাহার দিকে ধরিল।

সুশান্ত। আমাকে মারতে চান, মারবেন পরে। আগে দেখতে দিন ওকে বাঁচানো যায় কিনা।

বিক্রমাদিত্য। তোমাকে বাঁচাবার জন্য বুক পেতে ও মৃত্যুকে নিতে চাইল, মরণই ওর কাম্য। ও মরুক।

শীলা। ডাক্তার! ডাক্তার! সেদিন বলেছিলে আ-মরণ আমরা এক সঙ্গে থাকব। তোমার সে কথা মিথ্যা হোলোনা। মৃত্যু এল, তবুও আমি তোমার পায়ে লেগে রয়েচি!

বিক্রমাদিত্য সুশান্তর দিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরাইয়া শীলার দিকে চাহিল। তাহার হাত কাঁপিতে লাগিল, রিভলবার শুদ্ধ তাহা নীচু হইল, হাত হইতে রিভলবার পড়িয়া গেল, হাঁটু ভাঙিয়া বিক্রমাদিত্য সেইখানে বসিয়া পড়িল, রামকমল ও অফিসাররা আসিয়া দুয়ারের কাছে দাঁড়াইল। অফিসার রিভলবারটি তুলিয়া লইয়া দেখিতে লাগিল। রামকমল বিক্রমাদিত্যের পিছনে দাঁড়াইল।

বিক্রমাদিত্য। শীলা! শীলা! সুশান্ত, একবার শীলাকে ছাখ! শীলাকে বাঁচাও! তুমি ডাক্তার! আমার ওপর রাগ করে তুমি তোমার কর্ত্তব্য অবহেলা কোরোনা।

রামকমল। My God! She is dead!

বিক্রমাদিত্য ধীরে ধীরে ঘাড় ঘুরাইয়া তাহার দিকে চাহিল। অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিল:

বিক্রমাদিত্য। Dead?

রামকমল মাথা নাড়িল।

বিক্রমাদিত্য। শীলা! শীলা! শীলা!

দুইজন অফিসার তাহার দুইপাশে দাঁড়াইল, ধীরে ধীরে মঞ্চ অন্ধকার হইয়া গেল। খুব করুণ সুরে বেহালা বাজিতে লাগিল। মঞ্চ ঘুরিল। ধীরে ধীরে আলো জ্বলিয়া উঠিল। দেখা গেল ডাক্তারের চেম্বারে মণিমালা, কুন্তলা, নিরুপম, তারিণী চুপ করিয়া বসিয়া আছে। একটি অফিসার দাঁড়াইয়া আছে।

১১

কুন্তলা। সব অন্ধকার কেন নিরুপম! সত্যই কি নরকে নেমে চলেচি!

তারিণী। ভয় নেই কুন্তলা, আমি তোমার পাশে আছি! আমি, তোমার স্বামী!

কুন্তলা। আলো! আলো!

[বাহিরে] আলো! আলো! [ঘরে আলো জ্বলিয়া উঠিল।]

নিরুপম। লোকটা আদৌ ডাক্তার নয়।

কুন্তলা। এম-ডি ডিগ্রী রয়েচে যে!

নিরুপম। সে নাকি আমেরিকা থেকে টাকা দিয়ে কিনেচে।

তারিণী। ওটাও জোচ্চুরি। ইস্, দেখলে কি ভুলই করেছিলুম।

সুশান্ত কমলাকে লইয়া প্রবেশ করিল।

এস মা, এস, আমার বুকে এস, মা।

কমলা ঘুরিয়া দাঁড়াইল।

একি!

সুশান্ত। তোমার কাকাবাবু কাকীমা ডাকচেন কমল!

কমলা। ডাকুন না। চল আমরা বাগানে গিয়ে বসি।

সুশান্ত। সেখানে ত আমাদের এখন যেতে দেবেনা।

কুন্তলা তাহার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

কুন্তলা। একটু পরেই আমরা বাড়ী যাব কমল।

কমলা। কার বাড়ী ?

কুন্তলা। তোমার বাড়ী।

তারিণী। তোমার নিজের বাড়ী। আমি থাকব, তুমি থাকবে, তোমার কাকীমা থাকবে।

কমলা। না, সে বাড়ী আমি যাবনা।

কুন্তলা। নিরুপমও থাকবে!

কমলা। নিরুপমদা আমাকে ভুলে গেছে।

কুন্তলা। না, না, নিরুপম তোমায় ভোলেনি। সে ত তোমার জন্যে এই বাড়ীতেই থাকত। ওইত দাঁড়িয়ে।

কমলা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নিরুপমের কাছে গেল।

কমলা। তুমি এই বাড়ীতেই থাকতে! লুকিয়ে থাকতে বুঝি! দাঁড়াও তোমাকে একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি।

ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া ডাকিল।

সুশান্ত!

সুশান্ত তাহার কাছে আগাইয়া গেল।

এই আমার নিরুপমদা। আর এ কে জান নিরুপমদা? সুশান্ত, এখানকার একজন ডাক্তার। চমৎকার গান গাইতে পারে।

রামকমল তাই শুনে অবাক হয়ে বলে I see, even a goat can sing ! ও চটে যায় রামকমল তবুও বলে An offspring of the old goat, a bleating goat. ব্যা ! ব্যা !

খিল খিল করিয়া হাসে।

তারিণী। দেখচ কুন্তলা, আমাদের দেখে ও কেমন খুসি হয়েচে।

কুন্তলা। খুসি হয়েচে দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু তোমাদের দেখে নয়।

তাহারা একটু দূরে গিয়া বসিল।

কুন্তলা। নিরুপম !

নিরুপম তাহার কাছে আগাইয়া গেল।

আর একটু পরেই ওদের চিরজীবনের মত ছাড়া-ছাড়ি হবে।

নিরুপম ম্লান হাসিয়া কহিল :

নিরুপম। আপনি এখনো আমাকে ভুল বুঝচেন। ওদের বিচ্ছেদ কামনা আমি করিনা।

কুন্তলা। তাই মণি, তুই ওকে বুঝিয়ে বল।

নিরুপম। আমার সান্ত্বনার দরকার নেই। আছে মণিদি ?

মণিমালা। ভোগ করতে না পাবার ক্ষোভে ত্যাগের মহিমাকে যেন আমরা উপেক্ষা না করি, নিরুপম।

নিরুপম। না মণিদি, অত জটিল করে বিষয়টাকে আমি দেখতে চাইনা। আমি বুঝি জীবনে যেটুকু পেলুম সেইটুকুই রইল সম্বল, যা পেলুমনা তার জন্য আফশোষ অনর্থক !

তারিণী। তুমি ছোকরা, বেশ বুদ্ধিমান ত! যা পেলুমনা, বুঝতে হবে পাবার নয় বলেই তা পেলুমনা।

নিরুপম। আজ্ঞে, হাঁ।

তারিণী। মাঝে মাঝে আমাদের ওখানে যেতে পার!

নিরুপম। ইচ্ছে থাকলেও সময় পাবনা।

তারিণী। ও! বুঝিছি, বুঝিছি, তোমার অভিমানের কারণ সেই আমার লাঠিগাছা। আমি তা পুড়িয়ে ফেলব, আজ বাড়ী গিয়েই পুড়িয়ে ফেলব। আজ থেকে I shall be non-violent in my deeds and thoughts.

রামকমল টলিতে টলিতে দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, তাঁহার কাঁধ দিয়া রক্ত পড়িতেছে।

রামকমল। ব্যায়লা! আমার ব্যায়লা!

কুন্তলা। ওকি! আপনার কাঁধ দিয়ে রক্ত ঝরচে কেন!

সকলে উঠিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইল।

কুন্তলা। একি! আপনি বসুন এইখানে।

তাহার হাত ধরিয়া বসাইল।

রামকমল। আমার ব্যায়লা! ব্যায়লা!

কমলা। রামকমল! তোমার কাঁধ দিয়ে রক্ত ঝরচে!

কমলা ও সুশান্ত তাহার কাছে আসিল।

রামকমল। আজ দেখতে পাচ্ছ, এতদিন ত দেখনি। কেউ

দেখেনি। অথচ হৃদয় ফেটে বহুদিন ধরে ফোঁটা ফোঁটা অবিরাম রক্ত ঝরেচে। দেখলুম বিক্রমাদিত্য ছুরিটা তুলে নিল, নীচু হয়ে বাঁচাতে গেলুম, তবুও লাগল, operation knife একেবারে lung ফুটো করে দিল।

সুশান্ত। এই আমি ব্যাণ্ডেজ এনে ড্রেস করে দিচ্ছি।

রামকমল। শোন! শোন! ব্যাণ্ডেজ নয়, ব্যাণ্ডেজ নয়, ব্যায়লা।

সুশান্ত। ব্যায়লা!

রামকমল। ব্যাণ্ডেজ কি এই রক্ত বন্ধ করতে পারে ভাই? তুমি ব্যায়লাটা দাও। একজন দয়া করে ব্যায়লা শুনত, তার দয়ার কথা মনে পড়চে।

কমলা। রামকমল, তোমার সে কথা সত্যি!

রামকমল। হাঁ, হাঁ, তার দয়া সত্যি, কিন্তু দান মিথ্যে। সুশান্ত ভাই, আমার ব্যায়লাটা।

সুশান্ত চলিয়া গেল।

কুন্তলা। আপনাকে আমি বাঁচিয়ে রাখতে চাই। মনে মনে আমি যে আপনাকে গুরু বলে মেনে নিয়েচি।

রামকমল। গুরু!

কুন্তলা। কোন শাসন-অনুশাসন যা করতে পারেনি, আপনার কয়েকটি কথা তাই করেচে।

রামকমল। শাসনও নয় অনুশাসনও নয়, সেবা, স্নেহ-অভিষিক্ত সেবাই কল্যাণজনক। আমরা সবাই ব্যাধিগ্রস্ত, সবাই চাই স্নেহের প্রলেপ। পাইনা তাই ক্ষেপে উঠি; শাসন অনুশাসন ত আরো ক্ষেপিয়ে তোলে। Nurse your children, they will be perfect men

and women. স্নেহ পেলে মানুষ উষ্ণ হবেনা, উদ্ধত হবেনা, অন্যায়ে আসক্ত হবে না।

সুশান্ত ব্যায়লা লইয়া আসিল। কমলা ব্যায়লা লইল

কমলা। রামকমল এই তোমার ব্যায়লা।

রামকমল। দাও! দাও!

ব্যায়লাটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া কহিল :

আ-আ! শীলা! শীলা!

ব্যায়লায় হাত বুলাইতে লাগিল।

কমলা। রামকমল সিষ্টারকে ডাকচ, কিন্তু সিষ্টার ত নেই।

রামকমল। জানি। কোনদিন ছিলনা। বিক্রমাদিত্য চুরি করে রেঙ্গুণ নিয়ে গেল। তিন বছব খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হযে রেঙ্গুণ গেলুম। দেখলুম সে শীলা নেই, হয়ে গেছে পাষাণ-শীলা। আজ শীলা নেই, কিন্তু সেই ব্যায়লা আমার আছে।

কুন্তলা। শীলা আপনার কে ছিল?

রামকমল। হালে কিছু ছিলনা, কিন্তু আগে, অনেক আগে দয়া করে আমার ব্যায়লা শুনত, শুনে শুনে দয়া করে দিনকয়েকের জন্য আমার বিবাহিতা পত্নীরূপে পাশে বসে এই ব্যায়লারই বাজনা শুনত।

কুন্তলা ও কমলা একসঙ্গে আর্ত্তনাদ করিয়া মুখ ঢাকিল
তাহাদের কণ্ঠ ছাপাইয়া রামকমল কহিল :

কিন্তু মা, বিক্রমাদিত্য আমার ব্যায়লার তার ছিঁড়ে দিল মা!

ব্যায়লাটা চোখের কাছে লইয়া

এই তারের মতোই আমার জীবনের তার ছিঁড়ে গেল।

কুন্তলা। আপনি আমার অশান্ত মনকে শান্ত করে দিয়েচেন। এমন করে আপনাকে আমি যেতে দোবনা।

রামকমল। কিন্তু বিক্রমাদিত্য থাকতে দিলে না! This is the parting kick of the devil, ডাক্তারের শেষ crime.

বিক্রমাদিত্য। (নেপথ্যে) No! No! No!

সকলে সেই দিকে চাহিল। Handcuff লাগানো বিক্রম ডাক্তার দরজার কাছে দাঁড়াইল। সকলে ভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল।

তুমি একটু ভুল বুঝেছ রামকমল, ওটা আমার parting kick নয়, আমার মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।

রামকমল। তোমার মুক্তি!…

বিক্রমাদিত্য। নেই জানি; জানি, মৃত্যু ছাড়া আমার মুক্তি নেই। তাইত তোমাকে খুন করতে চাইলুম। ফাঁসির দড়িকে আর ফাঁকি দিতে পারব না। লেখা, আমার কালো নোটবুকখানা আমার চাই।

লেখা। এই নোট বই!

বিক্রমাদিত্য। হাঁ, সুশান্ত। ওল্টাও! আরো! আরো! হ্যাঁ। There is the list!

সুশান্ত। এ যে দেখচি কতগুলো নাম, লাল কালি দিয়ে কাটা।

বিক্রমাদিত্য। শেষের নামটা কি? শেষের নামটা?

সুশান্ত। নিশানাথ দত্ত।

বিক্রমাদিত্য। নিশানাথ দত্ত, রেঙ্গুণ। কেবল ওই নামটি কাটতে

বাকি। ওপরে যাদের নাম, সবাইকে শেষ করেছি। বাকি ছিল নিশানাথ, নিশানাথ ওই!

রামকমল। শীলা! শীলা!

বিক্রমাদিত্য। খাতাখানা একবার আমার হাতে দাও, দয়া করে, দয়া করে সুশান্ত, আমার শেষ কর্ত্তব্য, সুশান্ত, একটা লাল পেন্সিল! এই শেষ নামটিও আমি লাল পেন্সিল দিয়ে কেটে দিলুম। পৃথিবীর দেনা-পাওনা আমার সব শেষ হয়ে গেল।

রামকমল। বিক্রমাদিত্য আমার ব্যায়লার তার ছিঁড়ে দিল। তাই এই ব্যায়লার মত আমার হৃদয়ের তারও ছিঁড়ে গেল।

বিক্রমাদিত্য। ভালোই হোলো বন্ধু! শীলা অমৃতলোকে তোমারই জন্য অপেক্ষা করচে—জয়ী তুমিই হলে। Good bye.

যবনিকা

প্রথম অভিনয় রজনী, ১৩ই জুন, ১৯৪০

পরিচালক

নটস্থূর্য্য—অহীন্দ্র চৌধুরী

প্রযোজক

রঘুনাথ মল্লিক

ব্যবস্থাপক

বিদ্যাধর মল্লিক

পরিচালনা-সহায়ক

রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সন্তোষ সিংহ

গান

সুকবি শৈলেন রায়

সুর

সুরশিল্পী তুলসী লাহিড়ী

দৃশ্যপট— গদাধর মল্লিক
রমেন চট্টোপাধ্যায

স্মারক— কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়
জ্যোৎকুমার মুখোপাধ্যায

যন্ত্রশিল্পী— বাঁশী—ধীরেন বন্দ্যোপাধ্যায
বেহালা—কমলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায
হারমোনিয়াম—ঘণ্টেশ্বর প্রামাণিক
পিয়ানো—কালি বন্দ্যোপাধ্যায
ট্রাম্পেট—জিতেন চক্রবর্ত্তী
তবলা—হরিপদ দাস

আলোক শিল্পী— প্রফুল্লকুমার ঘোষ, শঙ্কর ভট্টাচার্য্য
কালি মিস্ত্রী

মঞ্চ-মায়াকর— নৃপেন রায়, গোবিন্দ দাস, রাজকৃষ্ণ
মহাপাত্র, সেখ বেচু, অমূল্য নন্দী

মঞ্চাধ্যক্ষ— পূর্ণ দে (এঃ)

প্রথম রজনীর অভিনেতৃবৃন্দ

পুরুষ

ডাঃ বিক্রমাদিত্য রায়	...	অহীন্দ্র চৌধুরী
রামকমল	...	জহর গাঙ্গুলী
তারিণী	...	সন্তোষ সিংহ
নিরুপম	...	রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
সুশান্ত	...	মিহির ভট্টাচার্য্য
সিধু	...	বিজয় কার্ত্তিক দাস
পরমা (ভৃত্য)	...	তুলসী চক্রবর্ত্তী
ইনস্‌পেক্টর	...	বিজয় মুখার্জ্জি

স্ত্রী

কুন্তলা	...	রাণীবালা
মণিমালা	...	নিরুপমা
শীলা	...	সুহাসিনী
কমলা	...	সাবিত্রী
লেখা	...	বিদ্যুল্লতা.

পরিচারিকা—রাজলক্ষ্মী (পটী)